





কলিকাতা

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগুবাজার,

“বিশ্বকোষ-শ্রেণী”

শ্রীরাধালক্ষ্মী মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।



উৎসর্গ



বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী

সর্ববিধ সংকল্পে অনুরক্ত

স্বদেশীয় সাহিত্যের পরম-ভক্ত

লালগোলানিবাসী

রাজা ত্রিযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ

রাজ্য রাহীভূক্তের

করকর্মে

তাঁহার আত্মকৃত্যে প্রকাশিত কবিতাবার আদিগ্রন্থ

শূন্যপুরাণ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

আন্তরিক ইচ্ছাজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ

প্রদান করিলেন

ত্রিণগেন্দ্রনাথ

গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির সম্পাদক ।



মুদ্রাক্ষণ-ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	মুদ্রিত পাঠ	আদর্শ পৃথিবী পাঠ
১	কৈলাস	কহলাস
২	পুস্ত	পুস্ত
২	ঠাকুরের	ঠাকুরর
৩	জন্মে	জন্মএ
৪	দৃষ্টে	দ্বিষ্টে
৫	পৃষ্ঠে	পিঠে
৫, ৬	বদনের	বদনব
	অশেষ	অলব
৭	"	"
'	জনমে	জনমর
"	কুসের*	কুসর*
৮	পুলক	পলক
৯	কুশ্বে	কুশ্ব
"	কুশ্ব	কুশ্ব
১২	শক্তি	সক্তি
১৩	আমি	আন্ধি
১৪	আত্মসক্তি	আদাসক্তি
১৫		
১৫, ১৬, ১৭	• আত্মার	আদার

১০.

* এইরূপ 'নাগের' স্থানে 'নাগর', 'কঙ্কের' স্থানে 'কঙ্কর' ইত্যাদি সর্বত্র
 সংশোধন কবিরা লইতে হইবে।

পৃষ্ঠা	মুদ্রিত পাঠ	আদর্শপুথির পাঠ
১৫, ১৬, ১৭	তপস্তাএ	তপিস্তাএ
"	বিষ	বিস
২০	প্রভুর	পরভুর
২১	উপায়	উপাঅ
২৩	বিজয়া	বিজজা
"	জব জয়কার	জঅ জঅকাব
২৪	নির্গয়	নিগ্নঅ
২৫	তাম্রব	তামব
২৬	বাযুব	বাউব
২৮	পুষ্প †	পুপ্প †
৩০	উদযাব	উদআব
৩০, ৮২	বিদ্যমান	বিদ্যমান
৩১	অর্ঘ্যপূজা	অগ্ঘপূজা
" , ৩৮, ৪৯, ৫৮	অনাত্ত	অনাদ
৩১	কবিতা	করিতা
৩২	ভকিত্যা	ভকিতা
" , ৩৬, ৩৭,	কল্যান	কল্লান
৩৪	বল্যে	বোলএ
৩৫	হংসপৃষ্ঠে	হংসপিঠে
"	সুজা	সুজ্জ
"	ধন্ত	ধন্ন
"	পূর্বিত	পূবিত

পৃষ্ঠা	মুদ্রিত পাঠ	আদর্শপুথির পাঠ
৩৫	দেবগণ	দেবগন
৩৬	পুত্র	পুত্র
৪৩	জব্য	দক্ষ
৫৬	ভাটাল*	ভাটালি
৫২	পাটে	পাটব
৭০	নাশ	নাস
৭৩, ৯৪	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসী
৮৭	দাপ	দীপ
৯০	তিথি	তীথ
৯২	প্রবেশিল	পবেসিল
১০২	চবণ	চবন
১০৬	ঋষি	বিসি
১০৯	ভ্রম	ভ্রম
১১৩	বুলেন	বুনেন
১১৫	জ্ঞান	জ্ঞান
১১৬	খীব	নাব
১১৯	আছেএ	আছএ
১২০	জ্ঞান	জ্ঞান
১২৬	বৈতবনী	বৈতবনী
"	আকাশ	আকাশ
১২৭	আবিকাকে	হুআবিকাকে
১৩২	পুঙ্কবণীব	পুঙ্করনীর

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই পুস্তকেব স্থানে স্থানে বন্ধনীব মধ্যে যে অংশ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা আদর্শ পুথিতে নাই, অপর পুথি হইতে পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদক।



গ্রন্থসূচী

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	
(ক) গ্রন্থকারের পরিচয় .	১০
(খ) ধর্মপালের পরিচয় ...	১৬০
(গ) বামাই পণ্ডিতের কালনির্ণয় ..	২৬০
(ঘ) বামাই পণ্ডিতের আশ্রম ...	২১০
(ঙ) গ্রন্থ-বিচার ...	২৮০
(চ) গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা—	৫৮০
১। সৃষ্টি-পত্তন ...	১
২। জল-পাবন ...	২৩
৩। তীকাপাবন .	২৬
৪। পুষ্প ভোজন ...	২৮
৫। হরিচন্দ্রের ধর্মপূজা ...	৩২
৬। ঘর দেখা ...	৩৪
৭। দ্বার-মোচন ...	৩৮
৮। চনা পাবন ...	৪০
৯। নিয়ম ভাঙ্গা ...	৪২
১০। হোম .	৪৪
১১। তীকাপ্রতিষ্ঠা ...	৪৫
১২। যম-পুরাণ ...	৪৯
১৩। বামাই-যমদূত-সংবাদ ...	৫১
১৪। যমরাজ-সংবাদ ...	৫২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
১৫। বৈতরণী ...	৫৫
১৬। ধর্মের স্থান ...	৫৭
১৭। হরিচন্দ্রের ধর্মপূজা ...	৫৯
১৮। অধিবাস ...	৬১
১৯। বেড়া মনই ...	৬২
২০। ধূনাঙ্গা ...	৬৭
২১। ঘোড়া সাজান ...	৬৮
২২। বারমাসী ...	৬৯
২৩। সন্ধ্যাপাবন ...	৭৪
২৪। মহুই ...	৭৫
২৫। ঢেঁকী মঙ্গলা ...	৭৭
২৬। গাভারী মঙ্গলা ...	৭৯
২৭। ঘাট মোচন ...	৮১
২৮। ধর্মের জ্ঞানবিধি ...	৮৩
২৯। তীর্থ আবাহন ...	৮৫
৩০। ধর্মজ্ঞান ...	৮৮
৩১। ধর্ম-সাজন ...	৯১
৩২। পুষ্পাঞ্জলি ...	৯৪
৩৩। দেবস্থান ...	৯৭
৩৪। মুরগী মঙ্গলা ...	৯৮
৩৫। ধর্মপূজা ...	১০৩
৩৬। মুক্তিদ্বান ...	১০৫
৩৭। ধাত্তের জন্ম ...	১০৭

বিবরণ	পৃষ্ঠা
৩৮। নিয়মভঙ্গ ...	১১৫
৩৯। চনা পাবন ...	১১৮
৪০। চাঁকা-প্রতিষ্ঠা ...	১১৯
৪১। হোম-যজ্ঞ ...	১২১
৪২। বৈতরণী ...	১২৫
৪৩। যুথশুদ্ধি ...	১২৮
৪৪। দেবীর মনই ...	১২৮
৪৫। ত্রিমূর্তির নমস্কার ...	১৩১
৪৬। ধর্মস্থান ...	১৩২
৪৭। যজ্ঞ ...	১৩৩
৪৮। তাম্রধাবণ ..	১৩৫
৪৯। ছাগজন্ম . .	১৩৮
৫০। নিবন্ধনের কল্পা ..	১৪০
৫১। বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ সূচী ...	১৪৫
৫২। নামসূচী ..	১৬৯



শ্রীমদ্রামায়ণ

মুখবন্ধ

সাধারণ সমক্ষে যে পুস্তকখানি উপস্থিত কবিতেনি, এখানেই ধর্মপূজাপ্রবর্তক রামাই-পণ্ডিত রচিত বাঙ্গালাভাষার একখানি আদিগ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় একাদশ বর্ষ হইতে চলিল সর্বপ্রথমে এই গ্রন্থের কথা উপস্থিত কবেন। পরে তাহারই চেষ্টায় এই সুপ্রাচীন গ্রন্থের দুইখানি হস্তলিপি সংগৃহীত হইল, সেই দুইখানি খণ্ডিত পৃথি এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত হইয়াছে। এছাড়া বাকুড়া জেলা হইতে আমরা আরও একখানি সংগ্রহ করিয়াছি, এই খানিই আদর্শরূপে গৃহীত হইল। ধূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি' নামে গ্রন্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এই গ্রন্থখানি বহুকাল হইতেই রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিতেছে, তাহা আমরা ঘনরাম, মাণিকগাঙ্গুলী প্রভৃতির ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলেই জানিতে পারি। কিন্তু এই গ্রন্থখানি মূলতঃ শূত্রপুরাণ নামেই পরিচিত। গ্রন্থসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন কথা হইতেছে, আমরা এই গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালাভাষার একখানি আদিগ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দিলাম, তাহার কারণ ও প্রমাণ কি ?

প্রথমেই বলিয়াছি, গ্রন্থকারের নাম রামাই পণ্ডিত। রামাই

* অনেক স্থলে 'রমাই পণ্ডিত' নাম বৃষ্ট হয়, কিন্তু শূত্রপুরাণ পাঠ করিলে রামাইখ্য রাম নামই ঠিক মনে হইবে।

মুখবন্ধ

পণ্ডিত কে ছিলেন ? এবং কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আলোচনা কবিতা দেখা যাউক, তাহাহইলে অনায়াসেই আমরা গ্রন্থরচনা কালও নির্ণয় কবিত্তে পারিব।

গ্রন্থকাবের পৰিচয়

মহানাহাপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রকাশ করেন, “ধর্মঠাকুর”র পুঁথি পড়িতে গেলেই একজনের নাম সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাব নাম বমাই পাণ্ডত। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী ইহাবই আশ্রমে শালে ভব দিয়াছিলেন। ইনি ধর্মপূজাব আদিগুরু।” * সুহৃদবর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “বঙ্গের নিম্নশ্রেণীব মধ্যে ব্রহ্মপূজাব প্রধান পাণ্ডা রমাই পাণ্ডত বাইত্তিজাতীয় ছিলেন। বনবামের ধর্মমঞ্জলে লুপ্ত হয়, বমাই পাণ্ডত মহাবাজ ব্রহ্মপালের সময় বর্তমান ছিলেন।” † রামাই পাণ্ডত বে বাইত্তিজাতীয় ছিলেন একথা আমরা কোন প্রাচীন ধর্মমঞ্জলে পাইলাম না। বং তিনি নিজ শূন্তপুৰাণ বা পদ্ধতি মধ্যে আপনাকে বিজ্ঞ বলিয়াই অভিহিত কবিত্তাছেন। যথা—

১। “পণ্ডিত বিজ্ঞ বাম সকলি গুণধাম

জনন পন্তন সাধনে।

অনাদি পদতল

মধুকর-কমল

শ্রীরামপণ্ডিত ভনে ॥” ৮৯ পৃষ্ঠা।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৪। ৬২ পৃষ্ঠা ত্রুট্য।

† শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য় সংস্করণ)

৯০ পৃষ্ঠা।

২। “সাজপূজা বরন

কৈল দণ্ডবত

গাইল দ্বিজ রামাই।” :২৮ পৃষ্ঠা।

এছাড়া মহামাহাপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় যে বামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি উদ্ধৃত কবিয়াছেন, তাহারও ভাঁনতাব মধ্যে রমাই পণ্ডিত দ্বিজ উপাধিতে ভূষিত। যথা—

‘ধর্ম্মের মঙ্গলগীত পণ্ডিত বমাই গান।

এ কল বমাই দ্বিজ শয়াল অবধান ॥’ *

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে রামাই পণ্ডিতকে আমরা ‘দ্বিজ’ বলিয়াই গ্রহণ কবিতে পারি। বামাই পণ্ডিত এছাড়া আর কিছু পরিচয় দেন নাই। তবে তাঁহার শ্রুতপুণ্য হইতে আমরা আরও একটু পরিচয় পাই যে, ধর্ম্মপূজার যে চাবিজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিত একজন। এই চাবি-জনের মধ্যে প্রথম সেতাই বা খেত পণ্ডিত, ইহার অধীনে ৪০০ শত গতি, ২য় নীলাই পণ্ডিত তাঁহার ৮০০ শত গতি, ৩য় কংলাই পণ্ডিত তাঁহার ১২০০ গতি এবং ৪র্থ রামাই পণ্ডিত, তাঁহার ১৬০০ গতি ছিলেন। বামাই পণ্ডিত চতুর্থ বা শেষ পণ্ডিত বলিয়া বর্ণিত হইলেও গতিপ্রাধাত্তে তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া মনে হয়। শ্রুতপুণ্যে তাঁহার পিতামাতার বা তাঁহার নিজ সম্বন্ধে অপর কিছু পরিচয় না থাকিলেও, অপব স্থান হইতে তাঁহার কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল—

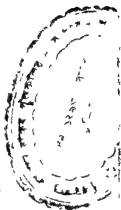
* শাস্ত্রীমহাশয় ‘শয়লব ধান’ এই পাঠ তুলিয়াছেন, কিন্তু ‘শয়াল অবধান’ এই শুদ্ধ পাঠ। (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা—১৩০৪, ৩০ পৃষ্ঠা স্রষ্টব্য।)

"নমঃ হারিকা-পুরী জয় বিজয় করতাবে ॥
 বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ ধর্মের পূজা করে ॥
 নানা মতে পূজা করে লয়ে আয়োজন ।
 প্রত্যাধি পূজা করে ধর্মের চরণ ॥
 চামর চুলাতে আজ লাগিল তবাস ।
 ধর্মশাপে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গেল বনবাস ॥
 ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তখন হাটাকার করে ।
 কিহেতু অভিশাপ প্রভু দিলেন আমারে ॥
 ধর্ম বলে যান ভূমি পূজায় তরাস ।
 এই হেতু তব কার্য যাহ বনবাস ॥
 দ্বাদশ বৎসর কব পূজা বিষ্ণুর চরণ ।
 ভবে তব পুত্র হবে বিদিত ভুবন ॥
 ধর্মশাস্ত্র বেদবিধি করিব প্রকাশ ।
 এই হেতু করিলাম তোমারে বনবাস ॥
 সাম জগ যজু অথর্ক নিবে চুষক সারে ।
 আয়ুর্কর্ম মিশাউয়া পঞ্চম বারে ॥
 পঞ্চম বোধ পঞ্চ প্রবব বাথেন সদাই ।
 পুত্র হাল বেথো নাম পণ্ডিত রামাই ।
 আমি অনুবল তব না কর ভাবনা ।
 পুত্র ত'লে স্বর্গধাম যাবে ছইজনা ॥
 গোলালোক গমন করি থাকিব আজ্ঞাধে ।
 না হবে মানব জন্ম আর পৃথিবীতে ।
 এতেক গুনিয়া দ্বিজ ধর্মের বচন ।
 ছইজনে বিপিনেতে করিল গমন ॥

আগম বিপিনে ঘোছে প্রবেশন করে ।
 প্রথমে উজ্জ্বল গিয়া সরস্বতী তীরে ॥
 দ্বিতীয়াতে নন্দিনীর কূলে মংশন ।
 তৃতীয়ে পুষ্কর পুঞ্জে ধর্ম্মেব চরণ ॥
 চতুর্থেতে চারি পুঞ্জে সরস্বতী ।
 পঞ্চমেতে ক্রম সঙ্গা বসুনার স্থিতি ॥
 এইরূপে এগাব বর্ষ করে কাণযাপন ।
 বার বর্ষে গর্ভবতী ব্রাহ্মণী তখন ॥
 দুনিব আশ্রম বন নামে বস্তুবতী ।
 সেই বান ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী অবস্থিতি ॥
 মাসে মাস বাড় গর্ভ গুনহ তারতী ।
 চিন্তাযুক্ত হাব বাল ব্রাহ্মণেব প্রতি ।
 দশমাস পবিপূর্ণ হৈল সেইখানে ।
 ভূনিষ্ঠ হৈল পুত্র শুভক্ষণ দিনে ॥
 রথোপরে ধর্ম্মরাজ আনন্দিত মনে ।
 উপনীত হৈল প্রভু ব্রাহ্মণী যেখানে ॥
 ধাত্রী মাতা আসি তখন নাভিচ্ছেদ কর ।
 নাভীচ্ছেদ কবি স্নান কবাইলা নীরে ॥
 বনেব পঞ্চ কাণ্ড আনি জালে হত্যাশন ।
 অর্ক খদির ঐদম্বর সাই আর চন্দন ॥
 একুশ দিনব হয় ব্রাহ্মণ সন্তান ।
 পঞ্চদশি আনি ধর্ম্ম তাব বিজ্ঞমান ॥
 অদ্বিত্য ভূত ভবদাম লোমশ ব্রাহ্মণি ।
 বসিলেন পঞ্চজনে ত্রীবর্ষ অগ্রে আসি ॥

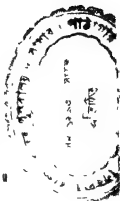
জ্যোতিষাঙ্গি নানামত কবিয়া বিচার ।
 পৃথিবীতে নাহি দেখি এমন কুমার ॥
 ধর্ম্মেব লক্ষণ দেখি বালক শরীরে ।
 শ্রীধর্ম্মপদচিহ্ন আছে মন্তক উপরে ॥
 সূন্দর বরণ তাব সদা দেখিতে পাই ।
 বিচার কবিয়া নাম বাগ্মন রামাই ॥
 হিমালয় মধ্যে জন্ম ত্রৈলোক্য কুমার ।
 বৈশাখীয়া শুক্লপক্ষ জন্ম তাহার ॥
 পঞ্চমীষ তিথি ছিল নবম্র ভবনী ।
 বিবাহ শুভাদান পসব হটলা প্রাক্কণী ॥
 ধর্ম্মপূজা চৈত্রাব যা তাত হইব ।
 সেট প্রভু জন্মদিন পজাব অভাবে ॥
 দেবগণ শিশু আগ আসিয়া তখন ।
 ছন্দমাস তাগাব কবিল চন্দ্রাশন ॥
 অন্ন দাত সকল স্নান শুভদিন ।
 পঞ্চমীষ তিথি আন নবম্র অধিন ॥
 দশ দাগু অন্নপূর্ণা চন্দ্র দেন মুখ ।
 শুভদিন শুভবার শুভবার্ত্তি বাধ ॥
 দেবগণ চৈত্র গেণ আপনার স্থান ।
 শ্রীধর্ম্ম বহিল বেবণ বঙ্গাব কাবাণ ॥
 স্বর্গের বপিনা আসি কবায় চঞ্চপান ॥
 বাসবেব কাছে প্রভু সদা অবিষ্টান ॥
 শ্রীবামাট হটন যখন পঞ্চম বৎসর ।
 তাব পিতা মাতা তখন তারি বন অন্তর ॥

পূর্বকাল ত্রীশের অভিশাপ ছিল ।
 এই হেতু পিতা ভাব পবাণ ত্যজিল ॥
 সেই কাহ্নাতে কার মৃত্তিকা অর্পণ ।
 পিতৃকার্য্য বামাইব কবাল নিবন্ধন ॥
 ধর্ম্ম সাগ্নাতে মৃত্যু হতু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ।
 দশদিন অশৌচ বালন চক্রপাণি ॥
 দশদিন গতে কাব শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ।
 বিমানে চন্ডিহা গেল বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
 বিষ্ণু অলুচব হায় থাকেন গোলোকে ।
 সদা সর্বদা দোহ বিষ্ণুপদ দেখে ॥
 সেট বালক প্রভু সেন অন্ন জল ।
 ব্রাহ্মণেব বেশে ধর্ম্ম কানন মন্ডল ॥
 পূজাব পদ্ধতি হেতু ভাবন গোসাঞি ।
 যজ্ঞস্থল দিলে পূজা বশিকাল নাঞি ॥
 কোলে কবি দায় গেল ব্রাহ্মণেব বেশে ।
 বালক লইয়া প্রভু বাহ গঙ্গাপাশে ॥
 সাত বৎসরব তপন হটল কুমার ।
 আত্ম্যতি চুডাকরণ ২ । ষ্টেশ তাহার ॥
 ব্রাহ্মণ চুডাকরণ চারি বৎসর চারি মাস ।
 এই বিবি প্রজাপতি বাবন প্রকাশ ॥
 নয় বৎসবে উপনয়ন ব্রাহ্মণেব বিবি ।
 বেদমতে ব্যবস্থা আছায় শুভাবনি ॥
 ছায় শ্রুতি আগম বেদ কবিতা বিচার ।
 ভেদাভেদে তাম্র দিতে বিধি কবেন তার ॥



এই সব নিরঞ্জন ভাষি মনে মনে ।
 তাম্র দিতে বিধি তখন বিচারিল মনে ॥
 পনের বর্ষ বয়ঃক্রম হইল ছার জন্ম ।
 চূড়াকরণ সংযোগে গারি তাম্র দেন ধর্ম ॥
 গঙ্গার কূলতে আসি যত্ন দেবগণ ।
 গণেশাদি নানা দেব করিয়া পূজন ॥
 পঞ্চ ঘট নিরমেতে করিয়া স্থাপন ।
 চূড়াকরণ আভ্যোতি বেদেব নিরম ॥
 গ্রীষ্ম বসন্ত ঋতু বিচার কবি মনে ।
 শ্রীনামারেব তাম্র দিলেন শুভক্ষেণে ॥
 পঞ্চশত হোম করে বজ্রের নিয়ম ।
 মার্কণ্ডেয়ুনি আসিয়া সব করেন ক্রম ॥
 এই পঞ্চম বেদে পণ্ডিত হবে সর্বজন ।
 গঙ্গাকূলতে করে কায্য সমাপন ॥
 নিজ দেশে যাত্রা কবে শ্রীরামাই পণ্ডিত ।
 মার্কণ্ড সমভিব্যাহারে চলিল ষড়িত ॥
 স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে ।
 শিক্ষা করে নানাশাস্ত্র গুনি বিভ্রমানে ॥
 রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজা করে নিরন্তর ।
 তখন বয়স হইল পঞ্চাশ বৎসর ॥
 তুরগর দিকে দিকে রমাইর গমন ।
 সমাগরা পৃথিবী মধ্যে ধর্মের স্থাপন ॥
 ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্মের স্থাপন ।
 সবার পূজাতে হন ভূষ্ট নিবন্ধন ॥

ধর্মপূজা করে রামাই অনেক বতনে ।
 সলাগরা পৃথ্বী মধ্যে ধর্মের স্থাপনে ॥
 ছত্রিশ জাতিও ঘবে ধর্মের স্থাপন ।
 সদার পূজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন ॥
 ধর্মপূজা করে রামাই অনেক বতনে ।
 এই হেতু অহংকার হইল তার মনে ॥
 করিলাম আমি ত্রীপাদপদ্ম স্মরণ ।
 এই হেতু অভিশাপ দেন নিরঞ্জন ॥ *
 ভব জল বিবতুল্য হইল আজ চৈতে ।
 এই কথা শুনি রামাই লাগিল কীদিতে ॥
 অপরাধ মার্জনা কর জগৎ গোসাঞি ।
 তুমি না তাবিলে আমার আর কেহ নাই ॥
 ধাং ধীং ধং বলি চরণে পড়িল ।
 শাস্ত সৃষ্টি হায় প্রভু সেবাক বলিল ॥
 পাণ্ট হটবে বেহ জাহ্নবী তরঙ্গে ।
 সে দিন আসিবে আমার ত্রীঅঙ্গে ॥
 পঞ্চম বেদ কর তুমি বেদের প্রমাণ ।
 ভব কীর্তি রাঙ বেন কলিতে সমান ॥
 কলিকাল হবে যাব পূজাব পদ্ধতি ।
 রামায়ের মাত পূজা করে নিরবধি ॥
 আশী বৎসর হইল রামাই বলে ।
 আর পূজা কে করিবে ভব চরণকমলে ॥
 দাস দাসী কেহ নাহিক প্রেরসী ।
 কেবা সেবা করে ধর্ম আমিতো সন্ধ্যাসী ॥



বৃদ্ধদশা হ'লো জীর্ণ শরীর ।
 আপনার কারভরে আপনি অস্থির ॥
 তব সেবা আয়োজন কেবা কবি দিবে ।
 বিচার কবিতা রামাই মনে মনে ভাবে ।
 চরণে মিনতি এই প্রভু নিরাকার ।
 কেমনে করিব পূজা চরণে তোমার ॥
 স্তবে ভুট্ট হয়ে তখন বলে চক্রপাণি ।
 হাসিয়া জীবন্ বাক্য বলিলেন তিনি ॥
 কি মানস তব বাছা বলহ সত্তর ।
 বাহা চাহ তাহা দিব না হব কাঁড়র ॥
 শ্রীবামাই পণ্ডিত বলে গুন মোর বাণী ।
 এই সময় সেবায়োগ্য পাত্র দেহ আনি ॥
 এত গুনি ধর্ম্মরায় ভাবিল অন্তরে ।
 দক্ষিণ চরণে এক কস্তা জন্ম কবে ॥
 জন্মমাত্র কস্তা বলে জুড়ি ছই কর ।
 কি কার্য্য করিব বল সংসার ভিতর ॥
 ধর্ম্মবলে কেশবতী নাম যে তোমার ।
 ধর্ম্ম মতি রবে তব সাক্ষী সতী সার ॥
 রামাইয়ের সেবা কর যাবৎ জীবন ।
 অন্তকালে মম পদে মিশিবে তখন ॥
 • দাসী দিয়া প্রভু গেলা বৈকুণ্ঠভবন ।
 দাসী পেয়ে রামায়ের হরষিত্ত মন ॥
 রামাই বলে কোলে লহ ভূমিত জননী ।
 ধর্ম্মসেবার আয়োজন দেহ সব আনি ॥

ফল ফুল যোগায় কল্পা মনে আনন্দিত ।
 বাহার কৃপায় হয় পুরাণ সংজ্ঞাত ॥
 তখন বামায়ের বয়স একশত পাঁচিশ ।
 শুদ্ধচিত্ত কাব পূজা জীবন উদ্দিশ ॥
 কেশবতী বলে আমি করি নিবেদন ।
 করিলাম তোমাব সেবা যাবৎ জীবন ॥
 এক নিবেদন করি তবে শ্রীচরণে ।
 তোমাব তুল্য চাই পুত্র সদা ভাবি মনে ॥
 শ্রীধর্ম বলিয়া বামাই কল্পার গর্ভে হস্ত দিল ।
 সেই গর্ভে তাব এক বালক জন্মিল ॥
 দশ মাস দশ দিন ২৪৭ তাহাব ।
 প্রসবিল সেই কল্পা চন্দ্র কুমার ॥
 ধাত্রী আসি নার্দাওদ করিল তাহাব ।
 বটবৃক্ষতলে শিশু ব্রাহ্মণ কুমার ॥
 দ্বিজের লক্ষণ দেখি বালক শরীরে ।
 কাঁবাবন ধর্মপূজা অবনী তিতরে ॥
 ব্রহ্মদাস নাম তবে রাখিল তাহার ।
 করিবে শ্রীধর্মপূজা পঞ্চম বেদ সার ॥
 দশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল তাহার ।
 দিনে দিনে বাড়ি শিশু অতি চমৎকার ॥
 তাম্র দিবে মম পুত্র তনুলাম এখন ।
 ধর্মপূজাপদ্ধতি কঠিন কেমন ॥
 শ্রীরামাই পণ্ডিত বলে শুন কেশবতি ।
 শিক্ষা দিব তবে গুল্লৈ পুজার পদ্ধতি ॥

তার স্থিতি আগর করিয়া বিচার ।
 ভেদান্তেদে তার দিতে বিধি করেন তার ॥
 চৌক বর্ষ চৌক দিন উর্দ্ধ সংখ্যা তার ।
 বার বর্ষ বার দিন সংখ্যা করি আর ॥
 এই তিন বিধি করি ধর্মপণ্ডিত প্রতি ।
 এই রহে গেল কলিকালে আদি ॥
 অল্প জাতি পণ্ডিত হ'ব ধর্ম মানে নাই ।
 গ্রহ কাজে রত হর ফেটে মরে তাই ॥
 পণ্ডিত হইয়া যেবা শূদ্রার থাকে ।
 কলিকালে প্রভু তাবে অতিশাপ দিবে ॥
 এই গুন কেশবতি বিচার তাহার ।
 শুদ্ধ হইয়া করিবে পূজা তোমার কুমার ॥
 এই মতে পণ্ডিত কবি তোমার নন্দনে ।
 শিখিবেক ধর্মশাস্ত্র বেদের বিধান ॥
 হ্রিশ জাতিকে দিবে তান্ন আমার বচনে ।
 গুরুপণ্ডিত নাম তার স্থিবে ভুবনে ॥
 গুনিলে কেশবতী পূর্ক বিবরণ ।
 তান্নধারণ কার্য করে সমাধান ॥
 বটবৃক্ষ তলে এক কুটীর বঁধিল ।
 তিনপদ ভূমে দিয়া গৃহে প্রবেশিল ॥
 কুটীরেতে ব্রহ্মচারী থাকে তিনদিন ।
 হৃদ্য রক্তা ভক্ষণ করে অন্ন যে বিহীন ॥
 ছয় মণ্ড বেলা গতে সূর্য দেখাইল ।
 মজলাদি হস্তে সূতা তখন তুলিল ॥

ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিল রামাই পণ্ডিত ।
 করিল শ্রীধর্মপূজা হয়ে হরষিত ॥
 ধর্মদাস বলে গোসাঞি করি নিবেহন ।
 কি ক্লেশেতে কংশ মোর হইবে এখন ॥
 এত শুনি ক্রোধে বলে, রামাই পণ্ডিত ।
 কলিকালে হবে তুমি ডোমের পুরোহিত ॥
 শক্তি বলে কত্তা বিভা কবিবে বে দিনে ।
 সেই হইতে কংশ বৃদ্ধি হবে দিনে দিনে ॥
 করিতে সকল কর্ম শ্রীধর্ম সহায় ।
 হরষিত হয়ে তখন ধর্মদাস গুহার ॥
 কালিন্দী নাহিকে চিনি কেমন আকার ।
 কিপ্রকারে হ'ল বল জনম তাহার ॥
 শ্রীরামাই পণ্ডিত বলে জন্মবিবরণ ।
 শ্রীধর্ম ঘাসেতে জন্ম শাস্ত্র নিরূপণ ॥
 স্মরণ নিলেন শ্রীধর্ম পদতলে ।
 সদা বলি নাম তার রাখিল সকলে ॥
 কালবতী কত্তা ছিল কালিন্দীর কুলে ।
 তাহাকে কবিল বিভা কাল সন্ধ্যাকালে ॥
 সেই কত্তার হৈল তবে চাষিটী নন্দন ।
 মাধব সনাতন শ্রীধর স্থলোচন ॥
 চারি পুত্র এক কত্তা জন্মিল সদার ।
 সেই হইতে বাড়িল কালিন্দীপরিবার ॥
 একদিন ধর্মদাস সদার মন্দিরে ।
 উপনীত হ'ল সেই পুঙ্গু তুলিবারে ॥



ধৰ্মপূজা বৰে সদা অতি ধীৰ মন ।
 সদাক মন্ত্ৰ বলান ধৰ্মদাস তখন ॥
 মন্ত্ৰ বলাতে ডোমের পুৰোহিত হইল ।
 এ কীৰ্ত্তি কলিকাল পৰ্য্যন্ত বহিল ॥
 ধৰ্মদাস হইতে বশ্মপণ্ডিত ভাছিল ।
 এইৰূপে পণ্ডিত বংশ বাড়িতে লাগিল ॥
 সদাব বংশেতে ডোমৰ উৎপত্তি হয় ।
 ডোমতে পণ্ডিতে প্ৰভেদ আছিলে নিশ্চয় ॥”

উক্ত বিবরণটী যাত্ৰাসিদ্ধি-বায়ব পদ্ধতিতে বিবৃত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর হটত ১২ মাইল পূৰ্বে ময়নাপুর নামক গ্রামে যাত্ৰাসিদ্ধি নামক ধৰ্মপণ্ডিত বসতি মান। তাঁহার সেবাটীত ধৰ্মপণ্ডিতের নিবট হটত পণ্ডিত শ্ৰীযুক্ত বিনোদ বিহারী কাব্যচৌধুরী মহাশয় উক্ত বিবরণটি সংগ্ৰহ করিয়া আনিয়াছেন।

উক্ত বিবরণ হটত বেশ জানা যাইতেছে যে, বনাই বা বানাই পণ্ডিত জাতিত ব্রাহ্মণই ছিলেন। অত্রাঙ্গণ বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সে প্ৰবাদ আছে, তাহা প্ৰকৃত নহে। দাবকা-পুৰী নামক স্থান বিষ্ণনাথ নাম এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্ৰহণ করেন। অবশ্য উক্ত দাবকা গুজবাতেন অন্তৰ্গত সেই কুঞ্জেব দাবকা নহে। এ দাবকা বাঙ্গালায়, বাঢ়। কিন্তু সামান্ত দোষেই বিষ্ণনাথের উপর বশ্মপণ্ডিতের রোষ হইয়াছিল। তাহাতেই তাহাকে নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষীণ বনবাসে আসিতে হইল। সেই বনময় চিহ্নকর প্ৰাদেশে বিষ্ণনাথ ব্রাহ্মণের গুৰুসে বৈশাখ মাসে গুরুপক্ষ পঞ্চমী তিথি ভয়ণী নক্ষত্রে ববিবার শুভদিনে

রামাই জন্মগ্রহণ করিলেন। বখন তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় রামাইর পিতৃবিয়োগ হইল; অবশ্য সেই অনাথ বালক অপর কাহারও দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তির নাম জানা শুনা না থাকায় পদ্ধতিকাব তাঁহাকে ধর্ম-ঠাকুর বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। রামাইর সেই পালক জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণধর্মবিবোধী ছিলেন। তিনি রামাইকে ব্রাহ্মণোচিত বৈদিকী দীক্ষা দিলেন না, এখন ভোম-পণ্ডিতদিগের মধ্যে যেকোন তান্ত্রদীক্ষা প্রচলিত আছে, সেইরূপ তান্ত্রদীক্ষা দেওয়াইলেন। * তান্ত্রদীক্ষাব পূর্বে তিনি ধর্মপূজায় অধিকারী হইলেন। ময়ূরভট্ট প্রভৃতির ধর্মপূজা বা ধর্মমঙ্গল হইতে জানিতে পারি, রামাই নিজ পূজাপ্রভাবে এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন যে দেবলাক ও নবলোকে সকলোই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে লাগিল।

যাত্রাসিদ্ধিবারেব পদ্ধতি হইতে জানা যায় যে, তিনি নিজ ধর্মমত স্থাপন কবিস্বার উদ্দেশে ও বংশবল্যাব নিমিত্ত বৃদ্ধবয়সে

* ব্রাহ্মণসমাজে যেকোন উপনয়ন, ভোমপণ্ডিত বা ধর্মপণ্ডিতদিগের মধ্যে সেইরূপ তান্ত্রদীক্ষা। সাধারণতঃ ছাদল হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তান্ত্রদীক্ষা হয়। এই তান্ত্রদীক্ষার পূর্বে চূড়াকরণ, গণেশাধির পূজা, ঘটস্থাপন, আভ্যাবরিক প্রাক্ক, পঞ্চত হোম প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তান্ত্রদীক্ষার পর সেই ধর্মপণ্ডিত নিয়ন্ত্রেণীর নিকট অনেকটা ব্রাহ্মণের স্তায় সম্মানলাভ করিয়া থাকে। তান্ত্রদীক্ষা হইলেই তাঁহার ধর্মগ্রন্থের পূজার অধিকারী হয়। যে সে লোক তান্ত্র ধারণ করিলে পণ্ডিত হইতে পারে না। কেবল রামাই-পণ্ডিতের বংশীয়গণই তান্ত্রধার্য্যে অধিকারী, কেবল তাহাবাট পণ্ডিত হইয়াই যোগ্য। নিয়ন্ত্রেণী বিশেষতঃ ভোমের গৃহে প্রাক্ক বিবাহাদি সকল কার্য্যে উক্ত ধর্মপণ্ডিতেরাই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

কেশবতী নামে এ কন্তাকে পত্নীতে গ্রহণ করেন। এই কন্তাব সম্ভবতঃ জাতিকুল কিছুই ঠিক ছিল না, একারণেই ধর্মের পাণ্ডাগণ তাহাকে ধর্মের দক্ষিণচরণসম্বৃত্তা অধোনি সম্ভবা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাহা হউক এই অজ্ঞাতকুলশীলা কুমারীর গর্ভে বৃদ্ধ রামাই পণ্ডিতের ঔরসে ধর্মদাস জন্মগ্রহণ করিলেন। রামাই ব্যবস্থা করিয়া বান কেবল এই ধর্মদাসেব বংশই একমাত্র ধর্মপূজাব অধিকারী, আর কেহ পূজা কবিলে তাহাতে ধর্ম নিরঞ্জন সন্দেহ হইবেন না। অর্থাৎ ধর্মপূজাব ব্যাপারটা রামাই পণ্ডিতের বংশধরেরাই এক সময়ে এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। এ কারণ রামাই পণ্ডিতের বংশ-বিস্তার ঘটিলে এবং নানাহানে তাহাবা বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িলে পাছে অপর কেহ ধর্মপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা কবে, এ আশঙ্কায় ধর্মদাসেব বংশধরগণ স্ব স্ব বংশপত্রিকা ও কুলপবিচয় রক্ষা করিতে থাকেন। ধর্মপণ্ডিতদিগের মুখে শুনিয়াছি, যতদিন তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল, ততদিন তাহারা বংশাবলী রীতিমত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। সেই সকল বংশপত্রিকায় ধর্মপণ্ডিত সমাজের অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিখিত ছিল। ধর্মপণ্ডিতগণের পূর্বপ্রভাব লোপের সঙ্গে অনাদবে ও অবহেলায় পণ্ডিতবংশধরগণ সেই সকল কুল গ্রন্থ অধিকাংশই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানে খণ্ডিত পাতডার সামান্যমাত্র সন্ধান হইয়াছে। আমরা ঐ পাতডা হইতে জানিতে পারি যে বহুদিন হইতেই গ্রহাচার্যগণ ধর্মপূজা কবিতেন, কিন্তু তাহাদের প্রতি ধর্মপণ্ডিতগণ কেহ সন্দেহ ছিলেন না। এই কারণেই যাজ্ঞসিদ্ধির পদ্ধতিতে আভাস পাই—

“অন্ত জাতি পণ্ডিত হবে ধর্ম মানে নাই ।

এহ কাজে রত হব কেটে মরে ডাই ।”

রূপবাহের ধর্মমঞ্জল হইতে জানিতে পারা যায় যে, গোড়েশ্বর ধর্মপালের সময় কর্ণসেন-পত্নী রজাবতী পুত্র লাভার্থ ধর্মপূজা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্তু বামাই পণ্ডিতের আশ্রয়ে শালে ভব দিয়া অসম্ভব ব্রহ্মসাধনের পবিচয় দিয়াছিলেন ।

এদেশে গ্রন্থাচার্য্যগণ পূর্বকালে ধর্মপূজা কবিতেন বলিয়াই ধর্মমঞ্জলসমূহের নায়ক ও ধর্মপূজাব প্রচাবক লাউসেনের নাম গ্রন্থাচার্য্যগণের সঙ্কলিত বঙ্গীয় পঞ্জিকাসমূহে স্থান পাইয়াছে । নং ৫৭ বাউসানব নাম বাজচক্রবর্তীদিগের মধ্যে স্থান পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না । সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মবিবোধী ধর্মপূজার বৃত্ত চালন বাঁশয়াই বৈদিক ব্রাহ্মণানুদায়ক সঙ্কে গ্রন্থবিপ্রগণ ও ধর্মপণ্ডিতদিগের জায় নিশ্চিত ও একপ্রকার সমাজবাহু হইয়া গাড়াইয়াছিলেন ।

কিন্তু এটি অপূর্ণ ধর্মমূলক শূভপুণ্য সঙ্কলিত হইল, কিন্ত ১৮২৩ প্রত্যাবাসিত হইয়া বামাই একরূপ নূতন মত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন । তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক ।

গোড়েশ্বর ধর্মপালের সময় বামাই পণ্ডিতের অভ্যুদয় । বিস্ত্র প্রাচীন খোদিতলিপি ও নানা প্রাচীন গ্রন্থহস্তে একাধিক ধর্মপালের নাম পাওয়া যায় । কোন ধর্মপালের সময় বামাই-পণ্ডিত বিদগ্ধন ছিলেন ? তাহাই এখন বিবেচ্য । বিশেষতঃ তৎকালে গোড়েশ্বর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিকল ছিল, তাহাও সংক্ষেপে আলোচনা কবিতো হইবে । তাহা

হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, রামাই পণ্ডিত কোথা হঠাতে
তাহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়া অভিনব মত প্রচার
করিয়াছিলেন।

১ম ধর্মপাল

পালবাজগণের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে গোপালের পর তৎ-
পুত্র ধর্মপাল নগধেব সিংহাসনে আবোহণ করেন। প্রথমে
পাটলীপুত্র নগবেই তাঁহাব রাজধানী ছিল, 'তৎপরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
অধিকার কবিয়া এখানেও তিনি রাজধানী স্থাপন কবিয়া
ছিলেন। ধর্মপালের অভ্যুদয়ের পূর্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে মহাবাজ
আদিশূব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাব চেষ্টাতেই গোড-
মণ্ডলে কনোড়ীষ বৈদিক-বিপ্রাগমন ঘটে এবং সনাতন বৈদিক
ধর্ম প্রচলিত হয়। আদিশূবের সময় বাল্লকুজই বৈদিকবিপ্র-
গণের লীলাস্থলী বলিয়া গণ্য ছিল। এ সময়ে বৈদিকধর্ম্মাঙ্গবাণী
বাক্পতি ও শ্বভূতি প্রভৃতি মহাকবির প্রতিপালক মহারাজ
কমলাবুধ-যশোবর্ম্মদেব এককুজের সিংহাসনে অবস্থিত।^১ এদিকে
সেই সময়ে নগধে বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্গবাণী বপ্যটের পুত্র গোপালদেব
বৌদ্ধসাধারণের চেষ্টায় আধিপত্যশক্তির প্রয়াসী। আদিশূব ও
গোপালের পূর্ববর্ত্তী নগধপতি আপনাকে গোডপতি বলিয়াও
পরিচিত করিতেন। মহাবাজ যশোবর্ম্মদেব দিগ্বিজয়ে আসিয়া
ঐক্য একজন গোডপতিকে পরাজয় ও বিনাশ করেন।^২

(১) Epigraphia Indica, Vol IV, P 249

(২) সচিত্রপরিষৎপত্রিকা ১১শ বর্ষ ১০৮ পৃষ্ঠা ত্রৈলোক্য।

(৩) বাক্পতির গোডবৎকায়।

যেখানে গৌড়পতি শ্বাশ্বিত ও নিহত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে মহারাজ যশোবর্ষদেব নিজ নামানুসারে 'যশোবর্ষপুর' স্থাপন করেন। এই স্থান এখন ঘোষরাবা নামে খ্যাত, বর্তমান বেহার সৰ্ভুক্তিসমূহের অন্তর্গত।^১

যাহা হউক, পশ্চিমে যশোবর্ষদেব এবং পূর্বে আদিশূর বৈদিক ধর্ম্মানুসারে যথেষ্ট কৃতকার্য হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের অধিষ্ঠানভূমি। গগ্ধে বৈদিকপ্রভাব বিস্তৃত হইতে পাবে নাই। কনোজপতি যশোবর্ষদেব বা গৌড়পতি আদিশূর জয়ন্তদেব মগধে যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানে বৎ বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্ব প্রজাসামান্য বৎ তাহাতে উত্তেজিত হইয়া সকলে সমবেত হইয়া ভল এবং গোপালদেবকে অবিনায়ক করিয়া তাতাবই শিরে বাজয়ুকুট প্রদান করিয়াছিল।^২ এই গোপালদেবের পুত্রই ধর্ম্মপাল। আমরা গৌড়গত বাটীর ও বারেন্দ্র বাঙ্গলগাওর ও গীন কুলগ্রহ হইতে জানিতে পারি যে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের অভিষেকের ও সান্নিধ্যকবিপ্র আনয়নের উদ্যোগ হইয়াছিল। এদিকে কনোজের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া অধ্যাপক ভাণ্ডারকর স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে কনোজ পতি যশোবর্ষদেব প্রাণত্যাগ করেন।^৩ আবার ভজন হরিবংশে বিবৃত হইয়াছে যে, ৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে)

(১) Indian Antiquary, Vol. XXI

(২) বাঙ্গলপু। হইতে সংগৃহীত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন।

(৩) R. G. Bhandarkar's Search for the Sanskrit
, Mess during 1883-84, P. 15

ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রাবুধ উত্তবাপধ (পাঞ্চাল) শাসন করিতে ছিলেন। কানোজের আনুবাজকশেব তালিকা হইতে অবগত হই যে ১ম কমলাধ যশাবধী, তৎপরে তৎপুত্র চক্রাবর্ত আমবাজ এবং তৎপরে তৎপুত্র ইন্দ্রাবুধ বা ইন্দুক ১ রাজা হইয়াছিলেন। প্রভাবকচবিতান্তি জৈনগ্রন্থমতে, ইন্দুক ২ তিশয় পিতৃদেবী ও অধার্মিক ছিলেন। ধর্মপাল ও তৎকালীন বায়ল পালের তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, ধর্মপাল কনুজ পতি ইন্দ্ররাজকে বিনাশ করিয়া তাঁহার পিতা চক্রাবর্তকে কনোজের সিংহাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহাতে পাঞ্চাল ও কানুজবাসী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। প্রবন্ধকাবাদি জৈনগ্রন্থমতে, আমবাজ বা চক্রাবর্ত সাক্ত প্রথমে গোড়পতি ধর্মপালের বড়ই শত্রুতা ছিল। পরে তাঁহার সভায় প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য বল্লভটি গৃহপায়া অবস্থান করিতেন। এমন কি বৈদিকমার্গ প্রবর্তক যশাবধী, বন পুত্র আমবাজ ও শুবপালের নিবট জৈনগ্রন্থ দীর্ঘত ৩৩০ ভাষন। কিন্তু শিষ্যের প্রতি বিবর্তন ছটয়া শুবপাল দ্বন্দ্বের সমাপ্ত চলিয়া আসেন। এ সময়ে কনি বাকুপতি ধর্মপালের সভায় অবস্থান করিতেছিলেন। বাকুপতির সাহায্যে শুবপাল গোঁড়াভ্যাসভায় সসম্মানে বাকুপতিরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। বিক্রমদিন পবে জৈনাচার্য শুবপাল আবার কনোজ-রাজসভায় নির্বাস

(৭) জৈন পরিব্রাজ ৬৬ সর্গ।

(৮) বল্লভটিপুত্রিচরিত ও প্রভাবকচবিতান্তি মূলক জৈনগ্রন্থের হস্তলিপিতে 'ইন্দুক' নাম দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ লিপিকর এখানে 'ইন্দক' স্থানে 'ইন্দুক' লিখিত হইয়াছে।

গেলেন। তাহাতে গোড়পতি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া আমরাজের নিকট শাস্ত্রযুদ্ধের প্রস্তাব পাঠাইলেন। অতঃপর উভয়ে স্ব স্ব বাজ্য পূর্ণ রাখিয়া শাস্ত্রসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্দ্ধনকুঞ্জর নামে এক বৌদ্ধাচার্য্য ধর্মপালের পক্ষ লইলেন। জৈনাচার্য্য শূরপাল আমরাজের পক্ষ হইয়া গোড়সভার আসিলেন। মহাকবি বাক্-পতিব কোশলে শূরপাল অর্থাৎ জৈনধর্মই জয়লাভ কবিল। প্রতিজ্ঞানুসারে গোড়পতি স্বীয় রাজ্য আমরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু শূরপালের পরামর্শে আমরাজ (চক্রাযুগ) ধর্মপালকে গোড়রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। তখন হইতে কনোজ-পতি ও গোড়পতি মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন।

যাহা হউক, উক্ত বিবরণ হইতে পাওয়া বাইতেছে যে কনোজপতি যশোবর্দ্ধদেব বৈদিকমার্গপ্রবর্তক ও তাঁহার সময় কান্তকূজ বৈদিক বিপ্রগণের কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও তৎ-পুত্র আমরাজ চক্রাযুগের সময় তথায় জৈনধর্মই রাজধর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইরাছিল। এদিকে আদিশূর উপাধিধারী গোড়পতি জয়ন্তদেবের যত্নে গোড়মণ্ডলে বৈদিকপ্রতিষ্ঠা হইলেও মগধে তখনও বৌদ্ধধর্মই প্রবল। আবার আদিশূরের তিরোধানের সহিত মগধপতি ধর্মপাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিয়া গোড়ে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারেবই উদ্যোগ করেন। প্রতাপচন্দ্র হুরি রচিত প্রভাবকচরিতে* লিখিত আছে, পূর্বোক্ত জৈনাচার্য্য শূরপাল পাটলীপুত্রে জয়গ্রহণ করেন। ৮০৭ সংবতে (৭৪১ খ্রষ্টাব্দে) তাহার দীক্ষা হয়।^১

* এই গ্রন্থ ১৩৩৫ সংবতে অর্থাৎ ১২৭৮ খ্রষ্টাব্দে রচিত হয়।

^১(২) প্রভাবকচরিত ১১।২৮-২৯।

রাজশেখরের প্রবন্ধকাষ মতে ৮১১ সংবতে (৭১১ খৃষ্টাব্দে) তিনি হরিপদ লাভ করেন।^{১০} তৎপরেই তিনি কনোজ-রাজসভায় আগমন করেন এবং আমরাজ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পুৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে ৬৫৪ শকে বা ৭০২ খৃষ্টাব্দে গোড় বৈদিক ধর্ম প্রচারের আয়োজন চলিয়াছিল, এসময়ে কান্তকুজই বৈদিক ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র বলিয়া প্রথিত ছিল। কিন্তু ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে যশোবর্মদেবের তিবোধানের সহিত সম্ভবতঃ কনোজের বৈদিক-সমাজ পূর্কপ্রভাব হারাটতে থাকেন। প্রায় ৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পৰ অনিবার্জ্য জৈনদীক্ষা-প্রচণের সহিত এখানে জৈনরাই প্রবল হইয়া উঠে। বাহা হটক দেখা যাইতেছে, ৭৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ক হটেতেই কান্তকুজ বৈদিক-লীলাস্থলী বলিয়া পবিগণিত হইলেও প্রায় ৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কিছু পর হইতেই এখানে জৈন-ধর্মই প্রাধান্য লাভ কবিয়াছিল। রাজতরঙ্গিণী হটেতেও আমবা জানিতে পারি যে, কান্দীবপতি কায়স্থবীর জয়াদিত্য প্রায় ৭৫১ হটাত ৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন।^{১১} তিনি প্রায় ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গোড়দেশে আসিয়াছিলেন। এসময়ও পোণ্ডুবর্দ্ধনের সিংহাসন আদিশুব জয়স্বাদব অধিষ্ঠিত। কান্দীব-পতির সতিত গোড়বাজকন্তা কল্যাণদেবীর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং দিগ্বিজয়ী জামাতার সাহায্যে মহারাজ আদিশুব পঞ্চ-গৌড়ের অধীশ্বন হইয়াছিলেন। সুতরাং এ সময়ে দম্পত্যের

(১০) “একাদশাব্দিক তত্র জাতে বর্ষ শতাষ্টকে।

বিক্রমাৎ সৌভম্যং হরিঃ কৃষ্ণচৈত্রাষ্টমীদিনে।”

(১১) S Pandurang's Gaudavaha, intro p. 87 ‘

অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ? রাজতবন্ধিনী হইতেও আমরা জানিতে পারি যে জয়দিত্য মগধ ও কান্তকূজ জয় করেন এবং কল্যাণদেবীকে বিবাহ করিয়া ফিবিবার সময় কনোজের রাজসিংহাসন লইয়া যান ? এসময়েও সম্ভবতঃ মগধ আদিশূরের এবং কনোজ কান্দীাবব অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিল । আদিশূরের ও জয়দিত্যের তিবোধানেব সহিত মগধ ও কান্তকূজপতি স্বাধীনতা অবলম্বন কবেন । এই সময়েই মগধে ধর্মপালের অত্যাচার এবং কনোজে চক্রাযুধ আমবাঙ্গকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎপুত্র ইজ্ঞাসুধেব প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ? প্রায় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ধর্মপাল পাটলীপুত্রে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন । তৎপূর্ব্বই তিনি নিজ বাচবলে ইজ্ঞাসুধকে পরাজয় করিয়া তাঁহাব পিতা চক্রাযুধকে কনোজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তাহার ফলে সমস্ত উত্তরাংশেব সৈন্ত সামন্ত ধর্মপালের অন্তরক্ত হইয়াছিল এবং তাহাবই দাল আদিশূরের বংশধরগণের নিকট হইতে গৌড়রাজশ্রী হরণ করিতে ধর্মপাল সমর্থ হইয়াছিলেন ।

তৎপুত্র দেবপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, ধর্মপাল বাট্টকুটাধিপ পরবলের কন্যা বন্দাদেবীকে পাণিগ্রহণ করেন । দীপকব শ্রীজ্ঞানের ইতিবৃত্তলেখক ভোটদেশীয় পাণ্ডিতের মতে রাজা ধর্মপাল বিক্রমশিলা নামক বিহাব প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে তাঁহাব ব্যয়ে চারি সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ ভিক্ষু ব্যাকবণ, দর্শন ও বলিকর্ম্ম শিক্ষা পাইতেন । ১০৮ জন বৌদ্ধাচার্য্যের ভরণপোষণের জন্যও তিনি বিস্তর ভূমি দান কবিয়াছিলেন । তাঁহার খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও বারেক্স ব্রাহ্মণ-

কুলগ্রহ হইতেও একশ দানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।
 বাহা হউক, ধর্মপালের সাময়িক ইতিহাস আলোচনা
 করিয়া আমরা হির করিয়াছি যে, মহারাজ ধর্মপাল প্রায়
 ৭৮৫ হইতে ৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রবল প্রভাবে রাজত্ব করিয়া
 গিয়াছেন।^{১২}

২য় ধর্মপাল

১ম ধর্মপালের প্রায় দুইশত বর্ষ পরে ২য় ধর্মপালের নাম
 পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত ইহার কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি
 আবিষ্কৃত হয় নাট। তবে ইনিও যে একজন পরাক্রান্ত নৃপতি
 ছিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগেব কুলগ্রহ, বারেন্দ্র চতুর্ভূজরচিত
 হরিচরিতকাব্য এবং দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়-
 গিরিলিপি হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে।
 তিরুমলয়-লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে, (প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে)
 রাজেন্দ্র চোল পূর্বভারত আক্রমণ করেন। এ সময়ে দত্তভূক্তি
 বা বিহারে সম্ভবতঃ গৌড়মণ্ডলে ধর্মপাল, উত্তর বাটে মহীপাল,
 দক্ষিণবাটে রণশূর এবং বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন।
 উক্ত নৃপতিগণ সংগ্রামে বিধিভরী রাজেন্দ্র চোলের নিকট পরা-
 জিত হইয়াছিলেন।^{১৩} চতুর্ভূজের হরিচরিত কাব্যে লিখিত
 আছে,—বরেন্দ্রভূমে করঞ্জ নামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এখানে
 ঐতিহ্যবাহী শূন্যপুরাণকুশল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এই গ্রামে

(১২) বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ ৩১৭ পৃষ্ঠা।

(১৩) Hultzachs, South Indian Inscriptions, Vol. I.

বিপ্রপ্রবব স্বর্ণবেথ জন্মগ্রহণ করেন। বাজা ধর্মপালের নিকট হইতে তিনি উক্ত সমগ্র গ্রামখানি লাভ করিয়াছিলেন।^{১৪}

বাবেজ্জকুলগ্রন্থ মতে, বাবেজ্জকান্তপগোত্রের বীজপুত্র স্বয়ং, তৎপুত্র ব্রহ্ম ওকা, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র শান্তনু মহামুনি, তৎপুত্র জীগনি (জাকন), তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র চিবণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, এই বেদগর্ভের পুত্র স্বর্ণবেথ। স্বয়ং আদিশূবের সম্ভাব (৭৩২ খৃষ্টাব্দের সমকালে) বিজ্ঞমান ছিলেন, স্বর্ণবেথ তাঁহার ১০ম পুত্র অবন্তন হইতেছেন। বাবেজ্জ চোলেব আক্রমণকালে প্রায় ১০১২-১৩ খৃষ্টাব্দে মহীপাল উত্তর-রাঢ়পতি বলিয়া গণ্য হইলেও তাঁহার সাক্ষ্যলিপি হইতে মনে হইবে ১০৮৩ সংবৎ অবধি ১০২৭ খৃষ্টাব্দে কাশী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। এদিক ধর্মপাল যখন বাবেজ্জভূমে শাসন গ্রাম দান করিয়া গিয়াছেন, তখন স্বীকার করিতে চাইবে ১০২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ধর্মপাল বেহাল হইতে বাবেজ্জ বর্তমান বাঙ্গালা

(১৪) "গ্রামোত্তমোহস্তামলমজ্জগৈকপুঞ্জঃ
 লীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যাতনো বরেন্দ্র্যাম্ ।
 যত্র ঋতিশ্রুতিপুবাণপদপ্রবীণাঃ
 সচ্ছাত্রকাবানিগুণা নসন্তি বিপ্রাঃ ॥
 কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পবিপূর্ণকায়ঃ
 শ্রীস্বর্ণবেথ ইতি বিপ্রধরোহবতীণঃ ।
 তং গ্রামমন্ত্রগণনীরগুণং সমগ্রং
 জগ্ৰাহ শাসনবরং নৃপধর্মপালো ॥
 তদধ্বক্ষীরসমুচ্চরো বভূব ঐন্দুরিতি জুহুরেন্দ্রঃ ।"

(ইতিচরিতকাব্য ১৩শ কাণ্ড)

প্রেসিডেন্সীর সমস্ত উত্তর অংশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে তিনি নিহত বা হীনবল হইয়া পড়েন। তৎপরে মহীপাল বলসঙ্কর করিয়া তাঁহার অধিকারও গ্রাস করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই ২য় ধর্মপাল বৌদ্ধপালরাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রমণের সেরূপ সম্মান না করিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরই সম্মান করিতেন, কবজশাসন ও কামরূপে ভূমিদান তাহার প্রমাণ। বোধ হয়, এই কারণেই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসলেখক তিব্বতীয় তারনাথ বহুসংখ্যক পালরাজের নামোল্লেখ করিলেও এই ২য় ধর্মপালের নামোল্লেখ করেন নাই।

এখন কথা হইতেছে, উক্ত দুইজন ধর্মপালের মধ্যে কোন্ ধর্মপালের সময় শূন্যপুরাণবচয়িতা রামাইপণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন ?

১ম ধর্মপালের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি,—তাঁহার অভ্যুদয়ের সময়ে সমস্ত উত্তর ও পূর্বভাষিতে নানা সম্প্রদায়ের উত্থান ও পতন হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে যেখানে বৈদিকধর্মই সাধাবণের উপর আধিপত্য করিতাছিল, অল্পদিন পরে সেখানেই আবাব জৈনধর্মই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যেখানে দুইদিন আগে জৈনধর্মই প্রবল ছিল, দুইদিন পবে সেই খানেই হিন্দুধর্ম সাধাবণের হৃদয় অধিকার করিতেছে। যেখানে দুইদিন পূর্বে যজ্ঞীয় হোমধূমে গগনমণ্ডল পরিবাস্ত, বেদধ্বনি সুধারিত, দুইদিন পরে সেই খানেই বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের উপাস্ত নানা ভীষণ মহাকাণ্ডের মূর্ত্তি প্রকাশিত—বলিকার্মের দৃষ্ট প্রকটিত। এহেন নিরত পরিবর্তনশীল যুগে গৌড়াধিপ ১ম ধর্মপাল শাসন বিস্তার করিত ছিলেন। উত্তরাপথেব অবিপতি চক্রাধু তাঁহার পরম শত্রু।

কেবল মিত্র বলিয়া নহে প্রভাবকচরিতে পাওয়া যায় যে, চক্রাযুধ আমরাজের পুত্র ইন্দুক বা ইন্দ্রাযুধ গোড়মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ইন্দুকের পুত্র ভোজ-দেব পিতৃত্বের অনেক সময়ে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন।^{১২}

এদিকে মুন্সের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনে পাইয়াছি যে, ধর্মপাল রাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-রাজকন্ডার পাণি-গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিতও আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া-ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজবংশও কখন হিন্দু, কখন বা জৈনধর্ম অবলম্বন করিতেন। আত্মীয়তা সূত্রেই সম্ভবতঃ ধর্মপাল কএকজন লাট ব্রাহ্মণ আনাইয়া পৌণ্ড্রবর্ধনে বাস করাইয়াছিলেন, খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্মপালের তাম্রশাসনে ঐ সকল লাট-ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ আছে। যাহা হউক গোড়রাজসভার বহু ধর্ম সম্প্রদায়ের আগমনে ও বহু ধর্মাবলম্বীর সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে ধর্মপাল নিজে গোড়া বৌদ্ধ হইলেও সকল ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সম্ভাব রাখিতে ও বিভিন্ন ধর্মে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ধর্মপালের তাম্রশাসন ও সামরিক শিলালিপি হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, তিনি নিজে একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ও “বুদ্ধ-ভট্টারকমুদিশ্রু” তাম্রশাসন দান করিলেও বৈদিক ও পৌরাণিক-নিগের প্রতি তাঁহার অনাস্থা ছিল না। তিনি কনোজাগত সাময়িক ভট্টনারায়ণপুত্র আদি গাঞি ওঝাকে ধুমসার গ্রাম প্রদান করেন। তাঁহারই ১৬শ রাজ্যাব্দে গয়ার স্প্রসিদ্ধ মহাবোধির নিকট মহাদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখি।

* (: :) প্রভাবকচরিত ১১৭ সর্গ।

এ সময়ে আমবা বৌদ্ধ, জৈন ও শৈবপ্রভাবের যেকোন স্কম্পষ্ট নিদর্শন পাই, তদনুরূপ শাক্ত প্রভাবের নিদর্শন পাই না। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থে, তদ্রচিত নানাস্থানের ধর্মপূজাব পদ্ধতিতে এবং বহুসংখ্যক ধর্মমঙ্গলে শাক্ত-প্রভাবেবই স্কম্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাই। ইত্যাদি কাবণে ১ম ধর্মপালের সময়ে নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের মিলনে গোঁড়ে এক অভিনব যুগের সূত্রপাত হইলেও এ-সময়ে রামাই পণ্ডিতেব অভ্যুদয় হইয়াছিল কিনা, তৎপক্ষে সন্দেহ উপস্থিত হয়।”

রাষ্ট্রীয় প্রধান কুলাচার্য হবিমিশ্রেব কাবিকায় লিখিত আছে যে আদিশূনের বংশীয়গণের হস্ত হইতে গোঁড়রাজ্য স্থলিত হইবার পব (ধর্মপালের পুত্র) দেবপাল গোঁড়রাষ্ট্রে প্রবশ প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি এবভ্রন অতিশয় বৌদ্ধধর্ম্মানুবাগী ছিলেন।” কি বৌদ্ধ কি হিন্দু উভয়

(১৬) পালরাজগণের সমসাময়িক ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বিশেষ ভাবে আলোচনা কবিবার অবসর না পাওয়ায় আমরা বিশ্বকোষে (১৮শ ভাগ ৩০ পৃষ্ঠায়) রামাই পণ্ডিতকে ১ম ধর্ম্মপালের সমকালের লোক বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আলোচনা দ্বাৰা আমাদের পূর্ব্বমত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলাম। ১ম ধর্ম্মপালের সময় গোঁড়ীয় বৌদ্ধসমাজে যে সকল তাস্ত্রিক পূজাপদ্ধতির সূত্রপাত দেখা যায়, রামাই পণ্ডিতের সময় তাহাব অনেকটা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ইহাতেও রামাই পণ্ডিতকে আমরা ১ম ধর্ম্মপালের পরবর্ত্তী সময়ের লোক বলিয়া মনে করিতে পারি।

(১৭) “স্মার্মপালপ্রতিভূত্বঃ পতিরভূদ্ গোঁড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ

রাজাহতুং প্রবলঃ সৈদব শরণঃ স্ত্রীদেবশালন্ততঃ।

প্রজাবাক্যশালবিনয়শুদ্ধাশয় স্ত্রীযুতঃ

ধর্মে চাস্য মতিঃ সৈদব রমতে স খীরবংশোক্তবৈঃ ॥” (হরিমিশ্র)

সমাজেই এই দেবপালের নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ পর্য্যন্ত ১৭১৮ খানি ধর্মমঙ্গলের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকল গ্রন্থেই বমাই পণ্ডিত, ধর্মপাল, ও ধর্মপূজাপ্রবর্তক লাউসনের কথা থাকিলেও যে ধর্মপালের পুত্রের সময় সমস্ত বাটবঙ্গ ও কুমকাপ ধর্মপূজা প্রচারিত হইয়াছিল, যে ধর্মপালের পুত্রের স্থালিকার গর্ভে লাউসানের জন্ম, সেট ধর্মপালপুত্র গৌড়েশ্বর নাম নাট, ^{১৮} ইহাব কারণ কি ? মালিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে লাউসানের মাতৃস্বসৃপতি ধর্মপালের দেহভ্রাত পুত্র বলিয়া অভিহিত। কোন কোন ধর্মমঙ্গলে তিনি সবিংপতিস্বত বলিয়াও আখ্যাত। কবিগণ সানন্দে ধর্মপালের পবিত্র দিতে অগসব হইলেও তাঁহার ক্ষেত্রজ পুত্র ভীক, দী ও শ্রীশাকব আজাদীন গৌড়েশ্বর নামটী প্রকাশ কবিত্তে কেন দে কুটিল। এদিক ১ম ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর দেবপালের নাম দিগন্তনিষ্কৃত, হিমালয়ব পাদদশ হইতে নন্দদাব হট ^{১৯} দ্যস্ত তাঁহার প্রতাপ বিস্তৃত ^{২০} তাঁহার কনিষ্ঠ জয়পালের নামও কেবল পাশরাজগণের শিলালিপি বা তাম্রশাসন বলিয়া নহে, বাটায় ব্রাহ্মণপ্রবর নানাস্থানে ছান্দাগপরিশিষ্টপ্রবাহে বিঘা-
বিত। একপ স্থল ২ম ধর্মপাল বা তৎপুত্র দেবপালের সমস

(১৮) রূপরান ও সাতারামের ধর্মমঙ্গলে লাউসেন ধর্মপালের স্থালীপুত্র বলিয়া অভিহিত।

(১৯) মৃগব হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসন, তাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নাথায় পালের তাম্রশাসন এবং মনহলী হইতে আবিষ্কৃত মরন পালের তাম্রশাসন স্রষ্টব্য।

শূন্যপুরাণ-রচয়িতা বামাইপণ্ডিত অথবা লাউসেনের অভ্যাস স্বীকার করিতে পারি না। তাহা হইলে অবশ্যই দেবপাল বা জয়পালের নাম কোন না কোন ধর্মমঙ্গলে লিপিবদ্ধ দেখিতাম। তিরুমলয়-লিপি হইতে জানা যায় যে—

যে সময় (খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে) বাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয় উপলক্ষে পূর্বভাবতে আগমন করেন, তৎকালে দণ্ড-ভুক্তি বা গোড়ে ধর্মপাল, উত্তরবাচ মহীপাল, দক্ষিণরাঢ়ে বণ-শূর ও বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র আধিপত্য করিতেছিলেন। এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উক্ত নৃপতি-চতুষ্টয়ের মধ্যে মহীপালের নাম বাঙ্গালার সর্বত্র প্রসিদ্ধ, আজও চাঁদাঙ্গপুৰ ও রঙ্গপুৰ অঞ্চলে যোগীজাতির মধ্যে ‘মহীপালের গান’ প্রচলিত। পাঁচ শত বর্ষ পূর্বেও যে গোড়, বাচ ও বঙ্গভূমি মহীপাল, গোপীপাল ও যোগী-পালের গীত সর্বত্র সংকীর্ণিত হইত, আমবা বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত চর্চাতে তাহার প্রমাণ পাই।

বঙ্গপুর জেলার ডিমলা থানার অন্তর্গত ধর্মপুৰ নামক স্থানে এক ধর্মপাল রাজত্ব করিতেন। এখনও লোকে সেই ধর্মপালের পুণ্যবীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখাটয়া থাকে। প্রবাদ বাজা মাণিক-চন্দ্রের জ্ঞানী ও বাণী মদনামতীর ভাগিনী বনমালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বাসন। রূপবামের ধর্মমঙ্গল চাইতে জানা যায়, ধর্মপালের রাজত্বকালে লাউসেনের পিতা সেনভূম ও গোপভূম অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সোমদেবের পুত্র ইছাই-ঘোষ কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্ত-গত করেন, কর্ণসেন প্রাণভয়ে ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এখানে ধর্মপালের উদ্ভোগে রজাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই রজাবতীর গর্ভেই লাউসেনেব জন্ম। রঙ্গপুর অঞ্চলে যোগীজাতি যে মাণিকচান্দ্রের গান করিয়া থাকে, সেই সুপ্রাচীন গাথা হইতে ও স্থানীয় কিংবদন্তী হইতেও অবগত হই যে, উক্ত মাণিকচান্দ্রের মহিবীর নাম ময়নামতী ও পুত্র গোপীচাঁদ (দ্বর্জ-মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র) (চৈতন্যভাগবতের গোপীপাল)। এই গোপীচাঁদকে পিতৃসিংহাসান প্রতিষ্ঠিত করিবাব অভিপ্রায়ে রানী ময়নামতী মন্ত্রিগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ধর্মপালের বিরুদ্ধে বুদ্ধবোধনা করিয়াছিলেন। ত্রিভুজ বা তিত্তানদীতীরে উভয় সৈন্য নৌবহর বৃদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাস্ত হইয়াছিলেন। ময়নামতী স্বামীকে বাচা উদ্ধার করিয়া প্রিয়পুত্র গোপীচাঁদের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এত গোপীচাঁদের অপূর্ণ নৈবাগ্যগাথা দ্বর্জমল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীতে ও মাণিকচান্দ্রের গান প্রবৃত্ত হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলব নাটক হাউসেনেব মাতা বানী রজাবতী যেহেতু বামাই পণ্ডিতের আশ্রমে পুত্র পাইবার আশায় খাল ভর দিয়া অসাধাবণ সাধনাব পবিচয় দিয়াছিলেন, বানী ময়নামতীও সেইরূপ হাড়িসিদ্ধের উপদেশে পুত্রলাভাশায় তপস্চর্যা করিয়া যমাদি দেববৃন্দকে পর্যন্ত বশীকৃত করিয়াছিলেন। রানী ময়নামতীও ত্রায় তাঁহার ভগিনী বনমালাও এবজন সামান্য মহিলা ছিলেন না, উক্ত ডিমলা খানাব অন্তর্গত ধবম্পুবে ধর্মশীলপত্নী বনমালাব তেজস্বিতাব প্রবাদ প্রচলিত আছে। মাণিকগাঙ্গুলিব ধর্মমঙ্গলেও কীর্তিত হইয়াছে যে, লাউসেন প্রথমে কামতা বা কাণ্ডাবব অবিপত্তি কর্পূরনকে কোন মতে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই, অবশেষে ধর্মপালের বাণীর নিকট অজয়-

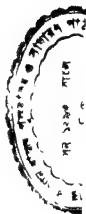
কাটারি পাইয়া তবে কপূর্বধনকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়া-
ছিলেন। বাণী ময়নামতী ও রজাবতী যেমন কাঠার তপশ্চর্যায়
সকলকে বিশ্বযাতিভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বনমালা মাণিক-
গাঙ্গুলীস সাকুলা ও সীতাবাস ও ধনবাসমব সানুলা) অসা-
ধারণ ভক্তিপ্রভাব ধর্ম্মেব উদ্দেশ্যে আয়োৎসর্গ করিয়াছিলেন। ২০

(২০) রজা ধর্ম্মপালেব পত্ন, বাণী সযুগা বা সাকুলা কি কারণে অসুখকাটা বি-
লাত করেন, সে সম্বন্ধে মাণিকগাঙ্গুলীস ধর্ম্মসঙ্গলে একটি উপাখ্যান পাওয়া
যায়। এই উপাখ্যানে ২য় বর্ধ্মপালেব ও বাণী সাকুলার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে
কতকটা পরিচয় আছে, এ কাব্য প্রাবর্ত্তনীয় মান কবিরা এখানে কতকাংশ
উদ্ধৃত হইল—

ধর্ম্ম কন ধবলিত ধর্ম্মপাল বাণা ।
কেশব কর্ণেব তুল্য কব কৃষ্ণপণা ॥
দিবাদিশি ব্রাহ্মণভাষন দামবান ।
ভক্তিভাষ কবে শ্রব ভাবত পূরণ ॥
পুত্র নাই পূর্ধ্বকালে ছিল কিছু পাপ ।
অতুল ঐশ্বর্য বর আনন্দ বিনাশ ॥
প্রভার পালন কবে পুত্রব সমান ,
কৃষ্ণকবা নামবধা কবে সঙ্গ গান ॥
একদিন দুগ্ধবা বহিতে হৈল মন ।
সাকুলার কব ভেকে স্থপ্রিথ বচন ॥
দুগ্ধবা বহিতে যাই কতক্ষণে আসি ।
ধবাস রহিলে তুমি শ্রব গো কপসী ॥
পাপপণা ভবভ্রম ধর্ম্মাধর্ম্ম লাগি ।
অর্ধমঙ্গ জায়া চয় অর্ধেকব ভাগী ॥
আজি কব কৃষ্ণসেবা আমার বদলে ।
সুদুভাবে পূরণ শুনিবে সন্ধ্যাকালে ॥

ময়নামতী যেমন ধর্মের খান দিয়াছিলেন ও তৎপুত্র গোপীচাঁদ

গরিব কান্দাল মেখে দিবে কিছু ধন ।
 করাইবে এক লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন ॥
 এতক কহিয়া রাজা সুগয়ায় গেল ।
 সৈন্য সনে গর্জনে গহন প্রবেশিল ॥
 তথা গায় নৃপতি ভাষ্যার বশ ভণ ।
 এথা সফুরার অতি কৃপা নিদারণ ॥
 লজ্জিল নাথের স্বাক্য না করিলা কিছু ।
 এই অপরাধে কষ্ট ভুঞ্জিবেক পাছু ।
 আপনি করিবা স্নান ভোজন সকালে ।
 দাসী সম্মে পালকে বসিয়া পাশা খেলে ॥
 পাশায় মজিল মন চত হল জ্ঞান ।
 না কবে কৃষ্ণের সেবা না শুনে পুরাণ ॥
 হেনকালে রাজা এল সুগয়া করিয়ে ।
 নত হয়ে সফুরা নিকটে এল বেয়ে ॥
 তিজ্ঞাসা করেন রাজা বসাইয়া কাছে ।
 কি দান দিবাছ দিলে কান্দালে কি ধন ॥
 কোন অধ্যা ভারতের করেছ শ্রবণ ॥
 শুনে স্বাক্য সাফুরার স্থখাল বরান ।
 পড়িল চরণে কঁদে উড়িল পরাণ ॥
 বাজা কয় তোর পায় কে আছে চণ্ডালী ।
 না ক'রে কৃকসেবা অন্ন মল খেলি ॥
 নকরে কহেন রাজা শুন বলিবে ।
 সফুরা চক্ষুঃস্রাবালী বনবাস দে ॥
 শুনে শোকে সর্বলোক করে হার হার ।
 সফুরা রাজার বর্ষি বনবাস যায় ॥...



বেদন ধর্মের ভক্ত ছিলেন, রাজাবতী ও তৎপুত্র লাউসেনকেও
সেইরূপ ধর্মভক্ত দেখি।

ধর্ম কন স্তন বাহা পশনকুমার ।...
কাননে আবার সেবা করে এক মনে ।
কঠোর করিল কত ক্ষীণ হল কায়া ।
হরা ক'রে দিলাম বক্ষিণ পদহারা ।
চব্যচোবা লেহু শেষ ভক্ষ্য বহুতর ।
বিলক্ষণ বিপিনে হৈল বাড়ী ঘর ।
গৌতম সুনির কল্পা তার সনে সই ।
রাজা গেল যুগবার কতদিন বৈ ।
সৈন্ত সনে গরজনে গহনে প্রবেশিল ।
শরত অষ্টপদ পশু সম্মুখে দেখিল ।
পুষ্পপথে শরত উট্টিল ভঞ্জে ।
মা পান দেখিতে রাজা অরুণ কিরণে ।
কুবার্ত কুকার্ত হয়ে চারি পানে চার ।
বনবাসে বীভবাস দেখিবারে পায় ।
অরণ্যে ইষর সখা পেয়ে আশ্রয়িত ।
সাকুলার সনন সমীপে উপনীত ।
হাসিতে আসন দিয়া বলে সুপ্রভাত ।
একদিনে অভাগীকে মনে হল নাথ ।
নৃপ কর কুখার নির্ঝল হল আশি ।
অর সেও রতন করিয়া রাজানুধী ।
আনিবাক্যে সজ্জা সইয়ের ঘরে গেল ।
ঘিরলে বসিয়া কথা বিশেষ কহিল ।
বিনয়া বলেন স্তন বচন হরস ।
আছে এক ঔষধ স্বামীকে কর যথ ।...

পূর্বেই বলিয়াছি যে ধর্মপাল এক সময়ে বেহার হইতে

ভোজন করিয়া রাজা সেরে আচমন ।
 সফুরাকে না কহিয়া স্নেহেতে গমন ।...
 সফুরার মনে হেথা স্নেহে জ্বলিল ।
 সেই অন্ন সরিৎ সলিলে কেলে দিল ।
 ভাসিয়া ভুবন ভঙ্গে নিশীথিনী কালে ।
 পড়িল শুধন দিয়া সমুদ্রের জলে ।
 উবধ ধরিল জ্ঞান জ্ঞান হৈল হত ।
 বিয়োগে সফুরা হল ঝাউলের মত ।
 যোগবলে জানিল যতক বিশ্বরণ ।
 ধর্মপালের মূর্তি সেই ধরিল তখন ।
 স্বামী ভেবে সফুরা দিলেন আলিঙ্গন ।...
 স্বামীর যতক ভেদ সীমন্তিনী জানে ।
 স্নেহে বড়ই হল সফুরার মনে ।
 সাগরের করে ধরে করে মহানোর ।
 কে তুমি কহিবে সত্য কান্ত নর মোর ।
 কুলটা কামিনী নই হই পতিব্রতা ।
 সাগরের ভয় হল কর সত্যকথা ।...
 মর্যাদাসে তব পুত্র হবে মনোহর ।
 বাছিয়া ধুইবে নাম রায় গৌড়েশ্বর ।
 চিহ্ন লহ জপমালা অজয় কাটাগি ।
 অসিদ্ধ হইবেক সিদ্ধ রসাতল তরি ।
 * * * * *
 গৌড়েশ্বরের জন্ম হল এইরূপে ।
 ধর্মপাল রাজা মদ্য জবাকক মেশ ।
 গাজমিহ্ন প্রজালোক গায় দড় কেশ ।

রত্নপুং দিনাজপুর পর্য্যন্ত শাসন কবিতেন। বৈষ্ণবের তাম্রশাসন

পাটহস্তী রাজার আছিল পুংস্বর।

পুংস্বাযোগ পেয়ে হস্তী প্রবেশিল যন ॥

সাকুলার সন্ধান সমীপে দবশন।

গজপৃষ্ঠে গোভেষণ গটুড গমন ॥

আনন্দের সীমা নাই অন্তর্যমিন পরে।

উপনীত হল সবে গটুড নগরে ॥”

(সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত মাদিকগাঙ্গুলি

ধর্মমঙ্গল ১২৪-১২৫ পৃঃ)

উদ্ধৃত অতীত কাহিনী হাতে বলা যাউতে পারে রাজা ধর্মপাল বৃন্দভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর ঐ ধর্মে কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। সম্ভবতঃ তিনি পতিকে উপেক্ষা করিয়া বৌদ্ধধর্মেই সেবা করিতেন বলিয়াই তাঁহার অদৃষ্টে নির্দ্যাসন ঘটয়াছিল। ২য় ধর্মপাল ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, কবি চতুর্ভূজের হরিচরিতকাব্যে তাইতে প্রমাণ পাওয়াইছে। তাঁহার বৈষ্ণবের প্রতি তক্তি ও অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি বারেন্দ্রব্রাহ্মণপ্রবর সপবেশকে বরঙ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সপবেশ ও তাহার বংশধরগণ বিস্মৃতভক্ত ছিলেন, তাহা বর্ণ্যেদের বংশবৎ চতুর্ভূজের হরিচরিতকাব্যে একটুকু। মাদিক-গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল তাইতে জানিতেছি যে, রাজা (২য়) ধর্মপাল প্রভাঃ ভাবতপুরাণ শ্রুতিভেদে ও তাঁহার পুরমহিলাগণের প্রতিও ভাবতপুরাণ শ্রুতিবাব আশ্রয় ছিল। পূর্বোক্ত লিখিত্যাহি, ধর্মপালের ঐকগ ব্রাহ্মণভক্তি ধারার ও বৌদ্ধধর্মে সেকগ আস্থা না থাকায় বৌদ্ধ-ঐতিহাসিকগণ এই ২য় ধর্মপালের নামটা পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণবিহার মধ্যে যে প্রথা চালাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ বৌদ্ধপালরাজ-পরিবার মধ্যেও প্রচলিত ছিল। দিনাজপুরকেন্দ্রীয় মনহলী-গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, মদনপাল নিজে পোড়া বৌদ্ধ হইলেও তাঁহার গৃহে নির্যত মহাভাবত পাঠ হইত। মদনপালের প্রধানাধিযী চিত্রমতিব।সেবী

হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে পালরাজের শাসন আঙ্গুল্যোতিষ বা কামরূপ পর্যন্ত অবিস্তৃত হইরাছিল। ব্রহ্মপুত্রের তীরে ধর্ম-

প্রভাহ মহাকারক শুনিডেন। ভারতপার্শ্বের দক্ষিণাঞ্চল পাল রাজা মননপাল যটেশ্বর শর্ম্মাকে তাম্রশাসনদ্বারা বিস্তর ভূসম্পত্তি ধান করিয়াছিলেন।

(সাহিত্য-পুস্তক-পত্রিকা ৪ম ভাগ ১৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

২য় ধর্মপাল বেশভাষাভরণ হইলেও এ সময়ে গৌড়বঙ্গের সর্বত্রই তাত্ত্বিক-বৌদ্ধপ্রভাব। রানী সাকুলান্ত ধর্ম্মে (বৌদ্ধধর্ম্মে) অনুরক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রজাসাধারণের মধ্যে তৎপুত্র গৌড়েশ্বর হইরাছিলেন, কিন্তু তাঁহার অল্পকাল রাজ্যেই তাঁহার নামটী পালরাজাদের তালিকায় সম্ভবতঃ গৃহীত হয় নাই। ‘অল্পকাল’ বলিবার কারণ এই যে, দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলে কোন না কোন স্থল হইতে তাঁহারও প্রকৃত নামটী উদ্ধার করিবার উপায় থাকিত। তাঁহার মাতা ধর্ম্মভক্ত এবং তাঁহার মাতা অপ্রাকৃত ঘটনামূলক ছিল বলিয়া তাঁহারই সময়ে ধর্ম্মপুত্রপ্রচার ও লাউসেনের কথা রটনা করা হই-
রাছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ২য় ধর্ম্মপাল ও তৎপুত্রী সাকুলার সময়ই লাউসেনের অভ্যুদয়। ধর্ম্মমঙ্গলকামিণী গৌড়েশ্বরমতী সাহসিকাকে ধর্ম্মের শত্রু বলিয়াই আখ্যাত করিয়াছেন, অথচ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মভক্ত ছিলেন কি না, এ কথা প্রচার করিতে সাহসী হন নাই।

লাউসেন গৌড়মন্ত্রীর কোশলে পদে পদে বেকরণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মের প্রতি গৌড়েশ্বরের কখন অনুরাগ ছিল বলিয়া মনে হইবে না। ২য় ধর্ম্মপালের পত্নীর নাম সুপ্রতি বাণিকগাজুলির পুত্রকে ‘সাকুলা’ বা ‘সমুলা’ এবং হস্তলিখিত পুথিতে ‘সামুলা’ পাইরাছি। রূপরাম, ঘনরাম ও সীতারামের ধর্ম্মমঙ্গলের পুথিতে লাউসেনের মাসীর নাম ‘সাকুলা’ ও ‘সামুলা’ উভয় পাঠ দেখিয়াছি। সুপ্রতি ঘনরামে সর্বত্রই ‘সামুলা’ নাম আছে। ত্রিপিঙ্করপ্রমানে যে ‘সামুলা’ বা ‘সাকুলা’ এইরূপ পাঠান্তর ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপস্থলে আমরা ২য় ধর্ম্মপালকে লাউসেনের ‘মোসো’ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সাকুলা বা সামুলার ভাল নাম ঘনমালা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

পাল কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, তাহা তাহার মহিবীর কথা হইতেই বুঝা যায়। ব্রহ্মপুত্রলক্ষ মহিবীর সেই অশ্রুশক্তিপ্রভাবে কাঙুর বা কামরূপপতি পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন, তাহাও ধর্মমঙ্গলে প্রকাশ। একরূপ স্থলে ডিমলা থানার ধর্মপাল ও রাজেন্দ্র-চোলেব শিলালিপি-বর্ণিত ধর্মপালকে ২৩ অভিন্ন ব্যক্তি বালবাই মনে হইতেছে। সুতরাং উত্তরগাট যে সময়ে ১ম নটীপালেব অভ্যাস, তাহারই অব্যবহিত পূর্বে রাজা ২য় ধর্মপাল, বামাইপণ্ডিত, মাণিকচান্দ, গোবীচান্দ বা গোবিন্দচন্দ্র ও লাউ-সেনেব অভ্যাস ঘটয়াছিল। তৎকালে সমস্ত গোড়বঙ্গে শাস্ত্র তাহ্মিকগণেব প্রভাবের সঙ্গে অসাধারণ নৈবশক্তিসম্পন্ন হাড়িপা, চান্দিপা, সেতাই, নীলাই, রামাই প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যগণের আবির্ভাব। তাহাবই ফলে গোড়বঙ্গেব রাজত্ববনে সর্কত্রট বরগোব ও অপূর্ব স্বার্থত্যাগেব পরিচয় স্পষ্টপ্রকাশিত। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্য এই তিনেব নামে ধর্ম পুস্তকরূপ পবিগ্রহ করিয়া বুদ্ধদেবেব দক্ষিণপার্শ্বে এবং নন্দ দ্বিত্ত রমণীমূর্তিতে পবিগত হইয়া বুদ্ধের বামপার্শ্বে অধিষ্ঠিত চট্টা পূজা পাইতে লাগিলেন। গ্রন্থেব এইরূপ পবিবর্তনচিত্র

ধনবানের ঐ ধর্মমঙ্গলে লিখিত আছে—ইনি ধর্মের সেবা দুইটা স্থান তেরন করব। জীবন মিসর্জন করেন।

“সামুদ্র সন্মত মোং বেতে দুই স্থান।” (ঐ ধর্মমঙ্গল—পন্ডিমোদরপালা)

২৩) আসাম বুগড়াতে ধর্মপাল নামে এক রাজাব নাম পাওয়া যায়। ইনি গৌহাটীর নিকটস্থ শোয়ালকুন্ড্রামে অনেক ব্রাহ্মণকে নিজের ভূমিদান করিয়াছিলেন, শুনা যায়। ইহাকে এবং ২৪ ধর্মপালকে আমরা অতিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া মান করিত পাৰি।

গয়ায় মহাবোধি হইতে আবিষ্কৃত তখনকার ভাস্করশিল্প হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । ২৪

এ সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে মহাকালের পূজাও বিশেষ প্রচলিত ছিল । এ সময়কার শাক্ততান্ত্রিকগণেব মহাকালমূর্তি মগধ ও বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । ২৫

১ম ধর্মপালের সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধগণেব পুনবভ্যুদয়েব সূত্রপাত হইলেও ২য় ধর্মপালের সময়ই প্রকৃত প্রস্তাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারা মহাবান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন । শৃঙ্গবাদই মহাবান সম্প্রদায়েব মূলমন্ত্র এবং নানা দেবদেবীর উপাসনা এই সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিকধর্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল ।

আমরা শৃঙ্গপূবাণ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, মহাবান-দিগেব শৃঙ্গবাদই শৃঙ্গপূবাণেব লক্ষ্য । বামাইপণ্ডিত লিখিয়াছেন —

“নহি ছিষ্ট ছিল আব নহি স্তর নর ।

বস্ত্রা বিষ্ট ন ছিল ন ছিল আঁবব ॥ ৭

সবগ মরত নহি ছিল সতি ধুদ্ধকার ॥২

দসদিকপাল নহি মেঘ তাবাগণ ।

আউ মিত্র নহি ছিল জমব তাদন ॥১০

স্মরত ভরমন পরভুর স্মরে করি ভব ॥১৩ ইত্যাদি ।

বামাই পণ্ডিতের এই উক্তি কোন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রমূলক

(২৪) Cunningham's Mahabodhi. p. 55 Plate^o XXVI

(২৫) Cunningham's Mahabodhi, p. 55.

সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা ১০১৪ সালের ১ম সংখ্যায় উদ্ধরণপূরেব যে ভৈরব-
মূর্তিসম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই তান্ত্রিক বৌদ্ধবুদেব মহাকালমূর্তি ।

নহে, উহা মহাবান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শূভবাদমূলক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ২য় ধর্মপালের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দের শেষভাগে যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল দেবদেবীর মূর্তি গৌড়, মগধ ও উৎকল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, শূভপুরাণেও আমরা ঐ সকল দেবদেবীর এসদ দেখিতে পাই। সাধনমালা, সাধনসমুচ্চয়, সাধনকল্পতা প্রভৃতি সাধনসম্বন্ধীয় বৌদ্ধতন্ত্রেও বিভিন্ন দেবদেবীর সাধনার আরম্ভে শূভ ভাবনা করিবার বিশান আছে২৬। রামাইপণ্ডিতের গ্রন্থেও এই প্রশালী দেখিতে পাই :—

“হুয়ে পূজএ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি।” (৩০ পৃঃ)

পালরাজগণের সময় মহাদেব, লোকেশ্বর ও মহাকালের উপাসনা তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল, এই দুই দেবতাই শূভপুরাণে বিশেষ স্থান পাইয়াছে। শূভপুরাণে মহাকাল ধর্ম্মানরজনের দ্বারপালরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন—

“পরভুর মালকএ জাগন্তি নন্দি মহাকাল।” (২৮পৃঃ)

এদিকে পালরাজগণের সমসাময়িক যে সকল তান্ত্রিক বৌদ্ধকীর্তি বাহির হইয়াছে, তাহাতেও তীর্থ মহাকালমূর্তি দ্বাবপালরূপেই প্রতিষ্ঠিত।২৭

এ সময়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব। তাই রামাইপণ্ডিতও লিখিয়াছেন—“সিংহলে ত্রীধর্ম্মরাজ বহুত সন্মান।”

(২৬) A. Foucher's L'Iconographie Bouddhique de L'Inde, (2^e part) p. 53,

(২৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৪শ ভাগ ১ম সংখ্যার উদ্ব্যাপনপুস্তকের মূর্তি অঙ্কন।

আমাদের বিশ্বাস এ সময়ে সিংহলের সহিত বাঙ্গালার বিশেষ সংস্রব ছিল। তাহারই ফলে বাঙ্গালীব্রাহ্মণ বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী সিংহলে গিয়া বুদ্ধশতকের বচয়িতা হইয়াছেন। এ সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে নানা ক্রিয়াকাণ্ডের সাধনা প্রচলিত হইলেও তাহাব মূল লক্ষ্য কেহ বিস্মৃত হয় নাই। বামাইপণ্ডিত “ধর্মবাজ বজ্রনিম্না কবে” এইরূপ ঘোষণা করিয়া, সেই আদি বুদ্ধপ্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়াছেন।

বাস্তবিক পালবাজগণেব অভ্যুদয়কালে গোড়বাজসভায় নানা সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণেব সমাগমে নিবতই নানাপ্রকাব তর্কসংগ্রাম চলিতছিল, বিবিধ তর্কেব ফল শেষ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে ‘বজ্রনিম্নান’ (ব্রহ্মনির্বাণ) নামেই শ্রেষ্ঠ জীবন উচ্চতম এ চরম লক্ষ্য। তাই শূন্যপূরণেও প্রচ্ছন্নভাবে সেট ‘বজ্রজ্ঞান’ বা ব্রহ্মজ্ঞানব তত্ত্বই বিবৃত দেখা যায়। তাই রামাইপণ্ডিত বহুদূরেই ‘বজ্রজ্ঞানে’ব কথাই কীন্তন করিয়া শিখাচ্ছেন।

রামাই পণ্ডিতের আশ্রম

রামাই পণ্ডিত কোন্ সময়ে বিজ্ঞমান ছিলেন, তাহাব সময় গোড়বাজেব ধর্মঐতিহাসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, উপর্য উপর্য তাহাব বর্ণনা সমালোচনা করিয়াছি। এখানে রামাইপণ্ডিতের নিবাস বা আশ্রম বাহিব করিত হইবে। যেখানে রামাই বজ্রাবর্তী লাউসনকে লাভ করিবাব আশায় শালে ভব নিত্য কঠোর তপশ্চর্য্যায় জীবন উৎসর্গ করিতে গিয়াছেন, গোড়বাজমহিষী সামুলাব মুখে ধর্মমঙ্গলকবিগণ যে স্থানেব মাহাত্ম্য

কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, ধৰ্ম্মভক্ত ও ধৰ্ম্মপূজকদিগের নিকট যে স্থান
‘ঔগুণ্ডবাগনসী’ বলিয়া পৰিচিত ছিল, ২৮ সেই প্রাচীন পবিত্র
টাপাই স্থানটী কোথায় ? তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব
বাক্সালাব কোন্ স্থান হইতে ধৰ্ম্মপূজা প্রথম প্রকৰ্ত্তিত
হইয়াছিল। কবিবন্ধ ঘনবাম লিখিয়াছেন—

“বহিছে কালিন্দীগঙ্গা, প্রবল তবঙ্গভঙ্গা,
বহিপূব বাথে বাজবাটী।

ধন্যজয় বলি ডাক, বম্যপূব যাম্যে থাকে,
কাম্যদাহ বহ জল ভাটী ॥

ব্রহ্মদহ রাখি দূবে, ঝুমঝুমি ভাবিকবাবে,
বেয়ে পাইল টাপায়েব ঘাট।

নাবদ কপিল তপে, কতকাল ডিল জপে,
মহামুনি ছৰ্কাসাব পাট ॥”

ঘনবাম নবনা চটাত নাগী বজ্রাবতাব বামাই পণ্ডিতেঃ

(২৮) “ইহাবে টাপাই গাঁ, এই মহাপুণ্যস্থানী
সাপলা বলিহ ইতিহাস।

মহিমা দেখিবে তলে, অপবক এই স্থলে
পূজ ধর্ম পূর্ণ অভিলাষ ॥৫

এই ঔগুণ্ডবাগনসা, স্থবঙ্গ সলিল আনি,
ভাণ্ডাবনী উপনীত ইথে।

মুখবাক্ষ মহানতি, ভায়া য়ার টাপাবতী
টাপাই খেয়াতি বাচা কতে ॥৬

সেই নাগী মহা বড়ে, বাটী বাজাইল রড়ে,
সেই দিল দেহরা চহরে।”

(ঘনরামের ঐধর্মমঙ্গল—শালেশব পালা)

আশ্রমে যাত্রাকালে এবং তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে ঐ কপেই চাঁপায়ের অবস্থান নির্দেশ কবিয়াছেন। উক্ত প্রমাণ হইতে চারিকেশ্বর নদীর তীরে চাঁপাই পণ্ডিতের আশ্রম হইতেছে।

প্রবন্ধারম্ভে আমরা যে ময়নাপুরের উল্লেখ কবিয়াছি, এই ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধি রায় নামে এক ধর্মঠাকুর বিদ্যমান। গোড়বঙ্গে যত ধর্মঠাকুর আছে, সর্কাপেক্ষা যাত্রাসিদ্ধি রায়ের সম্মান অধিক। আত্মক্ষণচণ্ডাল সকলেই প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবিয়া উক্ত ধর্মঠাকুরের পূজা দিয়া থাকেন। এই ধর্মঠাকুরের পুৰোহিতবংশ ডোমপণ্ডিত। আজও তাঁহারা রামাইপণ্ডিতের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই ঘরে রামাইপণ্ডিতের পূর্বপরিচয় এবং যাত্রাসিদ্ধির্বায়েব পদ্ধতি বা রামাইপণ্ডিতের শ্রুতপুৰাণ পাওয়া গিয়াছে। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, রামাইপণ্ডিতের বংশের উক্ত ধর্মপণ্ডিতগণের নিবাসভূমি ময়নাপুর বাবুডাঙ্গলার অন্তর্গত এবং বিষ্ণুপুর-বাজধানী হটাত পূর্বদিক ১২।১৩ মাইল দূরত্বী। উহা ৮৭° ৩৩' পূর্বদ্রাঘিমাংশ এবং ২৩° ১' উত্তর অক্ষাংশ অবস্থিত। উক্ত ময়নাপুরের ৩০ ক্রোশ উত্তরে চারিকেশ্বরনদীর তীরে (অক্ষা° ২৩° ৬' ৩০'' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩১' পূঃ মধ্যে) 'চাঁপাতলার ঘাট' বিদ্যমান। ধর্মঠাকুরের ভক্তগণের নিকট এই স্থান আজও অতি পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য। যাত্রাসিদ্ধি-রায়ের গাজনের সময় আজও সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে হ্রান করিতে আসিয়া থাকে। স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, পূর্বকালে বর্তমান জেলার অন্তর্গত চম্পাইনগার এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তিনি প্রতি পক্ষোপলক্ষে এই ঘাটে সঙ্গীক আসিয়া

জানদান করিতেন। তিনি যেখানে দান করিতেন, সেইখানে পূর্বে অতি স্নানর পাথরে বাঁধা ঘাট ছিল, নদীর স্রোতে সে সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়াছে। পবে এই চাঁপাতলাব ঘাট হইতে নদীও একটু সবিয়া গিয়াছে। উক্ত চাঁপাতলাই ধর্মমঙ্গল-বর্ণিত চাঁপাইর ঘাট। সুদূর অতীতের স্মৃতি সাধাবাগব জনয় হইতে বিলুপ্ত হইলেও ঐ স্থানের নিকট যে রামাইপণ্ডিতের ধর্ম্ম-শ্রম ছিল, তাহা আমবা অনাবাসেই স্বীকাব কবিতে পাবি। স্বচ্ছসলিল ষ্মারিকেখবের তীরস্থ এই সুপ্রাচীন স্থান হইতেই বাদ্যলাব অন্ততম আদিম ঐহ শূত্রপুবাণ বা ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রচাবিত হইয়াছিল। এজন্য কেবল ধর্ম্মসম্প্রদাবের বলিয়া নহে, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের নিকটও সুপ্রাচীন 'চাঁপায়েন ঘাট' পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

পশ্চিমোদয়পালাগ্রসঙ্গে সীতাবাম, মাণিকবাম ও ঘনরাম প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গলকবিগণ লিখিয়াছেন যে, হাবন্দে লাউসেন যখন সূর্য্যদেবাক পশ্চিমে উদয় কবাইতে না পাবিয়া ধর্ম্মব উদ্দেশে নিজ দেহ নবখণ্ড করিয়া প্রাণ বিসর্জন কবিয়াছিলেন, সেই সময়ে রামাইপণ্ডিত হাকন্দ নামক স্থানেই যোগবলে দেহত্যাগ কবেন।^{২০} পূর্কাক্ত চাঁপাতলা ও ময়নাপুবেব মধ্যে সেই প্রাচীন হাবন্দ গ্রাম বিস্তমান। এখানে বহু প্রাচীন শাক্ত-কীর্ত্তিব ভগ্নাবশেষ আজও বিস্তমান। এই প্রাচীন স্থান দর্শন আমাদেব স্তভাগ্যে ঘটে নাই। এখানে অন্তসন্ধান কবিলে রামাইপণ্ডিতের সমাধি এবং বহু পূবাকীর্ত্তি উদ্ধার হইত পারে।

(২০) "রমাই পণ্ডিত তমুত্যাগ কৈল যোগে।

সবৎস কপিলা মৌল সেনের বিরোগে ॥" (ঘনরাম)

পূর্বোক্ত মরনাপুরে আর ছইটী প্রবাদ শুনা যায়। কেহ বলেন, ধর্মসেবার কালে মরনাগড়ের রাণী রজাবতী ও তাঁহার লোকজন এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের “মরনাপুর” নাম হয়। আবার কাহারও মুখে শুনি, মরনামতী নামে এক রাণী এখানে কিছু দিন ছিলেন, তাহারই নামে এখানে পুরপত্তন হইয়াছিল।

এম্বিচার

কবিরাজ ঘনরাম তাঁহার শ্রীধর্মসঙ্গলের পালা আরম্ভে লিখিয়াছেন—

“সবে বল হরি হরি, সঙ্গীত আরম্ভ করি,

এবং পাতকী ভয়ে যায়।

হাকন্দপুরাণমতে, ময়ূরভট্টের গণে,

জানগম্য শ্রীধর্মসত্য।”

ঘনরামের উক্ত বচন হইতে অনেকে অনুমান করেন যে হাকন্দপুরাণই ধর্মমাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় আদিগ্রন্থ এবং ময়ূরভট্টই তাহার রচয়িতা। কারণ ঘনরাম এরূপও লিখিয়াছেন— “ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত-আম্বকবি।” আবার কাহারও মতে ‘হাকন্দ’ শব্দ সপ্তধণ্ডের অপভ্রংশ। মুহম্মদ বীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “ধর্মসঙ্গলকাব্য যে পুঁথিকে বেদ বলিয়া মাত্র করিয়াছেন, সেই পুঁথির নাম ‘হাকণ্ডপুরাণ’। ইহা কোন হিন্দুপুরাণ বলিয়া মনে হয় না।...এই লুপ্ত বৌদ্ধ-পুবাণটির উদ্ধার হইলে ধর্মসঙ্গল সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক-রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।”

সম্প্রতি চট্টগ্রাম হইতে ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ খানিই কি সেই আদিগ্রন্থ হাকন্দপুরাণ? তাহাত বোধ হইল না। ময়ূরভট্টও যে তৎপূর্ববর্তী হাকন্দপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। একপস্থলে ময়ূরভট্টকে কি করিয়া হাকন্দ-পুরাণ-রচয়িতা বলা যায়? আর ঘনরাম তাঁহাকেই বা “সঙ্গীতের আত্মকবি” বলিলেন কেন?

আমরা রামাইপণ্ডিতের পবিচয়প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে ‘হাকন্দ’ নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। পূর্বেই লিখিয়াছি, যেখানে রাণী বজ্রাবতী শালে ভর দিয়াছিলেন, সেই চাপাই নামক স্থানের নিকটই হাকন্দ গ্রাম। অধিক সম্ভব, এই হাকন্দ গ্রামই রামাইপণ্ডিতের যোগস্থান বা বাসস্থান ছিল, এই হাকন্দেই তাঁহার শূন্তপুরাণ রচিত হয়। এ কাব্য শূন্ত-পুবাণের যেমন অপর নাম ‘আগমপুরাণ’, তেমনি প্রচারের আদি-স্তান-নামান্তরূপে ‘হাকন্দপুরাণ’ নাম হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, শূন্তমূর্ত্তি নিরঞ্জনব মহাশয়-ঘোষণাই আদি হাকন্দপুরাণেব উদ্দেশ্য। ঘনরাম বা সীতারাম তাঁহার সঙ্গীতের আবস্তে যে স্থাপনপালা বা সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হাকন্দ-পুরাণ হইতে গৃহীত। আমাদের আলোচ্য শূন্তপুরাণে প্রথমেই শূন্তবাদের সঙ্গে সেই সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। শূন্তপুরাণের প্রথমেই যেরূপ বিবৃতভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, অপর কোন ধর্মমঙ্গলে এরূপ পাওয়া যায় না। সকল ধর্মমঙ্গলকারই যে এই শূন্তপুরাণ বা হাকন্দপুরাণ অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে স্থাপনাপালার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা শূন্তপুরাণের ৬৭

বিভিন্ন ধর্মমঙ্গলের ভাষা, তাব ও বিষয়ের ভুলনার সমালোচনা করিলে সহজেই জানিতে পারা যায়। এখন কথা হইতেছে, যদি আমাদের আলোচ্য শূভপুরাণকেই হাকন্দপুরাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কবি ঘনরাম মঘুবতট্টকে “সঙ্গীত-আন্ত-কবি” বলিলেন কেন ? ধর্মমঙ্গলসমূহের প্রধান লক্ষ্য লাউসেনের চরিত্রবোধনা করা। সম্ভবতঃ মঘুবতট্টই সর্ব-প্রথমে লাউসেনের পালা রচনা করিয়া গান করিয়াছিলেন, একাধিক তাঁহাকেই সঙ্গীতের আন্ত-কবি বলা হইয়াছে। কিন্তু হাকন্দপুরাণ বা শূভপুরাণ সঙ্গীত গ্রন্থ বলিয়া প্রথমে গণ্য ছিল না, বরং ধর্মপূজার পদ্ধতি গ্রন্থ বলিয়াই গণ্য ছিল, তবে পরবর্তীকালে এই পুরাণমধ্যে অপব কোন কোন বিষয় সংযোজিত করিয়া সঙ্গীতের উপযোগী কবিস্বাক্ষর চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের আলোচ্য এই শূভপুরাণমধ্যে দুই একস্থলে বাগরাগিনী দেখিলেই তাহা মনে হইবে। কিন্তু ধর্ম-সম্প্রদায়েব মধ্যে এখানি তাঁহাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইলেও কখনও সঙ্গীত গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয় নাই। বরং ঘনরাম প্রভৃতি ধর্মকবিগণ এই শূভপুরাণকে “পণ্ডিতপদ্ধতি” বলিয়াই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যেখানেই ধর্মের পূজা, সেখানেই এই পদ্ধতির কথা। যথা—

“পণ্ডিতপদ্ধতি কাছে, আগাল গামার গাংছে
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।
বৃক্ষের বরণ করি, লংবাত সহিত ধরি
বাঞ্চিল সবায় করে হুতা ॥

কামারে গামার কাটি, . ঘরে আলি পরিপাটি
গাঁথিছে সন্ন্যাসকাটি তার ।

জয় জয় নিরঞ্জন, ডাকে যত তত্তগণ
মহোৎসবে গাঁজনে গৌয়ার ॥

অপর দাদুঘাটা, পুজিরা সন্ন্যাসীকাটা,
ঘটা করি টাপাএর ঘাটে ।” ইত্যাদি

এতদ্বিধ—

“পুণি হাতে পূজাবিধি পণ্ডিত প্রকাশে”

“তবে রজাবতী বলে করি নিবেদন ।

পণ্ডিত গোসাই গ্রন্থে কহিল যেমন ॥” (ঘনরাম)

যাহা হউক, রামাইপণ্ডিতের গ্রন্থই ধর্মপূজার আদি বাঙ্গলা গ্রন্থ, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না । আলোচ্য শূক্ত-পুরণকেই আমরা ধর্মপূজার সেই আদিগ্রন্থ বলিয়া মনে করি । মণিকচান্দের গান, গোপীচান্দের গান বা মহীপালের গ্লান ইত্যাদি বঙ্গভাষার সুপ্রাচীন গাথাগুলিকে আমরা শূক্তপুরণের শ্রবণবর্তী বলিয়াই জানি । সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় নেপাল হইতে কান্ধুভট্ট রচিত ‘বোধিচর্য্যসমুচ্চয়’ নামে একখানি অতি প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন । ভাষা, বিবরণ ও লিপি হইতে সেখানি বাঙ্গালাভাষার আদিযুগের গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । আমাদের এই শূক্তপুরণখানি সেইরূপ আদিযুগের গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে । তবে কান্ধুভট্টের গ্রন্থ বহুশত বর্ষ পূর্বে নেপালে গিয়া অজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত পুথির অবস্থায় পড়িয়া থাকায় তাহার গ্রন্থের উপর হস্তক্ষেপ করিতে কোন জয়গোপালই সন্নিধি পান নাই, তাই—গ্রন্থ

খানি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অবিকৃত অবস্থার রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য শূক্ত-পুৰাণেব ভাগ্যে সেরূপ অল্প ঘটে নাই, বহুশত বর্ষ ধরিয়া বহুলোকের হাতে পড়িয়া জয়গোপালী দোষা-ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক সময়ে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে রামাইপণ্ডিতের এই গ্রন্থখানি যখন ধর্মপণ্ডিতগণেব নিকট বেদমন্ত্রবৎ পূজ্য, তখন এই গ্রন্থের ভাষার উপর লেখনী ধারণ করিতে হয়ত কেহ সাহসী হন নাই। কিন্তু এখন নানা জ্ঞানের তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইতে গিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই, তিন পুথিব উপরই তিনটি জয়গোপালের ছায়া পড়িয়াছে। এখানে দুই একটা উদাহরণ দিতেছি—

টীকাপাখনপ্রসঙ্গে বিশ্বকোব কাব্যায়গয়ে সংগৃহীত আদর্শ পুথিতে—

“আইবর্গাটি উরধর্গাটি বস্তর্গাটি মূলে।
আইত পানে লটবু ফোটা ধর্মপূজার কালে।
ঘুরি ঘুরি চন্দন পুরন্ত কৈল ঘুরি।
ধূপে দীবে গন্ধপুষ্পে পূজন অধিকারী।
সোল সান্তি লব লাভ বাহান্তরি কোঠা।
ননিবারে নিঅ এই নিঅবর ফোটা।”

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংগৃহীত ৪৪২৪ নং .
এসিয়াটিক সোসাইটির পুণিব ৩২-৪১৭ পৃষ্ঠায়—

“আদ্যর্গাটি উচ্চর্গাটি ব্রহ্মর্গাটি মূলে।
অটহানে লৈয়া কঁটা ধর্মপূজার কালে।
সোল সান্তি লব লাভ বাহান্তরি কোঠা।
সোনিবারে নিঅ এই নিঅর ফোটা।”

বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট সংগৃহীত ৫৪২৪ নং পুথির ২।২ পৃষ্ঠায়—

“আদ্যগ্রহি ব্রহ্মগ্রহি শিবগ্রহি মূলে ।
বজ্রিশ সংখ্য কুকুরে ধর্ম তবনীর কূলে ।
সেন সাস্তি নব নাস্তি বাহাভুরি কুঠারি ।
দুর্ভিষ চন্দন যে সারিয়া টীকা খুরি ।
তেত্রিশকোটি দেবতা অম্বর চন্দনে ঘুরি ।”

উদ্ধৃত একস্থানেই দেখিতে পাইবেন, প্রাচীন পুথির প্রাচীন ভাষা পরবর্ত্তী লেখক বা অন্নগোপালগণের হাতে কিরূপ সংশোধিত ও পবিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর একটি স্থান তুলিয়া দেখাইতেছি—

বিশ্বকোষ কার্যালয়ের আদর্শ পুথিতে—

“আইন ভূপতি নিম্নাং দেহার। ধর্ম যথা আইন খান ।
নবখণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী ধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান ।
চানক দিল মানিবভাণ্ডাব পুথুর আডের উপর ।
চিত্রগড়ের কামিনা বিসাস্তর ।
চিরিআ বাজতি পার্থ পামান চিরিআ ।
কন বলিএ ধরিল। পুস্তর খার ।”

মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পুথিতে—

“আদ্য ভূপতি নিম্নাং দেহার। ধর্ম যথা আদিহান ।
নবখণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী ।
শ্রীধর্মদেবতা । সিংহলে বহুত সনমান ।
চানক দিন মানিক ভাণ্ডাব ।
পুথুর আডের উপর ।
চিত্রগড়ের কামিনা বিশ্বস্তর ।”

বেঙ্গলগবর্ণমেন্টের সংগৃহীত ৪৪২৪ নং পুথিব এই-
রূপ পাঠ—

“আমি রাজা ভূপতি :সেহারা নির্দায় ভবি
ধর্ম যথা অধিষ্ঠান ।

জ্ঞাননা মেধনি করিছে গঠনি
সিহেলে বহুত সনমান ।

গঠন দস্তার মাণিক ভাণ্ডার
শুক্রনীর আড়ির উপর ।

কাষিভা সদর গড়ে ধর্মধর
চিরিরা রেইটী পাথর ।

পাসান চিরিলা ধরিল সূত্রের ধার ।

মধ্য চাল পরে দর্শন শোভা করে
বিচিত্র করিল সার ॥”

যে দুইটা উদাহরণ দিলাম, তাহা হইতেই বেশ বুঝা যাই-
তেছে যে শূন্তপুরাণেব পুথিখানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের
হাতে ক্রমেই কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে । প্রাচীন-
ভাষা ক্রমশঃ সময় ও লোকেব রুচি অনুসারে আধুনিক ভাষায়
পরিণত হইয়াছে । এইরূপ শূন্তপুরাণের আদিমুক্তি উদ্ধার করা
এখন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে । বলিতে কি স্থানে
স্থানে এরূপ পাঠবিকৃতি দাঁড়াইয়াছে যে কোনখানি আদর্শ ও
কোনখানি নকল তাহা বাছিয়া লওয়া অসম্ভব । ইত্যাদি কারণে
আমরা বাঁকুড়া জেলা হইতে সংগৃহীত বিশ্বকোষ কার্যালয়ের
অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুথিখানিই আদর্শরূপ গ্রহণ করিলাম ।
প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে আলোচ্য অপব দুইখানি পুথি
হইতেও পাঠান্তর দেওয়া হইবে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পাঠান্তর

দিলে ৩ খানি পুথিই অবিকল ছাপাইয়া গ্রন্থের কলেবর অবশ্য বৃদ্ধি কবিত্তে হইত। এ কারণ ছই একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থান ভিন্ন আর কোথাও পাঠান্তর দেওয়া হইল না। আমাদের আলোচ্য পুথিখানি যে ভাবে পাইয়াছি, ঠিক সেই ভাবেই ছাপান হইল। তবে মুদ্রাকরপ্রমাদে ছাপার যে ছই একটা শুদ্ধিপাঠ ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা শুদ্ধিপত্রে আবার শোধন করিয়া দেওয়া হইল। সাধারণে এখন যেটা ভুল মনে করেন, পূর্বে তাহাই হস্ত শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। এরূপস্থলে অতি প্রাচীন পুথিগুলির পাঠের উপর হস্তক্ষেপ করা কখনই কর্তব্য নহে। বাস্তবিক আপাতঃ ভ্রম মনে করিয়া এরূপ অনেক পুথিই সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়া থাকে, আমাদের সংশোধনকারী পণ্ডিত মহাশয়ও সেই নিয়ম ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। এ কারণ তাঁহার সংশোধনের উপরও পুনরায় আমরা গণ্য করিয়া পুথিতে গৃহীত আদিপাঠ আবার বক্ষা করিতে হইয়াছে। শুদ্ধিপত্রে তাহা দেখিতে পাইবেন।

আমাদের আলোচ্য পুথিখানিকে অপব ছইখানি হইতে কেন প্রাচীনতব বলিয়া গ্রহণ করিলাম, এ সম্বন্ধেও এখানে প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। আদর্শপুথির প্রথমেই আছে—

“নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বর চিন।

রসি সসী নহি ছিল নহি ছিল বাতি দিন।

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।

“মেরু মন্দার নহি ছিল ন ছিল কইলাস ॥”

মহাশহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত পুথিতে—

“নাই বেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণ চিহ্ন।

ববি শব্দ নাই ছিল নাই বাহি দিন ॥

নাই ছিল জল স্থল নাই ছিল আকাশ।

মেক মন্দার না ছিল না কৈলাস ॥” ৩১

উক্ত দুই পুথির পাঠ মিলাইলে প্রথম পাঠটি বহু প্রাচীন বাঙ্গালার পাঠ বলিয়া গ্রহণ কবিতো আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না। সুপ্রাচীন বাঙ্গালাভাষা প্রাকৃত নামেই অভিহিত ছিল। আমরা স্থানান্তরে আলোচনা কবিতা দেখাইয়াছি যে বাঙ্গালা ভাষার অতি প্রাচীন পুথিগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অনেকটা প্রাকৃতরূপ ধারণ কবিত, যেমন সংস্কৃত ‘ব’ স্থানে প্রাকৃতে ‘জ’, ‘শ’ ও ‘ষ’ স্থানে ‘স’ ইত্যাদি। ৩২ আদর্শপুথিতে অনেকটা সেই নিয়ম বক্ষিত হইয়াছে, অবশ্য মধ্যে মধ্যে দুই একস্থানে লিপিকব প্রমাদে এ নিয়মেব সামান্য ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অপব পুথিতে সেই প্রাচীন নিয়ম এককালেই বক্ষিত হয় নাই, উহা ইদানীন্তনকালে সংস্কৃত প্রভাবের ফলে নকল কবা, তাহা দেখিলেই জানা যায়। এই কারণেই আমাদের সংগৃহীত পুথিখানিকে আদর্শরূপ গ্রহণ কবিতা। এ পুথিখানিতে সন, তাবিধ অথবা সমাপ্তিহ্রস্বক কোনরূপ পুষ্টিকা পাইলাম না। এক্ষণস্থলে এখানি কোন্ সময়েব নকল তাহা ঠিক বলিতে পাবিলাম না, তবে অক্ষরবিন্যাস ও পুথির অবস্থা দৃষ্টে আনুমানিক তিন শত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি যে এই আদর্শপুথিতে

(৩১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৪ সাল ৩৫ পৃষ্ঠা ত্রুটিব্য।

(৩২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫ সাল ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা ত্রুটিব্য।

যে রূপ ভাষা ও শব্দবিন্যাস দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনেকটা প্রাচীনা বক্তৃত্যাব মুক্তি থাকিলেও রামাইপণ্ডিত যে ভাষার ও যে রূপ শব্দবিন্যাসে পুথিখানি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই আদিরূপ আলোচ্য পুথিতে রক্ষিত হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তবে এই পুথির মধ্যে মধ্যে রামাইপণ্ডিতে বহুল অবিকৃত অবস্থায় না আছে, এমন নহে। এই পুথির বিশেষত্ব এই ণ, য, ষ এবং শ এই কয়টা বর্ণের তেনন প্রয়োগ নাই। কেবল ‘পূর্ণিত’, ‘অনাগ’, ‘ভূষ্ট’, ‘বিষ্টু’ ও ‘স্ত্রী’ এষ্ট কএকটা শব্দ মধ্যে উক্ত চারি বর্ণের প্রয়োগ আছে, অন্তর্গ ‘ণ’ স্থানে ‘ন’, ‘য’ স্থানে ‘ভ’ এবং ‘য’ ও ‘শ’ স্থানে ‘ন’ প্রযুক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া বহু শব্দ ও পদে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার রূপই দৃষ্ট হইবে। বথা—

প্রাচীন রূপ	বর্তমান রূপ
আঙ্গর, আঙ্গার, মোব, মোহর	আমাব
কামক	কামকে
জাক	যাহাকে
জাহাত	যাহাতে
তুলিবাক	তুলিবাবে
তুঙ্গাব, তোঙ্গার, তুমাং	তোমাং
মেহ	মেহ, দাও
নাহি	নাহি, নাই
পুজিবাক	পুজিবাব
পূরন্ত	পূর্ণ, পূরণ
বোলিবাক	বলিবে

প্রাচীন রূপ

বর্তমান রূপ

মুখর

মুখের

মো

মোব, আমার

অশরাপর শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত শব্দসূচী মধ্যে দ্রষ্টব্য ।

এ ছাড়া এই পুথির মধ্যেই কোন কোন স্থানের ভাষা অতি প্রাচীন ও কোন কোন অংশ নিস্তান্ত অপ্রাচীন বলিয়াও মনে হয় । যেমন মুদ্রিত পুস্তকের ১০৭ পৃষ্ঠায় ধাত্তের জন্মপ্রসঙ্গ এবং ১০৩ পৃষ্ঠায় ‘ধর্মপূজা’প্রসঙ্গ মিলাইলে বেশ বুঝিতে পারা যায় । যথা—

ধর্মপূজাপ্রসঙ্গে—

“দেব নিরঞ্জন

পূজার কাবন

ডাক দিয়া হনুমানে ।

কবিতা তুষিত

পুথির নির্মিত

দেহ মোব সন্নিধানে ॥” (১০৩ পৃঃ)

এই অংশেব সহিত—ধাত্তজন্মপ্রসঙ্গের

“জত দুব ধন্যব ঔকার জান ।

গারস্তব মহাপাপ ছরত পলান ॥

সাম জঙ্ক ঋক অধকবেদ—

ঔকার লইআ ধন্যব পঞ্চম বেদ ।

সুন সুন পণ্ডিত আগমর ভেদ ॥” (১০৭ পৃঃ)

উদ্ধৃত দুইটি অংশ মিলাইলে বুঝিতে পারা যায় যে একই হস্তলিখিত পুথির মধ্যেই কিরূপ পরিবর্তন ঘটয়াছে । উদ্ধৃত ধর্মপূজার প্রসঙ্গটি তিন শত বর্ষের পূর্ববর্তী এবং ধাত্ত-জন্মের অংশ ৬ শত বর্ষের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হইবে ।

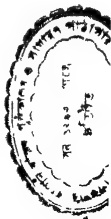
শুভপুরাণের রচনা বহু স্থলেই পুনরুক্তি দোষ-দুষিত অনেক

স্থলের ভাষা গল্প কি গল্প তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন। যেমন ৮১-৮২ পৃষ্ঠায় ঘটমুখ্য প্রসঙ্গ। ৬৯ হইতে ৭৩ পৃষ্ঠায় বারমাসি প্রসঙ্গে প্রাচীন গল্প সাহিত্যের নমুনা। একপ স্মৃতিপ্রাচীন গল্পের নমুনা পূর্বে আব পাওয়া যায় নাই। উহার ভাষাকে আমবা ৬৭ শত বর্ষের প্রাচীন মনে করিতে পারি।

আব একটা বিশেষ বক্তব্য এই যে তিন চারি শত বর্ষ পূর্বে উৎকলে প্রচলিত যে ভাষায় গ্রন্থ লিখিত হইত, আদর্শপুথির ভাষার সহিত সেই উৎকল ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় অপর দুইখানি পুথিতে এরূপ বীতি অবলম্বিত হয় নাই। শেষোক্ত দুইখানির পাঠ ঠিক আধুনিক বঙ্গভাষার বলিয়াই মনে হইবে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের শেষাংশ মুদ্রণকালে আমি স্থানান্তর খাকাষ ও পদে পদে সতর্ক করিয়া দিলেও প্রফসংশোধনকাৰী পণ্ডিত মহাশয় আদর্শপুথির সহিত মিল বাধিবাব অভিপ্ৰায়ে আধুনিক পুথির দুই একটা পাঠ পরিবর্তন করিতে বিচলিত হন নাই। যাহা হউক এ সামান্য পরিবর্তনের জন্ত সেরূপ ক্ষতি হইবে না। পাঠক মহাশয় সহজেই ধরিয় লইতে পারিবেন। তবে এইটুকু বলিয়া বাধি যে এরূপ পুথি সম্পাদন করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, আদর্শ পুথির অল্পবর্তী হইয়া অবিকল পাঠ নিপাইয়া লওয়া কিরূপ বিবক্তিকর, ভুলভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারিবেন না। বলিতে কি এরূপ কার্য্যভাব অপব কাহাবও উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না। ছাপিবাব পূর্বে পর্য্যন্ত যে ফর্মাটি দেখিয়া না দিয়াছি, তাহাতেই যেন কিছু দোষ রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য তজ্জন সম্পাদকই দায়ী।

আলোচ্য পুঁথি ছাড়া বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের সংগৃহীত পুঁথি হইতে কতকটা অতিরিক্ত অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১০২ পৃষ্ঠা হইতে ১৪২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। এখন গ্রন্থালোচনা করিয়া মনে হইতেছে যে, তিনখানি পুঁথির সাহায্যে এই সুপ্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেও এখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ কিনা, তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিয়া বাইতেছে। যনবাম, সীতাবাম প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলকারগণ যে দাহুরবাটা ও সন্ন্যাসীকাটার উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য শ্রুতপুরাণ মধ্যে সে অংশ পাইলাম না। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় রামাইপণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল-প্রসঙ্গে রামাইপণ্ডিতের বচিত যে ধ্যানের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও তিনখানি পুঁথিতেই পাওয়া গেল না। বাহা হউক শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত অংশ প্রয়োজনবোধে এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

“বর্ষ যুগপতি সর্ব্ব গুণধাম ।
 স্তন স্তন সর্ব্বজন যুগের বিধান ।
 যে দিনেতে ভূদ্বীপের আছিল বঙলে ।
 আদ্য বাহুবী নাপের জন্ম সেই কালে ।
 ঘোড় করিয়া নাথে জিজ্ঞাসে বারতা ।
 এক যুগে ছিল তার সহস্রেক মাথা ।
 নির্দ্দ্বাটিলেন প্রেম হৃৎসের খাতাসে ।
 আসন করিয়া প্রভু মনের হরিষে ।
 জলেতে ভুবিল হংস আহাির কারণে ।
 কিছু না পাইয়া উঠে প্রভু সরিধানে ।
 গরল মুখের বিন্দু থাকে মস্তকের বেশে ।
 নাপের নিখাস কৈল ভাঁটায় স্রোতার ।
 রাত্রিদিন সকলেন অনার ঘরিতার ॥



ভাহার উপরে কবির প্রকাশ ।
 দ্বিজ মুরতি কৈল আরম্ভ কৈলাস ॥
 যোগেতে মঙ্গল হুজিলেন ভদ্রীভার ।
 অবস্ত কোটামিগের কে করে বিচার ॥
 কে করিতে পারে প্রভু আদ্যের জ্ঞেয়ান ।
 ঘটে আসি পূজা লগু স্বরূপনারায়ণ ॥
 ধীন নয় লয় মোর আতির নাহি স্থিতি ।
 লহ লহ জল পুষ্প যুগেব যুগপতি ॥
 পাছের থাকল নহি পথে নহি ছায়া ।
 আগে আগে নিরঞ্জন নির্দ্বাইলেন কায়া ॥
 ভাহার ভকতে প্রভু করিলেন ভার ।
 বিকুর কারণে অমণ নৈবাকার ॥
 আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতার ।
 তিনরূপ হইলেন ত্রিলোক সংসার ॥
 তবোতো ভ্রমণ কৈল পশ্চিম মুরতি ।
 দক্ষিণে ভ্রমণ কৈল পূর্বে আইলেন স্থিতি ॥
 আগে হাত বুলাইতে হুজিলেন পার্শ্বতী ।
 দেখিতে স্তম্বররূপ মনোহর জ্যোতি ॥
 টলিল ধর্মের বিন্দু দেবী নিল করে ।
 ধর্ম সমরিয়া সাতা পুরিল উদরে ॥
 তুলি প্রমাণ হৈয়া গড়িল বহুবলী ।
 দিনে দিনে পার্শ্বতীর বাড়িল উদর ॥
 চলিতে শক্তি নাহি বুড়ে ছুই কর ।
 কে অগ্নিল বলিয়া বলেন যজ্ঞেশ্বর ॥
 ব্রহ্মতালু দিয়া হৈল ব্রহ্মের জনম ।
 ব্রহ্মজালে বিকুর বহিছে তবন ॥

ক্ষীণকণ্ঠ কুণিল কুমণ্ডল লৈয়া ।
 হাতে বিকূর জ্বর হৈল কর্ণবুল দিয়া ॥
 মনেতে বিচারি ত্রিদশেশ্বর ।
 জীষত্রি শীতল কৈল ভূমিষ্ঠ মহেশ্বর ॥
 তিনবার জনমিল এইতো উলরে ।
 অপার মহিমা লীলা কে বুঝিতে পারে ॥
 ধর্মের মঙ্গলগীত পণ্ডিত রমাই গান ।
 একল রমাই ছিল শরে লব ধান ॥

গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়

পূর্বেই বলিয়াছি যে, শূন্তবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞানবর্ণনা কবাই
 শূন্তপুবাণের প্রধান লক্ষ্য। রামাইপণ্ডিত প্রথমেই শূন্তমूर्তি
 নিরঞ্জন ধর্ম হইতে কিকপে বিশ্বসৃষ্টি হইল, তাহাই বর্ণনা
 কবিয়াছেন। এরূপ অপূর্ব সৃষ্টিতত্ত্বকথা রামাইপণ্ডিতের পূর্ব-
 বত্তী কোন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখি নাই। সৃষ্টিকর্তা
 ধর্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জনক; আত্মশক্তি তাহারই অর্ধাঙ্গ
 বা ঘাম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। ধর্ম ব্রহ্মজ্ঞানবলেই যে
 সৃষ্টিবীজ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সে কথা রামাইপণ্ডিত বার বার
 ঘোষণা করিয়াছেন—

“চৌদ্দজুগ গেল পরভুব এক বস্তুগেআনে।” (৯)

পরবত্তী ধর্মমঙ্গল-কবিগণ সকলেই এই উক্তির সমর্থন
 করিয়াছেন। মাণিকদত্তের এই প্রাচীন মঙ্গলচণ্ডীর পীঠেও
 স্তিক এইরূপ—

‘চৌদ্দজুগ গেল প্রভুর এক ব্রহ্মজ্ঞানে’ ইত্যাদি উক্তি দেখা
 যায়। কেবল মাণিকদত্ত বলিয়া নহে, বঙ্গভাষার অনেক প্রাচীন

হিন্দু কবিও রামাইপণ্ডিতের সৃষ্টিকথা প্রাশংগ্য গ্রহণ করিয়াছেন। বাউল সম্প্রদায়ের আদি ধর্মগ্রন্থসমূহও ঐরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস দেখা যায়। তাহা সম্ভবতঃ সমাজের উপর ধর্মপণ্ডিতগণের প্রভাবের ফল। রামাইপণ্ডিতের উক্ত মতটি কেবল বাঙ্গালাদেশ বলিয়া নহে, সুদূর উৎকলেও প্রচলিত হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের চূর্তেজ্ঞ জঙ্গলাবৃত্ত প্রদেশ হইতে আমরা শূন্তমূর্ত্তি নিরঞ্জনের মাহাত্ম্যশ্লোক একখানি গ্রহণ পাইয়াছি। ময়ূরভঞ্জের যে অঞ্চল হইতে উক্ত পুথিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উত্তরাংশ আজও “রাচ” নামেই খ্যাত। উৎকল-ভাষায় রচিত উক্ত প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে “সিকান্ত-উড়ষর” নামে একখানি গ্রন্থের আরম্ভে লিখিত আছে—

“অনাকাব মুখং শূন্তং শূন্তং মধ্যে নিবজ্জনঃ।

নিরাকার অজজ্যোতিঃ সংজ্যোতিঃ ভগবানরম্ ॥ ১ ॥

ঐ গ্রন্থের আবার ১৯ অধ্যায়ে আছে—

“জাতি মধ্যে সমুদ্র সে বুদ্ধি মধ্যে ধীর।

একাগুরু তাহাঙ্কব প্রভু নিরাকাব ॥” ২।

অনাকাবসংহিতা নামে আব একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও প্রচ্ছন্নভাবে এইরূপ তত্ত্ব নিহিত—

“এতা ব্রহ্ম দেখ অগতেরি পুবেহি

খিঙ্গ কলে পাই খেম।

জাতি অজাতি জেনেহো প্রতিষ্ঠা

তাহারে নাহি অভেদ।”

“অব্যক্ত হরি অনাকার পুরি

ভেদ পদ পুর অহি।”

শ্রুতপুরাণে ও ধর্মমঙ্গলে আত্ম বা অনাত্ম নিরঞ্জনই যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরেরও উপরিস্থ বলিয়া অবধারিত আছেন, উক্ত অনাকার-সংহিতায়ও সেইরূপ—

“ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তাপরে হর্গএ পড়াতি আত্মর গুরু ।

সাম অঙ্কু ঋক্ অথর্কএ আদি পড়াতি আত্মঠাকুর ॥”

আর একটা কথা এই—এক্ষণে এদেশে ডোমজাতি অস্পৃশ্য নীচজাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও এক সময়ে যেমন তাহা-দেব উচ্চাসন ছিল এবং কোথাও কোথাও ডোমপণ্ডিতগণ আজও যেমন ধর্ম-পূজার সময় ব্রাহ্মণকেও টেকা দিতে প্রস্তুত,— উৎকলের বাউরিদিগের মধ্যেও ঠিক সেইভাবে বর্তমান । এক সময় এই বাউরিজাতি বে ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিত টেকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, সিদ্ধান্ত-উদ্ভব গ্রন্থ হইতেও আমরা কতকটা সেইরূপ পরিচয় পাইয়াছি—

উক্ত গ্রন্থ ১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

“নিরাকার অঙ্গ করি অছন্তি সমূলে ।

প্রতি প্রতি কহি বাপু কহি দেবা তোতে ॥ ৮ ॥

নিরাকার দক্ষিণক বিপ্র হোএ জাত ।

উত্তর অঙ্গর জান গোপাল সন্তুত ॥ ১৭ ॥

তাহাঙ্কু অঙ্গরে বাউরি জাত হোই ॥” ১৮ ॥

এমন কি, উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—“শয়ালিপুত্র হলি বাউরি অটন্তি । ব্রাহ্মণসঙ্গে বেদ পড়ুথাস্তি । ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ, বাউরি কনিষ্ঠ । এ পড়ুথিলে রাজা প্রতাপত্রক ঠাকু গোপ্য করি রাখি অছন্তি । কলুষুগে ন ছুইবে । বাউরিকে ছুইলে সকল পাতক । কয় হব বলি বিষ্ণু মায়া করি গোপ্য করি রাখি অছন্তি ॥” ১২ অ

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে বাউরিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ বলিয়াই মনে করিত। এক সময়ে তাহাদের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। রাজা প্রতাপ রুদ্রের সময় তাহারা গুপ্ত বা অতি নীচজাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা এখানকার ডোমজাতির স্তায় শূদ্রমুষ্টি ধর্ম নিরঞ্জনকে বিকৃতভাবে পূজা করিতেছে। গরার মহাবোধিতে বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্নের অন্ততম ধর্ম বিভুজ বিকৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উক্ত সিদ্ধান্ত উভয় গ্রন্থে বাউরিজাতির গারগ্রী ও ইষ্ট ধ্যানে সেই বিভুজ ধর্মমূর্তির সন্ধান পাই—

“ও সিদ্ধদেবঃ সিদ্ধধর্মো বরেণ্যমস্ত ধীমতি।

ভগদেবো ধীয়া যো ন সিদ্ধধর্মঃ প্রচোদয়াৎ ॥”

“ও গুহ্যবধরং বিকুং শনিবর্ণং চতুর্ভুজং।

প্রসন্নবদনং ধ্যাম্যেৎ সর্কষিল্লোপশাস্ত্রে ॥”

উভিঘ্যার ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে রাজা প্রতাপরুদ্রের শাসনপ্রাকালে বৌদ্ধগণই প্রবল ছিলেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যাসে বৈষ্ণবধর্ম প্রবল হইলে বৌদ্ধগণ রাজনিগ্রহে সকলেই স্বগন্ধান হারাষ্টয়া কেহ বা হুগ্নম পার্শ্বতা প্রদেশে পলাইয়া গিয়াছিল, কেহ বা নীচজাতিতে পরিণত হইয়াছিল। বাঙ্গালাব ডোমজাতির স্তায় বাউরিদিগকেও আমরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া মনে করি। বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যাসে ধর্মলস্টদায়ভুক্ত বাঙ্গালার ডোম ও দোগিজাতিব যে হীনদশা খটিয়াছে, উৎকলে বাউরিজাতিরও সেই অবস্থা উপস্থিত। বাহা হউক—যেশ, কাল, পাত্রভেদে মহাযান সম্প্রদায়ের পূজাবাদ

রামাইপণ্ডিতের অনুবর্তী ধর্মতত্ত্ববিদের মধ্যে এবং উৎকলের প্রকল্প বৌদ্ধ বাউরিজাতিব মধ্যে বিশেষত্বলাভ করিলেও উভয় সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, তাহা শূন্তপুরাণে যেকল্প দৃষ্ট হয়, বাউরিজিদের সিকাত্র-উডম্বর গ্রন্থেও সেইরূপ বিবৃত দেখা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি যে এদুশে বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব প্রচলিত, তাহা অনেকটা শূন্তপুর্বাণ হইতে গৃহীত। আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত সিদ্ধান্ত উডম্বর, অনাকারসংহিতা ও অমর-পটল, এই কয়খানি উৎকলগ্রন্থও ঠিক বেন সেই বাউল সম্প্রদায়ের কথাই পাইতেছি, তবে কি বাউরি ও বাউল সম্প্রদায় এক?

শূন্তপুরাণে অপব মুনির কথা না থাকিলেও “মার্কও মুনির” কথা পাইতেছি,—অনাবাসংহিতায়ও সেইরূপ মার্কও মুনির প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বাঙ্গালার যোগিজাতিব নিকট মীন, চৌরঙ্গী প্রভৃতি যোগিগণ পূজিত, রামাইপণ্ডিতের অপ্রাচীন পুথিতে তাঁহাদের নাম পাইয়াছি। • রামাইপণ্ডিতেব অনুবর্তী সহদেব চক্রবর্ত্তাব ধর্মমঙ্গলও উক্ত যোগিগণের পরিচয় রহিয়াছে, উৎকলের অমরপটল গ্রন্থও উক্ত যোগিগণের সন্ধান পাইতেছি। উত্থাদি নানা কাব্যে আমবা বলিতে চাই, কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, রামাইপণ্ডিত অথবা তদনুবর্ত্তী ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাব উৎকল পর্য্যন্ত একসময়ে বিস্তৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক, শূন্তপুরাণের প্রথমংশ—সৃষ্টিপত্তন প্রসঙ্গে আমরা অনেক কথা বলিয়া কেলিলাম। সৃষ্টিপত্তনে একটা নিজস্ব আছে, যাহা ধর্মমঙ্গল ছাড়া আর কোথাও পাইতেছি না,—

শূন্তপুরাণ ১০৪ পৃষ্ঠা ব্রটব্য।

তাহা উলুক ও বলুকানদী। রামাইপণ্ডিত এ দুইটাকে কোথা হইতে বাহির করিলেন, তাহা অজুসঙ্কেত।

সৃষ্টিপত্তনের প্রসঙ্গের পর ধর্মপূজার পদ্ধতি আরম্ভ। উক্তর রাতে এখনও ধর্মের গাজন বা উৎসব শূভপুরাণের পদ্ধতি অনুসাবেই সম্পন্ন হয়। এতদ্বাধ্যে রাজা হরিচন্দ্রের ধর্মপূজা, যমপুরাণ (যমদুঃসংবাদ ও যমরাজসংবাদও যমপুরাণের অন্তর্গত), ধাত্তের জন্ম, ছাগজন্ম ও নিরঞ্জনের কন্যা এই কয়টি প্রসঙ্গ, পদ্ধতির বাহিরের স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রায়শঃ বিরুদ্ধি বোঝাক্রান্ত, আমাদের আলোচ্য শূভপুরাণখানি পাঠ করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। পদ্ধতি মধ্যেও ক্রমভঙ্গনুষ্ঠ হয়। কোন্টী আগে কোন্টী পাছে, তাহা ঠিক করা কঠিন। তবে ধর্মপণ্ডিতগণ গাজনের সময় বা ধর্মের কোন উৎসবের সময় স্ব স্ব পূর্বপুরুষগণের নির্দিষ্ট ক্রমানুসাবেই পূজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

শূভপুরাণের পদ্ধতি হইতেও আমরা ধর্মপূজার চাবিজন প্রধান পাণ্ডা ও তাঁহাদের অনুব্রজগণের পরিচয় পাই। এই চারিজননের নাম সেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত ও রামাইপণ্ডিত। এই চারি পণ্ডিতের অধীন কোটাল, ঘটদাসী বা আমিনী ও নির্দিষ্ট সংখ্যক গতি আছে। নিম্নে তাহাদের ক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল—

পণ্ডিতের নাম	কোটাল	ঘটদাসী	গতিসংখ্যা
১। সেতাই	৫৫ বা ৫৬	বহুবা বা বিজয়া	৪০০
২। নীলাই	৫৮ বা ৫৯	চরিত্র	৬০০

পণ্ডিতের নাম	কোটাল	ঘটনাসী	পণ্ডিতসংখ্যা
১। কংসাই	সূর্য বা ভানু	গঙ্গা	১২০০
২। রামাই	গঙ্গা	হুগলী	১০০০

উক্ত তালিকা হইতে মনে হইবে যে রামাইপণ্ডিত সর্ব্বদা ধর্ম্মপূজার প্রবর্তক বা প্রধান পণ্ডিত বলিয়া পবিচিত থাকিলেও তাঁহার উক্তি ধবিলে সেতাইপণ্ডিতকেই প্রথম বা আদিপ্রবর্তক বলিয়া মনে হয়। তবে উক্ত চারিজন ধর্ম্মপণ্ডিতই এক সময়ের লোক হইতেছেন, যেখানে বেশী ধুমধামে ধর্ম্মপূজা হইত, সেখানে চারিজনেই স্ব স্ব দলবল লইয়া উপস্থিত হইতেন এবং স্ব স্ব নির্দিষ্ট দিকে আসন পাইতেন। সেতাই পশ্চিমে, কংসাই পূর্বে, রামাই উত্তরে এবং নীলাই দক্ষিণে অবস্থিত হইতেন। তাঁহাদের কোটালগণও ঐরূপ স্ব স্ব দিক রক্ষা করিতেন। এই পূর্ব্বপ্রথা এখনও এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। ময়নাপুৰ ও জামালপুরেও প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোৎসবের সময় ঐ সকল নিয়ম পালনের কথা শুনা যায়।

রাজা হরিচন্দ্র বা হর্ষচন্দ্রকেও আমরা রামাইপণ্ডিতের সমসাময়িক লোক বলিয়া মনে করি। শূন্তপুরাণ পাঠ করিলে সেইরূপই মনে হয়। কিন্তু তিনি কোন্ স্থানেব রাজা ছিলেন, তাহা জানা যায় না। পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকাবগণ ধর্ম্মের জন্ত হরিচন্দ্রের পুত্র-বলিদানের কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু শূন্তপুরাণে এ প্রসঙ্গ নাই। পরবর্ত্তী কবিগণ ধর্ম্মের মহাশক্তি বোধনা করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ পুত্রবলিদানের প্রসঙ্গ যোগ করিয়া থাকিবেন।

বেঙ্গলগবর্মেণ্টের সংগৃহীত শূন্তপুরাণের অপ্রাচীন পুথির

মধো আদিনাথ, মীননাথ, সিদ্ধা, চরঙ্গো বা চৌরঙ্গীনাথ, দণ্ডপাণি ও কিয়রি এই কয়জন যোগীব উল্লেখ আছে, বর্তমান গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় পাঠকগণ এই অংশ দেখিতে পাইবেন। আমাদের আদর্শ পুথিতে কিন্তু ঐ অংশ নাই। মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠ কবিয়া অনেকে হয়ত মান করিতে পাবেন যে শূন্তপুৰাণ যখন ঐ সকল যোগীর উল্লেখ রহিয়াছে, তখন উক্ত সাধুপুরুষগণকে রামাই-পণ্ডিতের সমকালীন অথবা তৎপূর্ববর্তী বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে ঐ অংশ পক্ষিপ্র, রামাইপণ্ডিতের রচিত নহে, আদ্য পুথিতেও সেটাজন্ত গৃহীত হয় নাই। এই কয়জন যোগীব মধ্য সিদ্ধা ও দণ্ডপাণিকে রানাটপণ্ডিতের সম-সাময়িক বলিয়া মনে কবি। সিদ্ধা মাতিকটাদেশ মহর্ষি ময়না সতীর গুরু। কিন্তু অপর যোগীগণ রানাটপণ্ডিতের বহুপূর্ববর্তী। ধর্মগম্প্রদায় মধো এক সময় ঐ সকল মহাত্মার ব্রহ্মমত ও উপদেশ সাধারণ গৃহীত হইয়া, তা বলিয়াই এই সম্প্রদায়ের প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থে ঐ সকল মহাত্মার নাম কার্তিত দেখা যায়।

বেঙ্গলগবর্মণ্টের সংগৃহীত ডক্ট পুথিতে ‘নিবন্ধনেব রামা’ নামে একটী অংশ আছে, বহুদিন হইল মহামাহাপাণ্ডায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অংশ প্রকাশ করেন। এই অংশটিও আদর্শপুথিতে নাই। বর্তমান পুস্তকের শেষাংশে এই অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠ কবিলই মনে হইবে যে, এট অংশ মুসলমান প্রভাবের ফল। রামাইপণ্ডিতের নাম দিয়া পববর্তী লেখকের রচনা। কিন্তু উহা হইতে অতীত রাজনৈতিক ইতিহাসের কীণালোক পাইতেছি। তাহা এই—বৌদ্ধেরা কখন আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিত না। আপন ধর্মকে

‘সঙ্ঘ’ ও ‘সম্প্রদায়িকগণকে ‘সঙ্ঘ’ বলিত। নিবন্ধনের
 ক্ষয় তাই ‘সংঘ’ বা ‘সঙ্ঘ’ শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।
 মালদহ বা প্রাচীন গোড় অঞ্চল ‘সম্ভবতঃ পালবাহ্য লুপ্ত ও
 সেনবাহ্য প্রবর্তিত হইলে’ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সঙ্ঘ,দিগের উপর
 যথেষ্ট অত্যাচার আশঙ্ক করিয়াছিলেন, তৎকালে সেনবাহ্যবংশ
 বৈদিক ব্রাহ্মণেব বশীভূত ছিলেন, এই নিমিত্ত বৈদিকগণেবও অদম্য
 প্রেতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুবিধা পাওয়া বৈদিক ব্রাহ্মণগণ
 প্রজাসাধাবণের উপর অত্যাচার কব আদার কবিত্তে প্রবৃত্ত
 হইলেন। যাহা বৈদিক ব্রাহ্মণকে দখিণা না দিত বা অসম্মান
 করিত, সমবেত বহু বৈদিক কষ্টক তাহা না যথেষ্ট নিগৃহীত হইত।
 তখনও ধর্মতত্ত্ব সঙ্ঘর্ষগণ প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই।
 কাজেই উভয়দলে যথেষ্ট সংঘর্ষ চলিত। তাহাব ফল অনেক
 সঙ্ঘী প্রাণবিসর্জন কবিত্তে বাবা হইয়াছিল। এই দারুণ
 অত্যাচার হইতে উদ্ধাব পাটবাব আশায় তাহাব সকলে একত্র
 হইয়া মুসলমানগণের শরণাগত হইয়াছিল। মুসলমানগণ আসিয়া
 মালদহ বা প্রাচীন গোড় লুট কবিয়া এবং তত্ৰত্য হিন্দু দেবাদবী
 ও দেবালয় ভাঙ্গিয়া ধ্বংসগুণের মনস্কামনা সিদ্ধ কবিল।
 আজপুরেই মুসলমান কর্তৃক দেবভাণ্ডিগ্রহ বিচু চবম মাত্রায়
 উঠিয়াছিল। এখানকাব প্রাচীন মঠমন্দিবাদি কিছুই রক্ষা পায়
 নাই। ঐ আজপুর উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ ষাজপুর নহে, এ আজপুর
 বাচদেশে হুগলী জেলায়। এখানকাব ধর্মঠাকুরের দেহারা
 সম্বন্ধে মালিকগাঙ্গুলি লিখিয়াছেন—

“জাডা গ্রাম কানুয়ায় কামিয়া সহিত।

জাজপুরে দেহারে বন্দি দাঢ়া কবি চিত ১” (ধর্মমঙ্গল)

‘নিরঞ্জনের কন্না’ পাঠ করিলে বেশ মনে হয় যে বৈদিক ব্রাহ্মণের অত্যাচারেই ইতব সাধাবণ অনেকটা উত্তেজিত হইয়া মুসলমানের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ঘটনার সহিত মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া আক্রমণের কোন সংশ্লিষ্ট আছে কিনা, তাহা কে বলিতে পারে? প্রকৃত কথা এই, দেশের জনসাধাবণ কতকটা বাঙ্গ্রদ্রোহী না হইলে মুষ্টিমেয় মুসলমানসৈন্য আসিয়া গোড়বাজ্য সহজে অধিকার করিয়া বসিবে ইহা সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণগণের অত্যাচারেই যে সন্তান ও তাহাদের আচার্য্য ধর্মপণ্ডিতগণ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, মুসলমান-শাসন আবস্ত হওয়াতেই ধর্মপূজা এককাল লোপ হইতে পারে নাই। ধর্ম-ঠাকুরের পূজা ও ধর্মের গান হীনাবস্থাপন্ন বোগী, ডোম, প্রভৃতি জাতির মধ্যে বহিরা গেল। ধর্মের গানে ব্রাহ্মণবিরোধী কথা স্থান পাইয়াছিল বলিয়াই পূর্বতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজ দেশীয় সাহিত্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এট ঘৃণার ভাব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজ বহুদিন পোষণ করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন ধর্মমঙ্গলের জায় শূন্তপূরণ খানিকেও কতকটা সংশোধিত আকারে আনিয়া তান লয় যোগে পালায় গান করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হয় নাই। এ কারণ পরবর্তী কালে ধর্মমঙ্গল গান, যখন সর্ব সাধারণের অনিবার্য জিনিস হইয়া পড়িল, যখন ভাল ভাল ব্রাহ্মণকবিও গোড়কাব্য বা ধর্মমঙ্গল গীত রচনার শেখনী ধারণ করিলেন, সেই সময় শূন্তপূরণের আদর্শ লইয়া কোন কোন কবি অভিনব ধর্মমঙ্গল রচনার অগ্রসর হইলেন। ঐ সকল গ্রন্থ ‘ধর্মপুমাণ’

‘আদিপুরাণ’, ‘অনিলপুৰাণ’ ও ‘অনাদিমঙ্গল’ প্রকৃতি নামেও পরিচিত হয়। অধুনা এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে কেবল সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কবি সহদেবেব হাতে শৃঙ্গ-পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি কিরূপ বর্জিতায়তন হইয়াছে, তাহা সহদেবের রচিত গ্রন্থের নিম্নলিখিত বিষয়সূচী পাঠ করিলে সহজেই ধারণা হইবে—

১ ধর্মমঙ্গল, ২ ভগবতীবন্দনা, ৩ সরস্বতীবন্দনা, ৪ লক্ষ্মী-বন্দনা, ৫ চৈতন্ত্যবন্দনা, ৬ তারাকম্বরবন্দনা, ৭ কবির সমসাময়িক গ্রাম্যদেবদেবী ও ধর্মবন্দনা, ৮ তাঁহার সমকালীন জীব প্রকৃতি কবি ও কবির পিতামাতার বন্দনা, ৯ সৃষ্টিপত্তন, ১০ ব্রহ্মাবিকু মহেশ্বরাদির জন্মকথা, ১১ শিবের বিবাহ, ১২ কামরা নামক ক্ষেত্রে শিবের কুবিকার্য, ১৩ আশ্চর্য ডোমনীবশে শিবকে ছলনা, ১৪ শিবশিবার মাছধরা, ১৫ কুবিজাত শস্তাদি লইয়া শিবের কৈলাসযাত্রা, ১৬ শিবের নিকট ভগবতীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, ১৭ উত্তরেব বলুকাতীর আগমন, ১৮ ভগবতীক উপদেশ দান, ১৯ তৎকাল শিবমুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা শ্রবণ মৎস্তগর্ভধারী মীন-নাথ যোগীর মহাচ্ছান লাভ, ২০ মীননাথের ভগবতী নিন্দা, ২১ মীননাথের প্রতি ভগবতীর অভিশাপ, ২২ শাপহেতু কদলী পাটনে বমনীর মোহনমন্ত্রে মীননাথের মেঘরূপে অবস্থান, ২৩ শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁহার উদ্ধার, ২৪ কালুপা, হাড়িপা, মীন, গোরক্ষ ও চোরঙ্গী এই পঞ্চ যোগীর একত্র মিলন, ২৫ হর গোবী স্তুতি, ২৬ মহানাদে মীননাথের রাজ্যলাভ, ২৭ সগর-বংশের উপাখ্যান, ২৮ গঙ্গার উৎপত্তি, ২৯ ডোমবেশে অমরা-

নগরে শিবের ধর্মপূজা, ৩০ অমবা নগরপতি ভূমিচন্দ্রকর্তৃক উক্ত
ডোমের নির্ঘাতন, সেই অপরাধে রাজার সর্বাত্মে ষেতকুটসকার
৩১ ধর্মপূজাস্তে রাজার মুক্তি, ৩২ জাজপুরবাসী রামাই পণ্ডি-
তের পুত্র শ্রীধরের ধর্মনিন্দা, তৎক্ষণ বরদাপাটনে তাঁহার প্রাণ-
নাশ, ৩৩ রামাই পণ্ডিত কর্তৃক, শ্রীধরের পুনজীবনদান, ৩৪
জাজপুরবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্মঘব, ৩৫ ধর্মসেবকদিগের রক্ষার
জন্ত মুগলমানরূপ ধর্মের জন্মগ্রহণ, ৩৬ ভূমিচন্দ্র রাজাব নিজ
মুণ্ড উৎসর্গ কবিতা ধর্মপূজা ও তাঁহার স্বর্গাবোহণ, ৩৭ হরিচন্দ্র
বা হবিচন্দ্র রাজাব ধর্মনিন্দা, ৩৮ অশুভক হেতু মহিষী সহ
রাজার বনগমন, ৩৯ তাঁহার নানা দেবাদবীষ উপাসনা, ৪০
বনমধ্যে রাজাব পিপাসার প্রাণভাগ, ৪১ রাণীর ধর্মজ্ঞতি, ৪২
ধর্মের অমুগ্ধহে রাজাব প্রাণলাভ, ৪৩ ধর্মের বরে রাণীর গর্ভে
লুইচন্দ্রের জন্ম, ৪৪ বাজা ও রাণীক ধর্মের ছলনা, ৪৫ বাজহস্তে
লুইচন্দ্রের শিবাশ্রয়, ৪৬ রাণী কর্তৃক পুত্রমাংস বন্ধন, ৪৭ ব্রাহ্মণ-
ক্লমী ধর্মের মাংসভোজনকালে লুইচন্দ্রের প্রাণদান।

উপসংহারে বক্তব্য—শূন্যপুরাণে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার
আছে, যাহার অর্থগ্রহ কবিতে সঙ্গতিলাভ না। ঐ সকল শব্দের
প্রকৃত অর্থ নির্ণয় কল্পিত হইলে রামাইপণ্ডিতের আশ্রমস্থান
অথবা ধর্মপূজার আদিস্থান সম্বন্ধে পরিদর্শন করা অসম্ভব। অতি
অল্পদিন হইল, আমরা চাপাই, হার্কল, জাজপুর প্রভৃতি ধর্ম-
পূজার আদিস্থানগুলির বর্তমান অবস্থান ঠিক কবিতে পারিয়াছি;
ইচ্ছা ছিল, ঐ সকল স্থান পরিদর্শন কবিতা তৎসাময়িক ধর্মোতিহাস

উদ্ধার কবিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু পুস্তক প্রকাশে অবধা
বিলম্ব ঘটায় এবং বর্তমান সময়ে পুস্তকখানি প্রকাশ করি-
বার জন্য পরম শ্রদ্ধাশীল বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রশুন্দর জিবেদী
মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ তাগিদ আসায়, ইহা এইরূপ অসম্পূর্ণ
অবস্থায়ই প্রকাশ করিতে হইল। ভবিষ্যতে উক্ত স্থানসমূহ
মর্শন ও রামাটপত্তিতের বংশধবগণের সহিত দেখা করিয়া
শ্রদ্ধার্থ ও অজ্ঞাত তত্ত্ব-সমূহ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকায় প্রকাশ
করিবার ইচ্ছা রহিল।

রটন্তী চতুর্দশী
১০১৪। ১৮ বাৎ

} শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু





ত্ৰিবিধায়া নমঃ

শূন্য-পুৰাণ

সৃষ্টি-পত্তন

১



নহি রেক নহি কণ নহি ছিল বস্তু চিন্ ।
ববি সসী নহি ছিল নহি বাতি দিন ॥ ১
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ ।
মেরু মন্ডাব ন ছিল ন ছিল কৈলাস । ২
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল ।
দেহারা দেউল নহি পববত সকল ॥ ৩
দেবতা দেহারা নছিল পূজিবাক দেহ ।
মহাসূন্য মধ্যে পবভূর আর আছে কেহ ॥ ৪
রিসি জে তপসী নহি নহিক বাস্তব ।
পাহাড় পববত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥ ৫
পুন্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল ।
সাগব সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥ ৬
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর ।
বস্তা বিষ্ঠা ন ছিল ন ছিল আঁবর ॥ ৭

বীজ বরত নহি ছিল রিসি জে তপসী ।

তীর্থ ধল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী ॥ ৮

পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার ।

সরগ মরত নহি ছিল সতি ধুকুকার ॥ ৯

দস দিকপাল নহি মেম তারাগন ।

আউ মিত্র নহি ছিল জমের তাড়ন ॥ ১০

চারি বেদ নহি ছিল সান্তর বিচার ।

গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার ॥ ১১

জীব জন্তু নহি ছিল ন ছিল বিম্বুপাত ।

দেব ধল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ ॥ ১২

সূন্ত ভরমন পরভুর সূন্তে করি ভর ।

কাহারে জন্মাব পরভু ভাবে মাআধর ॥ ১৩

মহাসূন্ত মধ্যে পরভুব জনমিল পবন ।

তাহা হইতে জনমিল অনিল দুই জন ॥ ১৪

অনিল হইতে পরভুর হএ গেল দআ ।

ঠাকুরের পারিসদ হইল কত মাআ ॥ ১৫

আসন ছাড়িআ পরভু বৈসেন চুমুক উপরে ।

পরভুর আসন বিম্বু সহিতে না পারে ॥ ১৬

ভাঙ্গিল জলের বিম্বু হইল ভাগ ভাগ ।

সূন্তেত বেড়াঅন পরভু কাউর নহি পান লাগ ॥ ১৭

সুখেত বেড়াঅন পরভু লাগাল না পাইআ ।

তথা হইতে রহিলেন্ত আসন করিআ ॥ ১৮

বিসার উপরে পরভুর উপজিল দায়া ।
 আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাঁয়া ॥ ১৯
 দায়া মাগর পবভু হএ গেল খিত ।
 দেহ হইতে পুনজন্ম জন্মে আচম্বিত ॥ ২০
 জনমিল পুকস তার নহিক হাত পাও ।
 বজ বীজে জনম তার নহিক বাপ মাও ॥ ২১
 জনমিল পুকস তার নহিক দুটাঁ আঁখি ।
 আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি ॥ ২২
 দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন ।
 পরভু সজ্জতি কেহ নহ একজন ॥ ২৩
 শ্রীধর্মচরনারবিন্দে করিয়া পনতি ।
 শ্রীজুত রামাই কঅ সুন বে ভারতী ॥ ২৪

২

দায়া আসনে ধর্ম বসিল আপনে ।
 চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বস্ত জানে ॥ ২৫
 চৌদ্দ জুগ বই পরভু তুলিলেন হাই ।
 উর্দ্ধনিম্নালে জনমিলেন পক্ষ উন্নকাই ॥ ২৬

* "কায়া রূপ দেখিয়া তার দয়া উপজিল ।"

ইতি বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের পুথির অধিক পাঠ ।

জনমিআ উল্লুক পক্ষ উডিআত জাএ ।
 সৃশ্বে বৈসি নিরঞ্জন দেখিবারে পাএ ॥ ২৭
 উল্লুক বলিআ পরভু ডাকে উচ্চ সুরে ।
 কেবা ডাকে আন্ধারে সে ভাবিল অস্তরে ॥ ২৮
 উডিতে উডিতে পক্ষ বলে সৃশ্ব ভবে ।
 পরভুর বচনে পক্ষ উড়ে জাইতে নারে ॥ ২৯
 জাইতে জাইতে পক্ষ বলহীন হইল ।
 পলাইতে নাবে সেই উড়িয়া আইল ॥ ৩০
 পরভুর সাক্ষাতে বসি উল্লুক মূনিবর ।
 ফিবিআ আইলাঞ্ পরভু তুমার গোচর ॥ ৩১
 এতেক বলিআ উল্লুক করে পনিপাত ।
 অষ্ঠাঙ্গে লোটাঅ মুনি বুকে দুই হাত ॥ ৩২
 কুন আজ্ঞা মহাপরভু বলিব সত্ত্বর ।
 কিগের কারনে মোহর ডাকিল মাআধর ॥ ৩৩
 কুখা হইতে আইল পক্ষ কুখা তুম্বার ঘর ।
 কেবা তুম্বার মাতা পিতা কহ না উত্তর ॥ ৩৪
 দুই কর জুডিআ মুনি কহেস্ত সেই কালে ।
 বচন এক বলি পরভু তব পদতলে ॥ ৩৫
 জনমর নহিক খান গুন করতার ।
 রজ বীজে জনম পরভু না হইল আন্ধার ॥ ৩৬

সৃষ্টি ভরে তুমি জখন তুল্যাছিলি হাই ।
 তাহাতে জনমিলাম আমি উল্লুকাই ॥ ৩৭
 তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি নারায়ন । ৭
 তুয়া উর্দ্ধ নিম্নাসঅ জনম হইল এখন ॥ ৩৮
 জীঅ জীঅ উল্লুক বাছা হওবে চিরাই ।
 দয়া হইতে জনমিয়া আমি বড় দুখ পাই ॥ ৩৯
 আইস আইস ওরে বাছা উল্লুক থাক মোর দৃষ্টে ।
 তিলেক বিবাম আমি কবি তব পৃষ্ঠে ॥ ৪০
 ধেআনেত স্থনিল পক্ষ পরভুব বচন ।
 পিঠা পেতে দিল পক্ষ কবিতে আসন ॥ ৪১
 উল্লুকেব পৃষ্ঠে প্রভু বৈসে জোগ-ধেআনে ।
 চৌদ জুগ গেল পরভুব এক বস্তু জানে ॥ ৪২
 খুদায় তুসায় পক্ষব দহেস্ত কলেবব ।
 উল্লুক বলেস্ত পরভুব সহিতে নারি ভব ॥ ৪৩
 খুদায় আহার নহি কণ্ঠাগত পানী ।
 আর কত কাল বইব দেব গুনমনি ॥ ৪৪
 ধেআনেত জানিলাও পবভু উল্লুক বাবতা ।
 আহার দেখন্তি নহি জল পাব কুথা ॥ ৪৫
 উল্লুক বলন্তি স্থন উপাঅ কাবন ।
 মুখর অমৃত দিয়া রাখহ জীবন ॥ ৪৬
 মোহর মুখে নৌও পরভু বদনের নাল ।
 পিঠে করি বহিষ পরভু জীব কতকাল ॥ ৪৭

খেআনেত সুনিলেস্তু পরভু উল্লুক বচন ।
 মুখর অমৃত পরভু দিলেস্তু ততখন ॥ ৪৮
 মুখ পাতি উল্লুক আহার খাএ স্থখে ।
 বদনের লাল দিল উল্লুকের মুখে ॥ ৪৯
 কিছু সংহারিল কিছু সূন্যে হইল থিত্তি ।
 পরভুব বিশ্বকে জল হইল আচম্বিত্তি ॥ ৫০
 নীরেত নিরমল কাআ নাম নিরঞ্জন ।
 মহাতেজে ভইল জল ভাসে দুই জন ॥ ৫১
 দুহত ভাসিল জলে করস্তি টলমল ।
 উল্লুক সহিতে নারে জায় রমাতল ॥ ৫২
 জলের হিল্লোলে দুহে করে লাট পাট ।
 দুহেত পডিলস্তি জলে বাটিল বিসম্বাদ ॥ ৫৩
 উল্লুকের বীর পাক খসিআ পডিল ।
 জনমিল পরমহংস জলেত ভাসিল ॥ ৫৪
 ছুটিল পরমহংস জোজন সত জাঅ ।
 ঠাকুর উল্লুকে দুহ উঠিআ রহাঅ ॥ ৫৫
 পলাইতে নারে হংস বুলে সূন্য ভরে ।
 কেবা ডাকে আঙ্গারে সে ভাবিল অস্তরে ॥ ৫৬
 ফিরিআ আইল হংস পরভু দরসনে ।
 পরমাম করিল হংস ধরিআ চরনে ॥ ৫৭
 কিবা আঙ্গা মহাপরভু বলিবা সঙ্ঘর ।
 কি লাগিআ আঙ্গারে ডাকিলা মাআধর ॥ ৫৮

কুখা থাকে আইলেন হংস কুখা তুষ্কার ঘর ।

কেবা তুষ্কার মাতা পিতা কহনা উত্তর ॥ ৫৯

পরনাম করিআ হংস বলন্তি সেই কালে ।

বার্তা এক বলি পরভু তব পদতলে ॥ ৬০

জনমের নাহিক থল সুন নিরঞ্জন ।

বজ্র বীজে জনম নহি সুন সনাতন ॥ ৬১

ভুক্তি মোহব মাতা পিতা সুন নারায়ন ।

উল্লুকেব বীব পাকে জনমিলাম এখন ॥ ৬২

এত সুনি নিরঞ্জন আনন্দিত মন ।

হংসবে চাহিআ কিছু বলন্তি তখন ॥ ৬৩

জীঅ জীঅ হংস বাছা হওরে চিরাই ।

জলেব হিলোলে আঙ্গি বহু কিলেস পাই ॥ ৬৪

আইস বাছা পরমহংস থাক মোব দিঠে ।

তিলেক বিরাম আঙ্গি কবি তব পিঠে ॥ ৬৫

ধেআনেত জানিল হংস পরভুর বচন ।

পিঠ পেতে দিলা হংস করিবা আসন ॥ ৬৬

হংসেব পিঠে পবভু জলেত বসিল ।

ধেআনেত বসিল পবভু কত জুগ গেল ॥ ৬৭

সহিতে পারেনা হংস পবভুর জে ভার ।

ফেলিআ পলাএ হংস সূন্তের উপর ॥ ৬৮

ধর্ম পদরঞ্জে মধুলুক বারমতি ।

শ্রীজুত রামাই গ্যএ মধুর ভারতী ॥ ৬৯

৩

উড়িয়া পলায় হংস পরভু জলে ভাসে ।
 আচ্ছাদন দিয়া মুনি ফিরে তাব পাশে ॥ ৭০
 প্রলয় হইলাক জল বড় বলবান ।
 পদ্ম হস্ত দিলা জলে স্বরূপ-নারান ॥ ৭১
 পদ্ম হস্ত দিয়া পরভু বোলে থির থির ।
 পদ্ম হস্তে জনমিল জে কূর্ম্মর সবীর ॥ ৭২
 জনম হইয়া কূর্ম্ম পালাইয়া জায ।
 ঠাকুর উল্লুকে তবেত ডাকিয়া ফিরাঅ ॥ ৭৩
 ফিবিয়া আইল কূর্ম্ম পবভুর বচনে ।
 পরনাম কবিয়া কূর্ম্ম ধবিল চরনে ॥ ৭৪
 বুন আজ্ঞা মহাপরভু বলিব সহর ।
 কি কাবনে আক্ষারে ডাকিলেন্ত মাআধব ॥ ৭৫
 কুখা হইতে আইলেক কূর্ম্ম কুখা ভোক্ষাব ঘব ।
 কেবা তুম্মার মাতা পিতা কহতনা উত্তব ॥ ৭৬
 জনমর নহিক খল স্ননগো করতার ।
 বজবীজে জনম পবভু ন হইলাক আক্ষাব ॥ ৭৭
 তুম্মি মাতা তুম্মি পিতা বস্ত নারায়ন ।
 তব পদ্ম হস্তে জনম হইল জে এখন ॥ ৭৮
 তুম্মি জনম দিএ কেন হইলেক বিস্মরন ।
 এতেক স্ননিয়া পরভু আনন্দিত মন ॥ ৭৯

জীঅ জীঅ কুর্ম বাছা হওরে চিরাই ।
 জলের হিলোলে আশ্রি বড় দুখ পাই ॥ ৮০
 আইস বাছা কুর্মরাজ থাক মোহর দিঠে ।
 তিলেক বিছাম আশ্রি করি তুম্মার পিটে ॥ ৮১
 এত স্ননি কুর্মরাজ পিট পেতে দিলা ।
 কুর্মের পিঠে পরভু জলেত বসিলা ॥ ৮২
 কুর্ম উল্লুকে দুহে করিল আচ্ছাদন ।
 মধ্যস্থলে বসিলেন্ত দেব নারায়ন ॥ ৮৩
 মহাসূন্তে পেএ পরভু বসিলা মিয়ানে ।
 কত সত জুগ গেল এক বস্ত-গেজানে ॥ ৮৪
 বড় কাতর কুর্মরাজ সহিতে নারে ভর ।
 কুর্মরাজ পালাইল ভাসে মাআধর ॥ ৮৫
 পুনর্ব্বার ভাসে দুহে জলের উপর ।
 জলের হিলোলে পরভু সহিতে নারে ভর ॥ ৮৬
 উল্লুক বলন্তি গোসাঞি স্ননহ উপাঅ ।
 দেবতা হইআ কতই ভাসিঞা বেডাঅ ॥ ৮৭
 উল্লুক বলন্তি গোসাঞি উপাঅ কারন ।
 জলের উপরে কক ছিষ্টির সাজন ॥ ৮৮
 তুম্মার বচনে এই কহিলু নিবেদন ।
 তবে সে হইব পরভু ছিষ্টির পতন ॥ ৮৯
 আশ্রা হইতে বুদ্ধিমান পুত্র উল্লুকাই ।
 কেমনে করিব ছিষ্টি খল নহি পাই ॥ ৯০

তুম্বার মুখাশ্রুত খাইএ আশ্রি মহাতেজা ।
 ভেক্সপে করিব ছিষ্টি শুন ধর্ম্মরাজা ॥ ৯১
 এক জুষ্টি বোলি আশ্রি তব পদভলে ।
 কনক পৈতে ছিঁড়ে কেলি দেহ জলে ॥ ৯২
 উন্নূকের বাক্য শ্রুনি পরভু নিরঞ্জন ।
 কনক পৈতা খুলিআ লইল ততখন ॥ ৯৩
 ছিঁড়িআ কেলেন্ত জলে কনক পৈতা ।
 জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা ॥ ৯৪
 জনমিআ বাসুকী পুন খাইবারে খাএ ।
 ঠাকুর উন্নূক হুহে পলাইআ জাএ ॥ ৯৫
 কি হইব উপায় মুনি কুখাকারে জাইব ।
 নাগের আহার আশ্রি কুখা গেলে পাইব ॥ ৯৬
 উন্নূক বলেস্ত পরভু শুন মন দিএ ।
 কানৈব কুণ্ডল জলে দেহ ফেলাইএ ॥ ৯৭
 উন্নূকের বাক্য শ্রুনিএ পরভু নারায়ন ।
 কানৈব কুণ্ডল জলে ফেলিলেন্ত তখন ॥ ৯৮
 ফেলাইআ দিল জলে হীরে জনম কড়ি ।
 জনমিল ভেক তার হইল চাইর তরি ॥ ৯৯
 জনমিআ মণ্ডুক জলে লাফালাফি জাএ ।
 অনন্ত বাসুকি তারে খেদাড়িআ খাএ ॥ ১০০
 লাক দেখি পরভু শ্রুখী স্বরূপ নারান ।
 আশ্রা হইতে অধিক পুত্র তুম্বি বুদ্ধিয়ান ॥ ১০১

আহার পাইএ সুখী হইলা বাসুকি কলেবর ।

দণ্ড তুলিয়া ধাএ মাথার উপর ॥ ১০২

শ্রীধর্মচরণে মহাভক্তি নিজোজ্জিত ।

সুনিখা ভারতী রচিল রামাই পণ্ডিত ॥ ১০৩

৪

সুনহে উল্লুক মুনি কজ্জের বিধান ।

দুই জনে করিবু ছিষ্টি ইথে নহিক আন ॥ ১০৪

ছিষ্টির কারন হেতু ত্রিদসব নাথ ।

আপনার গলেত পরডু দিলা পদ্ম হাত ॥ ১০৫

গলার মলা লএ পরডু ভাবেস্ত তখন ।

বাখিব বাসুকি মাথে বোলে নিবঞ্জন ॥ ১০৬

তিলেক পরমান মলা নিল নারাজন ।

ঠাকুর উল্লুক দুহে কহিল বচন ॥ ১০৭

সেই অঙ্গ মলা দিল বাসুকির মাথে ।

ছিষ্টির সাজন পরডু কৈল হেন মতে ॥ ১০৮

বাসুকির মাথে পরডু রাখিল বসুমতী ।

নন্দদীব বসুমতী রাখিল শিখাতি ॥ ১০৯

বাখিল বাসুকি মাথে বোলে নিবঞ্জন ।

তিলেক পরমান মলা নিল নারাজন ॥ ১১০

ঠাকুর উল্লুক দুহে হইলেন্ত দ্বিতি ।

বসুমতী বোলে নাথ হইল শিখাতি ॥ ১১১

বাহুর মাথে বসু বাড়িতে লাগিল ।
 ঠাকুর উল্লুকে দেখি আনন্দিত হইল ॥ ১১২
 নিরঞ্জন বোলেস্ত বসু স্থান গো বচন ।
 মোহর এক বাক্য তুমি কর গো পালন ॥ ১১৩
 জনম হইলা বসুমতী হও গো চিরাই ।
 আশ্রি আক জনমাইব তাক দিও ঠাই ॥ ১১৪
 এত স্থনি বসুমতীব হরসিত মন ।
 জল ছাড়িএ পাড়েত উঠিল দুই জন ॥ ১১৫
 উল্লুক আসন কৈলেন পবভু নাবানন ।
 তিন কোন পৃথিবীর জল করিলা ধাপন ॥ ১১৬
 উল্লুকের মাথএ পরভু আসীস করিআ ।
 নঅদীব পৃথিবীর ভাল নাম ধুইআ ॥ ১১৭
 শ্রীধর্ম বোলেন মুনি স্থনহ বচন ।
 পৃথিবী দেখিআ আইস করিঞা গমন ॥ ১১৮
 উল্লুকের বাক্য ধরি চলিল নাবানন ।
 পৃথিবী দেখিতে দোহে চলে নিরঞ্জন ॥ ১১৯
 ভরমিতে ভরমিতে ছুহে চলে ঠাঞি ঠাঞি ।
 বেগেত বাড়িআ চলে দেবী বসুমাই ॥ ১২০
 পৃথিবী ভরমিআ ছুহে পরিসরম হইঞা ।
 অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু কেলিল মুছিঞা ॥ ১২১
 তাহে আত্মশক্তির জনম হইল আচখিতে ।
 ঘামেত জনমিল শক্তি চলিল তুরিতে ॥ ১২২

উল্লুক বোলেস্ত আক সুনহ নারায়ন ।
 দুই জনে ভরমন করি কিসেব কারন ॥ ১২৩
 জগজনে জনম দেহ সুন কর-তার ।
 জগৎকর্তা বোলে নাম রহক তুম্মার ॥ ১২৪
 ছিস্টি কর ছিস্টি কর্তা বোলিগো তুমাকে ।
 ভেবে দেখন কার জনম দিয়া আইলা কাকে ॥ ১২৫
 আপ্ত বিস্মৃত মাত্মাধর মাত্মাতে মোহিত ।
 পাছু গোড়াইয়া সক্তি চলিল তুরিত ॥ ১২৬
 কেবা জনম দিল মোকে কেবা মাতা পিতা ।
 কাহারে সুধাব আমি আর জাব কুথা ॥ ১২৭
 বেগেত চলিল সক্তি পাছু নাহি চাএ ।
 আগে জান দুই জন দেখিবারে পাএ ॥ ১২৮
 উল্লুক বোলেন সুন পরভু কর-তাব ।
 সরগ মরত পাতাল পরভু তব অধিকার ॥ ১২৯
 ভবমিতে ভরমিতে পরভুর পড়ে গেল ঘাম ।
 তাহাত জনমিল আত্মা দুর্গা জার নাম ॥ ১৩০
 জনম হইআ ঠাকুরানী পাছুতে গোড়াএ ।
 পথ বাহুড়িয়া মুনি দেখিবারে পাএ ॥ ১৩১
 উল্লুক কহেন্তি বাক্য সুন নারায়ন ।
 আত্মার অগোচরে জনম দিলা কুন জন ॥ ১৩২
 ঠাকুর বোলেন সুন গঙ্গ উল্লুকাই ।
 যদি জনম দিলাম আমি তুম্মি ছাড়া নহি ॥ ১৩৩

দুই জনা পৃথিবীতে করিতে নিরীখন ।
 পাছুতে গোড়াঅ দেখে আইল কুন জন ॥১৩৪
 ঠাকুর বোলেন ভজ লহ জিজ্ঞাসিএ ।
 কেবা জনম দিয়া আইল কুখাঅ থাকিএ ॥ ১৩৫
 মুখ চাইএ সেখানেে রহিল দুইজন ।
 ঠাকুরানী গিএ তথা দিলা দরশন ॥১৩৬
 কুখা থাকি আইলেক তুমি কুখা তুম্মার ঘর ।
 কেবা তুম্মার পিতা মাতা কহনা উত্তর ॥ ১৩৭
 পরডু তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি নারায়ন ।
 তব অর্ধ অঙ্গ হইতে জনম লইলাম এখন ॥১৩৮
 এত বাক্য শ্রুনি তথা হাসিল নিরঞ্জন ।
 কিসারি বলিয়া তাক করিল সম্ভাসন ॥ ১৩৯
 দুই জনা জুক্তি করি বোলে দুইজন ।
 আশ্বাসক্তি বোলে নাম রাখিল ভতখন ॥১৪০
 ঠাকুর উল্কে দুহে বাজিল জে কথা ।
 উল্কে তুম্মার খুড়া আশি তুম্মার পিতা ॥১৪১
 উল্কে বোলেস্ত জুক্তি শুন নারায়ন ।
 আদ্যা রাখিঞা কুখা থাকিব এখন ॥১৪২
 তপিস্‌সাম বধিব আদ্যাম তুলিয়া দিএ ঘর ।
 চিস্‌টির সিরজন কৈল চিস্‌টি জল কর ॥১৪৩
 আশ্বাসক্তি বোলে বাপা শুন মন দিয়া । +
 আশ্বারে তপিস্‌সাএ পাছু থাক বিসৌরিয়া ॥১৪৪

এত সুনি ~~কিছু~~ কহেস্ত কিছু পরভু ।
 ভুজ্জা ছাড়া এক ভিল না রহিব কভু ॥১৪৫
 পিতাক খুড়াক আছা কৈল সন্তাসন ।
 বল্লুকা সিরজনে দুহে করিল গমন ॥১৪৬
 ভিল মাত্র পৃথিবীক সিরজন করিয়া ।
 বল্লুকা স্রজন কৈল গণ্ডীরেখা দিয়া ॥১৪৭
 সিরজিল বল্লুকা নদী বল্লুকার জল ।
 উল্লুক বলিয়া দিলা সে তপস্তার ধল ॥১৪৮
 তপিস্কার ধলে পরভু বলিল দ্বিআনে ।
 চৌদ্দ জুগ গেল পরভু এক বস্ত-গেআনে ॥১৪৯
 ঠাকুর রহিলাঞ তথা দহে কলেবরে ।
 আদ্যাসক্তি বার্তা পাইল আপনার ঘরে ॥ ১৫০
 একে আদ্যাসক্তি তাহে প্রথম জীবন ।
 আম্যার জীবন দেখিএ মোহিত ভুবন ॥১৫১
 সহিতে ন পাবে গোবী জীবনের ভার ।
 এত দিনে গিতা খুড়া আইল না ঘর ॥১৫২
 আদ্যাসক্তি বোলে মোর কুখা হব নিত ।
 কামদেব ঠাকুর বলি জনমিল তুরিত ॥১৫৩
 জনম হঞা কামদেব জোড় কৈল হাথ ।
 ঠাকুরানী বোলে জাহ জেথা জগন্নাথ ॥১৫৪
 কামদেব মনোহর দেবীর আজ্ঞা পাইএ ।
 তরাতুরি বল্লুকায় উত্তরিল গিএ ॥১৫৫

জেখানে তপস্যাএ দেব করেস্ত মাআধর ।
 পবভুর নিঅড়ে গিআ দিলাক তার সর ॥১৫৬
 আচ্ছাদিলা কামদেব ঠাকুবর গাএ ।
 ফুটিল কামর বিন্দু লাকালাকি জাএ ॥১৫৭
 তপিস্সা ভগন পরভু হইল মাআধর ।
 উল্লুক বলিআ ডাক জে দিলেস্ত সহর ॥১৫৮
 ঠাকুর বোলন্তি মুনি বাক্যে দেহ মন ।
 আমার তপিস্সা ভগন কৈল কুন জন ॥১৫৯
 উল্লুক বোলন্তি পবভু সুনহ বারতা ।
 আদ্যাঙ্কে জনম দিএ রেখে আইলে কুথা ॥১৬০
 তুস্কারে ন দেখিএ আদ্যা কামে জনমাইল ।
 তপিস্সার ভঙ্গ হেতু কামেক পঠাইল ॥১৬১
 তুষ্টি নহি জান পবভু কামের বিধান ।
 মৃত্তিকাব ভাণ্ড মুনি কবিল নিরমান ॥ ৬২
 কামদেব মনোহরে জতন করিএ ।
 মৃত্তিকাব ভাণ্ডে মুনি বাখিল লুকাইএ ॥১৬৩
 মৃত্তিকাব ভাণ্ড মুনি ভরপুব করিল ।
 বল্লুকায কালকূট বিষ উপজিল ॥১৬৪
 উল্লুক বোলেস্ত পরভু সুনহ উত্তর ।
 তপিস্সা ছাড়িআ বাপা চল জাইব ঘর ॥১৬৫
 কেমন কপেত আদ্যা আছে নিজপুরে ।
 পাত্র কবে বিভা দিব চল জাইব ঘরে ॥১৬৬

ঠাকুর বোলেন্ত বাবা শুন উন্নু কাই ।
 তপিস্‌সা ছাড়িআ তবে চল ঘরে জাই ॥১৬৭
 তপিস্‌সা ছাড়িআ পরভু বাটাইলা পা ।
 আছার মন্দির গিয়া তুলিলেক পা ॥১৬৮
 পিতাক খুডাক আদ্যাঁ করিলেন্ত নমস্কার ।
 আছার জৌবন দেখিএ জাবিলা বিচার ॥১৬৯
 পহড়া দেখিলুঁ কহা শুন নারায়নে ।
 বল্লুকাঅ বরকিত করহ এখনে ॥১৭০
 উন্নু কর বাক্য শ্রুনি বোলে মাআধর ।
 আত্মা হৈতে বুদ্ধিমান্ তুজ্জি মুনিবর ॥১৭১
 নিরঞ্জন বোলন্ত ঝিআরি তুজ্জি থাক ঘবে ।
 বল্লুকাতে জাই তুস্কার পাত্র আনিবারে ॥১৭২
 এত বোলি দুই জনে কবিলা গমন ।
 ডাক দিআ বোলে আছা মধুর বচন ॥১৭৩
 কি দিএ রাখিআ গেলে বোলেন্ত পার্বতী ।
 বিল মধু রাখিলাম বোলে জুগপতি ॥১৭৪
 ঠাকুর বোলেন মুনি কি বুদ্ধি করিব ।
 নব জৌবনী আদ্যার কুখা বর মিলব ॥১৭৫
 এত বোলি তপিস্‌স্যাএ গেলেন্ত ভগবান্ ।
 এথা নিত্য চিন্তা দেবী কইরে অনুমান ॥১৭৬
 জৌবন হইল তার ভাবেন্ত অন্তরে ।
 কি দোখএ রহিব আঙ্গি এছি বাপ ঘরে ॥১৭৭

বিস রেখে গেলেন্তু আপুনি জুগপতি ।
 বিস খাইএ তেজাগিব তমু ভাবেন পার্বতী ॥১৭৮
 বিস মধু খেঅনাক বোলেন নারায়ন ।
 বিস মধু খাইলে তুম্বি তেজিব জীবন ॥১৭৯
 উল্লুক বোলেন্তু পরতু কবির্নু নিবেদন ।
 এহি গবভে জনমিবেন তিন পুকস রতন ॥১৮০
 গাইল রামাই পণ্ডিত সুন সর্বজন ।
 ছিস্টির কাবন হেতু বোলি নারায়ন ॥১৮১

৫

গর্ভ হইতে বাহিব হইলে সব ভাল হয় ।⁺
 ছিস্টিব ভাব দেহ তিন সুন মহাসঅ ॥১৮২
 উল্লুকেব বাকা সুন বোলেন নারায়ন ।
 বাহিব হইআ কন ছিস্টির পালন ॥১৮৩
 গর্ভে থাকি তিন দেব ভাবিতে লাগিল ।
 বস্ত্রতেল ভেদ করিএ বস্ত্রা বাহিবিল ॥১৮৪
 তাহা দেখিএ বিষ্ণু ভাবে মনে মন ।
 বিষ্ণু বাহিব হইলেন্তু নাতি কবিএ ছেদন ॥১৮৫
 সদাসিব বোলে আশ্বি কি বুজি কবিব ।
 জোনিছেদ কবিএ আশ্বি বাহির হইব ॥১৮৬
 বজ্রনখ দিয়া সিব জোনিছেদ কৈল ।
 জোনিহুআব দিয়া সিব বাহির হইল ॥১৮৭

ভূমিস্টি হইয়া তিনি তপিস্গ্যাঅ গেল ।
 সব রূপ হৈএ পরভু ছলিতে চলিল ॥১৮৮
 দুই চক্ষু অন্ধ বস্তা জোগে বোসে আছে ।
 ভাইসিতে ভাইসিতে পরভু গেলা তার কাছে ॥১৮৯
 দুর্গন্ধ পাইয়া বস্তা ভাইগিতে লাগিল ।
 তিন অঞ্জলী জল দিয়া ভাসাইয়া দিল ॥১৯০
 তথা হইতে মহাপরভু ভাইগিতে ভাইসিতে ।
 সবব রূপ হএ গেল বিফুর আগুতে ॥১৯১
 দুর্গন্ধ পাইএ তবে বিফুর মহাবলী ।
 ভাসাইয়া দিয়া দিলা তাবে দিয়া তিন অঞ্জলী ॥১৯২
 ভানিয়া ভাসিয়া পরভু করিয়া গমন ।
 সিবের নিকটে গিয়া ভাসে নাবান্নন ॥১৯৩
 দুর্গন্ধ পাইয়া সিব ভাবে মনে মন ।
 কুণা কার জন্ম নহি মরিল কুন জন ॥১৯৪
 ধোয়ানেত জানিল এহি পরভু নাবান্নন ।
 বুঝিতে তিনজনাব মন আসিলা সনাতন ॥১৯৫
 দুহাতে ধবিয়া মড়া তুলিয়া দাইল ।
 দুর্গন্ধিত সব লএ সিব নাচিতে লাগিল ॥১৯৬
 পচা গন্ধ মড়া হএ আইলা নাবান্নন ।
 চিনিতে নাবিল আন্ধার ভাই দুই জন ॥১৯৭
 শ্রীধর্ম বোলেন ভুজি আন্ধারে চিনিলে ।
 দুই চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে ॥১৯৮

চক্ষু দান পাইএ সিব আনন্দিত মন ।
 চরনে ধরিআ সিব করস্তি স্তবন ॥১৯৯
 আর এক নিবেদন করি নারায়নে ।
 চক্ষু দান দেহু তুষ্টি ভাই ছুহি জনে ॥২০০
 এত স্থনি পরাৎপর বোলে ত্রিলোচনে ।
 তব মুখামৃত চক্ষু পাইব ছুহি জনে ॥২০১
 মুখর অমৃত দিআ ছুহার চক্ষু দিল ।
 অমৃত পাইএ ছুহার দিব্য চক্ষু হইল ॥২০২
 ত্রিলোচন বোলেন স্থন আশ্চার বচন ।
 সব রূপী হএ ভেসে আসিল নারায়ন ॥২০৩
 এত স্থনি বস্তা বিষ্টু বিস্ময় মানিল ।
 পরাৎপর বোলে মুরা চিনিতে নারিল ॥২০৪
 তপিস্ফা করিব তিনে হরিস অন্তরে ।
 তিন ভাইএ চলিলস্তি আশ্চার কুটীরে ॥২০৫
 উন্নক আশ্চাসক্তি তথা বসিল নিরঞ্জন ।
 পরনাম করিল সিব ধরি শ্রদ্ধুর চরনে ॥২০৬
 শ্রীধর্ম্য কহস্তি তবে ভাই তিন জনে ।
 ভূমিস্টি হইআ গেলা তপিস্ফার কারনে ॥২০৭
 তিন ঠাই তপিস্ফা করিল তিন ভাই ।
 কি দরব পাইলা তথা কহ মোর ঠাই ॥২০৮
 বস্তা বিষ্টু বোলে গোঁসাই চিনিতে নারিলাম ।
 আচম্বিতে পচা গন্ধ নাসাতে পসিলাম ॥২০৯

- ত্রিলোচন বোলে পরভু শুন তগবান্ ।
 তুষ্কারে চিনিআ নাম হইল ত্রিনয়ান ॥২১০
 এত শূনি নিরঞ্জন হৈল আনন্দিত মন ।
 বস্তারে বোলিল কর ছিস্টি'র পত্তন ॥২১১
 বস্তা ছিস্টি করিব জে বিষ্ঠু করিব পালন ।
 ত্রিলোচনে দিল তার সংহারর কারন ॥২১২
 আত্মাসক্তি পানে চাইএ কহে মাআধব ।
 + শূশু শূশু আত্মাসক্তি আত্মার উত্তর ॥২১৩
 নরলোকর জনম হেতু তুষ্টি দেহ মন ।
 তুষ্কা হইতে হঅ জেন ছিস্টি'র পত্তন ॥২১৪
 আত্মাসক্তি বোলে পবভু শুন মাআধর ।
 কেমনে করিব ছিস্টি সংসার ভিতর ॥২১৫
 অজোনিসম্বা ভোগ নাহিক আত্মার ।
 কেমন উপায় করি কহ করতার ॥২১৬
 মহাপরভু বোলে শূশু আত্মার বচন ।
 জে কপে করিব তুষ্টি ছিস্টি'র সৃজন ॥২১৭
 জোনিকপা হএ তুষ্টি সর্ব জীবে ববে ।
 মানুষ আদি জীব জন্তু গর্ভেত জনমিবে ॥২১৮
 যুস্তিকার ভাণ্ডে বিস মধু জে রাখিএ ।
 বিস মধু খাইএ ন গেল গো মরিএ ॥২১৯
 বিস মধু খাইলে তুষ্টি মরিবার তরে ।
 বস্তা বিষ্ঠু মহেস্বর জনমিল উদরে ॥২২০

এহি রূপে কর ছিস্টি কহি জে তুমারে । ২২১
 মহেস করিব বিভা জন্ম জন্মান্তরে ॥২২১
 চাবিজনে ছিস্টির ভার দিল জুগপতি ।
 পুরুষ প্রকৃতি বোলিঅ হইব খিআতি ॥২২২
 ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ বোলি.বোলিবাক সর্বজন ।
 ছিস্টিকর্তা হএ বস্তা করিব সিরজন ॥২২৩
 চারি জনাঅ ছিস্টির ভার দিলা পরাংপর ।
 উল্লুক আগনে রহ সূক্তর উপর ॥২২৪
 গাইল পণ্ডিত রামাই ছিস্টির ভারতী ।
 হুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে তার পরলোকে গতি ॥২২৫

সৃষ্টিপত্তন সমাপ্ত ॥



শ্রীশ্রীধର୍মাୟ নমঃ

অথ জলপাবন

১

শুন্য কলসি নিল নেতর বসন ।
জল আনিতে বহু আ আপনি করিলা গমন ॥১
তুরিতে গমন হইল বিজয়া গমন ।
বল্লুকার তটে গিয়া দিলা দরসন ॥২
আগম নিগম জল তুলিল ছাঁকিয়া ।
জল লইএ আইল তবে আপুনি বিজয়া ॥৩
আইস বইস সতের আপুনি মোব পাশে ।
আগম নিগম কথা কহিব বিসেসে ॥৪
কেমন বরন আপুনি কেমন তুমার নাম ।
কেমন আসনেত তুমি করহ বিহরাম ॥৫
কেমন বরন আপুনি কেমন পরিছ ধৌতি ।
কেমন জল ঘট গো তুমার কেমন ফুলর পাতি ॥৬
মনস্কল পাবন পাবন কৈল ধৌতি ।
আমর মর্দনা ঘট মন ফুলর পাতি ॥৭
জল পাবন হইল পরভুর বরত হইল সার ।
পরভুর গায়ে কেহে জর জর ব্যাঘ ॥৮

পূবর ভানু আইলা পচ্চিমর চাঁন ।
 উত্তরর গরুড় আইল দক্ষিনর হনুমান ॥৯
 গজার গদাধর আইলা পৈরাগের মাধব ।
 সরস্বতী গঙ্গা আইলা মানস সরোবর ॥১০
 গোমতী লইয়া আইল আনস সরোবর ।
 সাগরসঙ্গম তথাএ আইল সত্ত্বব ॥১১
 একে একে দেবগন হরসিত মন ।
 ধর্ম্মব গাজনে সঙে করিলা গমন ॥১২
 ঢোলসমুদ্র আইলাক নির্ণয় না জানি ।
 তরাতুরি আইলা তীর্থ বরানসীর পানি ॥১৩
 গোমতী লইয়া আইলাক সাগরসঙ্গমে ।
 একত্তর হইলা সঙে নিরঞ্জনর ধামে ॥১৪
 শূন্যব কেতকী আনেন করস্তি আসিহ্মা ।
 চাবিদিকে নিবঞ্জন সারিহ্মা ধর্ম্ম কিহ্মা ॥ ১৫
 তীর্থচুডামনি গঙ্গা করস্তি প্রস্তুতি ।
 মাইঝখানে স্নান করস্তি জুগর জুগপতি ॥ ১৬
 সেতাই পণ্ডিত আইল চারিসঅ গতি ।
 চন্দ্র কটাল আইল বসুআ ঘটদাসী ॥ ১৭
 পঞ্চ তীর্থের জলে পরভুকে স্নান করাইল ।
 বসুআ আপুনি পরভুর অঙ্গ মার্জ্জনা কৈল ॥ ১৮
 স্নান করি বসাইল রত্নসিংহাসনে ।
 অখণ্ড তুলসী দিল ধর্ম্মর চরনে ॥ ১৯

নীলাই পণ্ডিত আইল আটসজ গতি ।
 হনুমন্ত কোটাল আইল চরিত্রা ঘটদাসী ॥ ২০
 নারিকেল জলে পরভুক সিনান করাইল ।
 চরিত্রা আমনি পরভুর অজমার্কজনা কৈল ॥ ২১
 সিনান করি বসাইল রূপার সিংহাসনে ।
 অখণ্ড তুলসী দিল ধনুর চরনে ॥ ২২
 কংসাই পণ্ডিত আইল বারসজ গতি ।
 সুরজ কোটাল আইল গজা ঘটদাসী ॥ ২৩
 ত্রিপিণীর জল পরভুক সিনান করাইল ।
 গজা আমনি পরভুর অজমার্কজনা কৈল ॥ ২৪
 বসাইল নিরঞ্জে ভাস্কর সিংহাসনে ।
 অখণ্ড তুলসী দিল ধনুর চরনে ॥ ২৫
 রামাই পণ্ডিত আইল সোলসজ গতি ।
 গজড কোটাল আইল দুর্গা ঘটদাসী ॥ ২৬
 কপিলার খীরত পরভুক সিনান করাইল ।
 দুর্গা আমনি পরভুর অজমার্কজনা কৈল ॥ ২৭
 বসাইল নিরঞ্জে সেইত সিংহাসনে ।
 অখণ্ড তুলসী দিল ধনুর চরনে ॥ ২৮
 চারি দুআরে পরভুর চারি মহারথী ।
 মাঝখানে সিনান করেন জুগর জুগপতি ॥ ২৯
 সিনান-পাবন কথা পণ্ডিত রামাই গাএ ।
 হাসিতে খেলিতে ধনু অবরাবতী পাএ ॥ ৩০

অথ টীকা-পাবন

ঘুরি ঘুরি' চন্দন লহ সারিআ লইব টীকা ।
 এক মনে পূজা কর' শ্রীধন্যপাদুকা ॥ ১
 তিন খুরি বিসকর্মা নিশ্চাইল জে পীড়ি ।
 সোলস আমিনী মেলি এহি চন্দন খুরি ॥ ২
 মলআর পর্বতে জেথা আছএ চন্দন ।
 বাধুর বেগে আনিআ দিল পবননন্দন' ॥ ৩
 তিন খুবেত চাবি জুগে পীড়িব বন্ধন ।
 সবগে'বিসাই পীড়ির কবিল নিরমান ॥ ৪
 চন্দনর কাইঠ জদি আনিল আপনি হমুমান্ ।
 চন্দন ঘসিব ধন্য দেবতার বিজ্ঞমান ॥ ৫
 খালি খুরি ডাবরে পুরিআ লহি চন্দন ।
 সেইত চন্দনেত পূজিব জে নিবন্ধন ॥ ৬
 চন্দনর গন্ধেত জতেক দূর জাঅ ।
 চন্দনব গন্ধেত মোহিত দেবরাঅ ॥ ৭
 গজাব মিত্তিকা আন সাগরর পানি ।
 চন্দন' খুরিতে দেহ জঅ জঅ ধনি ॥ ৮

(১) 'ঘসিব'—পাঠান্তর ।

(২) 'হুরিসে আমনে পূজিব'—পাঠান্তর ।

(৩) "ধন্য সে মলআগিরি উপজে চন্দন ।

সেইত চন্দনে জে পূজিব সারায়ন ॥" বে० গ० পু०

আইদ গাঁঠি উরধ গাঁঠি বস্তগাঁঠি মূলে ।
 আইট খানে লইবু ফোটা ধর্মপূজার কালে* ॥ ৯
 ঘুরি ঘুরি চন্দন পূরন্ত কৈল খুরি ।
 ধূপ দীপে গন্ধ পুষ্পে পূজন অধিকারী* ॥ ১০
 সোল সান্তি লব লাভ বাহান্তরি কোঠা ।
 সনিবারে নিঅ এহি নিঅমব* ফোঁটা ॥ ১১
 নিঅমর ফোঁটা লব মন হএ সৃষ্টি ।
 পরিধান স্কুলবস্ত্র ইন্দু মন রুচি ॥ ১২
 লোহ মোহ কাম কোধ দূরত তেআগিআ ।
 কবহ ধর্মর পূজা একান্তিক হইআ ॥ ১৩
 চন্দন ঘুরিতে জেবা করেস্তি সন্মর ধনি ।
 মহাভক্তি* দিবেন ধর্ম তারিবেন আপুনি ॥ ১৪
 গঙ্গার মিত্তিকা লইল পঞ্চতীর্থর জল ।
 টীকাপাবন করেন দুর্গা হইআ নিরমল ॥ ১৫
 উত্তর দক্ষিণ পূব জে পচ্চিম পুরব ভাল জানি ।
 রামাই পণ্ডিত টীকা সারিল আপুনি ॥ ১৬

- ১) *আদ্যাগ্রহি ব্রহ্মগ্রহি শিবগ্রহি মূলে ।
 বজ্রিশ সংখ্য কুকুরে ধর্ম ভবনধীর কূলে ॥" বে. গ. পু.
- ২) *ঘুরির চন্দন জে সারিআ টীকা ঘুরি ।
 ভেজিস কোটা বেবর্তী অগোর চন্দনে ঘুরি ॥" ইত্যাদিক পাঠ বে. গ. পু.
- ৩) 'নিমের'—বে. গ. পু.
- ৪) 'বিভূতক্তি'—পাঠান্তর । বে. গ. পু.

এমন্ত ধর্মর বরত ন করিব হেলা ।
 সংসার তরিকাত যদি বাইক হেন ভেলা ॥১৭
 এমন্ত ধর্মর বরত অবহেলে জেহি জন ।
 চৌরাসি কুণ্ডেত জম তা পেলে ততখন ॥১৮
 গাইল পণ্ডিত রামাই ধর্মপদসার ।
 চন্দন ঘুরিতে দেহ জঅ জঅকার ॥১৯
 চীকাপাবন আপাবন পাবন কৈল সার ।
 চীকা পাবনে দেহ জঅ জঅকার ॥২০

অথ পুষ্পতোলন

পুষ্প তুল বড়ু হরসিত মন ।
 পুষ্পর স্নগন্ধেত' মোহিত দেবগণ ॥ ১
 জেহি কুলে মানাইব অনাদি দেবনাথ ।
 স্বর্গর পুষ্প তুল বড়ু তুল পারিজাত ॥ ২
 স্ননার জে সাজি হাথে স্ননার আকুড়ি ।
 পুষ্প তুলিবাক পচ্চিম গেলা মালুকার বাড়ি ॥ ৩
 পরসূর মালঞ্চএ জাগন্তি নন্দি মহাকাল ।
 পরনাম করিঞা বুলে ফুল লহত সকাল ॥ ৪
 সাজি লএ ফুল পাড়ে জাএসি মালঞ্চে ।
 সন্তেক ভার পদ্ম কুল নিরীখন করি তুলে ॥ ৫

প্রথমে কোড়র পুষ্পে দিল হাত ।
 বাছিয়া তুলিল অখণ্ড তুলসীব পাত ॥ ৬
 প্রথমেত কোড়র বক নাপালি সিঁথলি ।
 কালা কাসন্দর ইন্দীবর ফুল লইল তুলি ॥ ৭
 অমোক কিংসুক জাতি ছুঁবটী কুকবক ।
 কববী লবঙ্গলতা কদম্ব কনক ॥ ৮
 সহিতব পুষ্প গাছে নাহি একপাত ।
 অমরাত নিবঞ্জন পাতিয়া আছেন হাত ॥ ৯
 হাত পাতিয়া নিবঞ্জন সজিলেন ছিটি ।
 পান্থকা স্থাপিত কবিল কুম্বব শিটি ॥ ১০
 ফুল না ভাজিয়া আগে কবে না ভাজিও ডাল ।
 ডাল ভাজিলে ফুল না হইব আব ॥ ১১
 কপাব আকুড়সি হাথে রূপার পুষ্পসাজি ।
 ফুল জে তুলিলাক সঙ্কব মালঞ্চ বাড়ী ॥ ১২
 সাজি লএ পুষ্প বড়ু প্রবেসিয়া বনে ।
 সতেক ভার কঙল নিরীখন করিয়া তুলে ॥ ১৩
 কাননে কুসুম তুলিলা বঙ্গন-আর ঝাটি ।
 চামলী গন্ধলি তুলিলা শ্রীকল ছুঁইবটী ॥ ১৪
 চন্দন বানাস তুলি বেলাল সিকড ।
 তোআল পিআল সাইল ছুঁহি আকড ॥ ১৫
 জাই জুই তুলেস্ত পূজিবাক নিরঞ্জন ।
 নানা পুষ্প তুলে বড়ু কবিঞা লিখন ॥ ১৬

জাই জুই মারুআ তুলিআ লইব করে ।
 ভক্তি করি দিব ধর্ম্মপাত্রকা উপরে ॥ ১৭
 ভামার আকুড়সি হাতে ভামার পুষ্প সাজি ।
 পুষ্প তুলিবাক গেলা উন্নয়ার^১ মালঞ্চ বাড়ি ॥ ১৮
 সাজি লএ ফুল পাড়ে জাঅসি মালঞ্চে ।
 সতেক ভার শ্রীফল নিরীধন করি তুলে ॥ ১৯
 সরতর কিআ তুলে বসন্তর মালী ।
 নানা বস্তু ফুল তুলে হইএ কুতূহলী ॥ ২০
 কুম্ভ কুড়চি ফুল তুলিল ছুলাল টগর ।
 সেঅতি মালতী জাতি চম্পা নাগেশ্বর ॥ ২১
 বেল্যা গৌণ্ডচি ভোচা আকড়া নিঅলি ।
 জাহাত হইব তুফু^২ সে রূপর মুকলী ॥ ২২
 অথগু ধুতুরা ঝিটি মারুআ কাচলি ।
 (মধু নাঞি সেহি ফুলে নাহি বইসে অলি) ॥ ২৩
 জবা সে তুলসী তুলি ধর্ম্মর শ্রীরিতি ।
 উড়ুক করঞ্চ বেলা তুলিল মালতী ॥ ২৪
 কিআলা কেতকী মতি পলাস কাঞ্চন ।
 আম জাম তুলিলেস্ত পুন্নিবাক নিরঞ্জন ॥ ২৫
 আকুড়সি তেজিআ ডালে দিলন একটান ।
 নানা বস্তু ফুল নিলত বিত্তমান ॥ ২৬

বাঁসর আকুড়সি হাথে বাঁসর ফুল সাজি ।
 ফুল জে তুলিবাক গেলা ধম্মর মালঞ্চ বাড়ী ॥২৭
 সাজি লইএ বড় ফুল পাড়েস্ত জাঅসি মালঞ্চে ।
 সতেক ভার করবীর নিরীখন করি তুলে ॥২৮
 জটা ফুল তুলে কুন্ডর ধুইলা একভিত্তা ।
 মরতর ফুল তুলে বড় তরু মাধবীলতা ॥২৯
 ফুল তুলিবাক ফুল হইলা বিস্তর ।
 কুলদেবতা পূজিব হর দেহনা উত্তর ॥৩০
 অর্ঘ্যপূজা মানসে লেক দিআ ইন্দ্রর জল ।
 গলার বাম্বুকি হেমহার দেখে ভারি ডব ॥৩১
 আমলা কুশুম তুলিব জেই বকুলর মাল ।
 ফুল তুলিবাক কুন্ডর চলিলা সকাল* ॥৩২
 সালুক স্তম্ভির ফুলে সারিআ লইব হার ।
 জাহাত হইব তুষ্ট অনাস্ত করতার† ॥৩৩
 ফুল তুলিয়া ফুল কৈলা সমতুল ।
 জলর তুলিল রক্ত কঙ্কলর ফুল ॥৩৪
 পুষ্প তুলিআ বীর করিল্যা গমন ।
 ধর্ম্মর সাক্ষাতে গিআ দিল দরসন ॥৩৫
 পরভুর সাক্ষাতে ফুল বাড়াইআ দিল ।
 আপুনি সকল ফুল নিরীখন কৈল্য ॥৩৬

(৩) "বহন বৃদ্ধা তুলে বাঁসর পারাণ্য ।" ইতি বে. গ. পু. ।

(৪) "দেবরাজ"—বে. গ. পু. ।

বহু আচারিত্রা দুর্গা ফুল নিরীখন ।
 গজাজল দিয়া ফুল কৈল্য প্রাকালন ॥৩৭
 ফুল গাঁথিয়া হার করিল সঙ্কর ।
 কোন দেব পূজিব আগে কহ প্রতিলব ॥৩৮
 আগ গণেশর পূজা দিয়া ফুল জল ।
 তবে সে পূজিব পরভু ভকত বৎসল ॥৩৯
 পুষ্পপাবন আপাবন পাবন কৈল্য সাব ।
 ভকিত্য আমিনি দেহ জজ জঅকার ॥৪০
 পুষ্পপাবন গীত পণ্ডিত রামে গান ।
 ভকত নাএকে ধর্ম চিন্তি জে কল্যান ॥৪১
 নিঅমে ঘুবি ঘুরি এহি ফুলপাবন ।
 ডাক দেন দানপতি পূজিব ধরম ॥৪২
 বাটান কবিআ নিল কর্পূব তাম্বুল ।
 নানা শব্দে বাজনা বাজএ মধুর ॥৪৩
 কাব আইল খুড়া জেটা কাব আইল পো ।
 স্বকপনাবান ভিন্ন আন নাহিক মো ॥৪৪

রাজা হরিচন্দ্রের ধর্মপূজা

অথ ধারমোচন

হরিচন্দ্র রাজা ' করে ধর্মপূজা

ভরএ নবাহতি ঘর ।

নোতন মণ্ডপে ধর্মের সমীপে

রানী মাগে পুত্রধর ॥১

পশ্চিম দুআরে চন্দ্রের গোচরে

রাজা করে নিবেদন ।

সঙ্গে চারিসজ গতি • ভেটি জুগপতি

কপাট কর নিবারণ ।২

শুনিয়া রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি

দুআর মুক্ত করিল মদনা ।

চন্দ্রনর ছড়া কাঁচী করি নানা পরিপাচী

চন্দ্র পদে করিল বন্দনা ॥৩

সঙ্গে আটসজ গতি মদনা জুবতী

দখিন দুআরে উপনীত ।

পুন বীর হুমুমান ঘুচাল কপাট খান

দুআর মুক্ত করিব ত্বরিত ॥৪

শুনিয়া রাজার বানী ঘুচাল কপাট খানি

দুআর মুক্ত করিল চন্দ্রনে ।

মদনা জুবতী ভেটিতে জুগপতি

চলিলেন গতিগনে ॥৫ •

সঙ্গে বারসজ গতি ভেটিতে জুগপতি

উদয় দুআরে উপনীত ।

শুন সুরজ গুনমনি ঘুচাল কপাট খানি

দুআর মুক্ত করিব ত্বরিত ॥৬

শুনিয়া রাজার বানী যুচাল কপাট খানি
অগোর চন্দনে ছড়া ঝাটি ।

মদনা সুন্দরী দুয়ার মুক্ত কবি
করিল নানা পরিপাটি ॥৭

মদনা জুবন্তী "সঙ্গে সোলসঅ গতি
গাজন দুয়ারে উপনীত ।

শুন হে গড়ুর মুনি যুচাব কপাটখানি
দ্বার মুক্ত করিব তুভিত ॥৮

শুনিয়া রাজার বানী যুচাল কপাট খানি
দুয়ার মুক্ত করিল রাজন ।

দিয়া বাজা গজার জল পবিত্র করিল থল
ভেটিবারে দেব নিরঞ্জন ॥৯

শ্রীধর্মচবনার গুনে, শ্রীজুত রামাই ভনে,
রচে কবি অনাচর দাস ।

অর্চনা কবিয়া মনে ভাব পূজ নিবঞ্জে
ভক্তগনব বিদ্রি কর নাস ॥১০

অথ ঘর দেখা

দেখ ঘর দানপতি সুপ্রসন্ন বারমতি ।

ধন বংস মঙ্গল করএ জুগপতি ॥১

জতেক দেবভাগনে জাব জে বাহনে ।

ধর্ম্মর জন্ম বল্যে সতে হরসিঁত্ত মনে ॥২

হংসপৃষ্ঠে আরোহন ত্রাণা জুগপতি ।
 গড়ুব বাহনে নারাজন কৈল স্থিতি ॥৩
 বলদ বাহনে হর করিআ সাজন ।
 সহিত গমনে আইল্য ধর্ম্মর গাজন ॥৪
 জেমন আছিল পূর্ব্বদেব নিবন্ধিত ।
 বসিষ্ঠ নারদ আইল কুলপুরোহিত ॥৫
 আইল্যা কপিল মুনি পরভুর সাক্ষাতে ।
 ইন্দ্র সুরপতি আইল্যা চাপি ঐরাবতে ॥৬
 অগস্ত পুলস্ত আর বাণিক আপুনি ।
 কুবের বকন আইল্যা জত সব মুনি ॥৭
 চন্দ্র সূর্য্য আইলাক গ্রহ তারাগন ।
 ধন্য হরিচন্দ্র ধন্য অমরা ভুবন ॥৮
 ধবল আলম্ব উভে ধর্ম্মর দুআরে ।
 সুনাব কলস মোতে দেউল উপরে ॥৯
 ঝলমল করে তথি মুকুতা প্রবাল ।
 দেবতা আনন্দ সুখ বাড়িল বিসাল ॥১০
 লারি সারি রত্না রূপি গুবাক সুন্দর ।
 বনমালা নামে তথি অতি মধুহর ॥১১
 ধবল আসনে ধর্ম্ম হোইল কোতুক ।
 জত নাটে বাদ্য বাজে হৈল্য মহাসুখ ॥১২
 চারিদিকে জঅ জঅ সখর বানন ।
 জামন্দে পূর্ণিত তিমু জত দেবগণ ॥১৩

পণ্ডিত আমি নিব রহ ধর্মের গোচর ।

হুজারে কোটাল সভ জাগে নিরন্তর ॥১৪

ধর্মের চরন পদ ভাবি এক মনে ।

শূন্যে মগ্ন হই পাপ বিমোচনে ॥১৫

ধর্মের চরনে জে পণ্ডিত রামে গান ।

ভক্ত লাগে ধর্ম করিব কল্যান ॥১৬

অথ দানপতির ঘর দেখা

পণ্ডিতে বুঝান ঘর ঘর দেখি নৃপবর

মদনা প্রধান মহারানী ।

সত রানী হুই মন সজএ অত পুরজন

রজত লইয়া নৃপমনি ॥১

কুটুম্ব বান্ধব অত সন্তে রহে চারিভিত

দীপক ধরিল কেহ হাতে ।

কার হাথে চাউল গুআ চলিল একত্র ছায়া,

রামাগন চলে জুথে জুথে ॥২

নিশ্চলে জে দেখে ঘর অপুত্রক জন্মান্তর

পাপ বিনে পুণ্য নাহি তার ।

একথা শুনিল জেই ভাল মন্দ জানে সেই

ফল হাতে উচিত ভাষার ॥৩

মদনা লইয়া সাথে শূন্য রাজা নরনাথে

এক মনে দেখেই রাজন ।

সঙ্খ হলাহলি পড়ে নেতর পতকা উত্তে

ধবল আসনে নিরঞ্জন ॥৪

হরিচন্দ্র মহারাজা রাজা রাণী করে পূজা

উরিলেন ধর্ম জুগপতি ।

দেখ এই কুম্বরাজে বেড়িআছে নাগরাজে

চারি দিকে সোলসঅ গতি ॥৫

দেখ এই পদ্মাসন পূজা নিতে নিরঞ্জন

নরলোকে করিতে উদ্ধার ।

পচ্চিমে কোটাল চন্দ্র দক্ষিণেত হনুমন্ত

পূব দিকে সূর্য অধিকার ॥৬

উত্তরে গড়ুর মুনি নিরন্তর জোড়পানি

ধর্মরাজে করেন স্তবন ।

পচ্চিমে বশুআ গতি দখিনে চবিত্রা সতী

পূবদিকে গঙ্গা গতিগণ ॥৭

গাজনে দুর্গাব মেলা সেত ফুলে গাঁধি মালা

নিরন্তর জোগাঅ ঈসরে ।

পচ্চিমে পণ্ডিত সেত দখিনে নিমাই রেত

কংসাই পণ্ডিত পূব দুআরে ॥৮

গাজনে পণ্ডিত রাম সর্ব সাঙ্গে গুনধর্ম

মোড়ে রূপা কৈল ধর্মরাজ ।

• দেবগণ আর জড় দেখ এই ধর্ম ব্রত

এহি সভা ধর্মর সমাজ ॥৯

জমদূত দেখে এখি চিত্রগুপ্ত ভাই সেখি
বসিআ লেখেন পঁজি পুঁথি ।
অনাচোব পদতলে রামাই পণ্ডিত বলে
কৃপা কর ধর্মজুগপতি ॥১০

অথ দ্বারমোচন

দুআবি ছাড দুআর সহিতে কোটাল ।
তুক্ষা সব সঙ্গে দেখা শ্রীধর্মাব দুআব ॥১
সুনার পাটেত বেসাতিব বৈসএ হাট ।
ভেটিব জে স্বরূপ নাবান ঘুচাহ কপাট ॥২
সুনার কড়ি দিল দুআবিব হাথে ।
কপাট ঘুচাএ দিল চন্দ্র মহাগএ ॥৩
আনন্দে ভেটহ গিআ পরভু নিরঞ্জে ।
সেইত দুআরে ববত যি ফুল জল দিএ ॥৪
চন্দন কত কৈল পচ্চিম দুআব ।
দুআব ছাড দুআবি সহিত কোটাল ।
তুক্ষা পরসনে দেখিএ শ্রীধর্মাব দুআব ॥৫
কপাকর পাটএ বেসাতিব বৈসএ হাট ।
ভেটিব জে স্বকপনারান ঘুচাহ কপাট ॥৬
রজতর কড়ি দিল দুআবিব হাথে ।
কপাট ঘুচাএ দিল হনুগন্ত মহাগএ ॥৭

সেইত দুআরে বইসে ফুল জল দিএ ।
 হনুমান মুক্ত কইল লঙ্কার দুআরে ॥৮
 দুআব ছাড দুআবি সহিত কটাল ।
 তুঙ্গা দরসনে দেখা শ্রীধর্মব দুআর ॥৯
 তামাকর পাটে বেসাতিব বৈসএ হাট ।
 ভেটিব জে স্বকপনারান ঘুচাহ কপাট ॥১০
 তামাকর কডি দিল দুআবিব হাথে ।
 কপাট ঘুচাএ দিল সুবজ মহাসএ ॥১১
 আনন্দেত ভেটহ গিয়া পরভু নিরঞ্জে ।
 সেইত দুআরে বরত বি ফুল জল দিএ ॥১২
 সূরজে ভকতি কৈল পবন দুআর ।
 দুআব ছাড দুআবি সহিত কোটাল ।
 তুঙ্গা দরসনে দেখা শ্রীধর্মব দুআব ॥১৩
 তামাকর পাটে বৈসএ বেসাতিব হাট ।
 ভেটিব জে স্বকপ নাবান ঘুচাহ কপাট ॥১৪
 তামাকর কডি দিল দুআবিব হাথে ।
 কপাট ঘুচাএ দিল গডুব মহাসএ ॥১৫
 আনন্দেত ভেটহ জাঞা পরভু নিরঞ্জে ।
 সেইত দুআরে বরত বি ফুলজল দিএ ॥১৬
 গরুড়েক মুক্ত কৈল গাজন দুআরে । * * ১৭
 হীরকের পাটে বেসাতিব বৈসএ হাট ।
 ভেটিব জে স্বরূপনাবান ঘুচাহ কপাট ॥১৮



শ্রুত-পুরাণ

হীরকর কড়ি দিল ছুআরির হাথে ।
 কপাট ঘুচাএ দিল উল্লুক মহাসএ ॥১৯
 আনন্দেত ভেটই গিয়া পরভু নিরঞ্জে ।
 সেইত ছুআরে বরত থি ফুলজল দিএ ॥২০
 উল্লুক মুকত কৈল পঞ্চম ছুআর ।
 ছুআর মুকত হইল বরত হৈল সাক্ষ ।
 শ্রীরামক সুনিত্তে হইল ভবনদী পার ॥২১
 পরভুর চরনে মজুক নিজ চিত ।
 শ্রীজুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত ॥২২

অথ চনা-পাবন

ছুআরিবে ভাই ধর গিয়া ।
 তুষ্কার দণ্ডর নন্দন ।১
 পশ্চিম ছুআরে দানপতি জাঅ ।
 সুনার জাজালে পথ বাঅ ॥২
 সহিতের দানপতি লেগেছে ছুআরে ।
 বসুজা আপুর্নি আইল সেইত বরনর চনা ॥৩
 সেতাই পণ্ডিত চারিসঅ গতি ।
 চন্দ্র কোটাল নাহি ভাজএ চনার বিবেচনা ॥৪
 ছুআরিবে ভাই ধর গিয়া ।
 তুষ্কার দণ্ডর নন্দন ।৫

লঙ্কার দুআরে দানপতি জাঅ ।

কপার জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥৬

সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে ।

চবিত্রা আপুনি নিল নীল বরন চনা ॥৭

নীলাই পণ্ডিত আটসএ গতি ।

হনুমন্ত কোটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা ॥৮

দুআরিরে ভাই ধর গিআ ।

তুষ্কার দণ্ডর নন্দন ॥৯

উদঅ দুআরে দানপতি জাঅ ।

তামার জাঙ্গালে পথ বাএ ॥১০

সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে ।

গঙ্গা আপুনি লইল কাল বরন চনা ॥১১

কংসাই পণ্ডিতব বাবসএ গতি ।

সুবজ কটাল নাহি ভাঙ্গএ চনাব বিবেচনা ॥১২

দুআরিরে ভাই ধব গিআ ।

তুষ্কার দণ্ডর নন্দন ॥১৩

গাজন দুআরে দানপতি জাঅ ।

আশ্বর জাঙ্গালে পথ বাঅ ॥১৪

সহিতের দানপতি লাগেছে দুআবে ।

ভূর্গা আপুনি নিল আশ্বর বরন চনা ॥১৫

রামাই পণ্ডিত সোলসঅ গতি ।

গরুড় কোটাল নাহি ভাঙ্গে চনার বিবেচনা ॥১৬

অথ নিয়মভাঙ্গা

জন্ম কি করিতে পারে ।—

শুক্রবার দিনে গো ঋত্বর করিব হবিস্য ।

ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য ॥১

সনিবার দিনে আসিব জে ধরম দেউলে ।

আসা পুরে দিব জে বর ভকত বৎসলে ॥২

ভামর ঝাঝিতে চুগা নিল এ খীর পুরিআ ।

নিঅম ভজে ধর্মরাজ গতে সাবধান হইআ ॥৩

নিঅম ভজে সনিবার পাল এহি শ্রীধর্মর ঘবে ।

সনিবার দিনে নিঅমে থাকিলে জন্ম কি করিতে পারে ॥

শুক্রবার দিনে গো ঋএ করিব হবিস্য ।

ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য ॥৫

সনিবার দিনে আসিব ধরম দেউলে ।

আসা পুরে দিব বর ভকত বৎসলে ॥৬

হীরার ঝাঝিতে পার্বতী নিল অমৃত পুরিআ ।

নিঅম ভজে ধর্মরাজ গতি সাবধান হইআ ॥৭

দিবাব নিঅম গেল নিরখবে ।

দেবীর নিঅম পীরিত বাটিলেই কবে ।

সোলসজ গতি ।

নিঅমে আছে নিঅম দেই একে একে ॥৮

শ্রীধর্মচরনে পণ্ডিত রামে গাএ ।

কন সদাসিব ভজ শূন্য নিরঞ্জনর পাএ ॥৯

পশ্চিম দুআরে বসুন্না আমিনি গতি নিলা
জগানে নীববাটী ।

সেহি পীরিত তথা বরদা হইয়া ।

বসুন্না আমিনি আইল জঅ জঅ দিয়া ॥

লঙ্কার দুআরে চরিত্রা আমিনি গতি নিলা
জগানে স্বীর বাটী ॥১

সে স্বীরবাটী তথা বরদা হইয়া ।

চরিত্রা আমিনি আইল জঅ জঅ দিয়া ॥

উদয়া দুআরে গঙ্গা আমিনি গতি নিলা
জগানে মধু বাটী ॥২

সেহি মধু বাটী তথা বরদা হইয়া ।

গঙ্গা আমিনি আইল জঅ জঅ দিয়া ।

গাজন দুআরে দুর্গা আমিনি গতি নিলা জগানে
পীরিত বাটী ॥৩

সেহি পীরিত বাটী তথা বরদা হইয়া ।

দুর্গা আমিনি আইল জঅ জঅ দিয়া ॥

পঞ্চম দুআবে অভয়া আমিনি গতি নিতি নিলা
জগানে বাটী ॥৫

সেহি ভব্য বাটী তথা বরদা হইয়া ।

অভয়া আমিনি আইল জঅ জঅ দিয়া ॥৬

গাইল পণ্ডিত বামাই ভাবি নিরঞ্জন ।

হোম জঙ্ঘ অধিবাস মন্ত্র আবাহন ॥৭

অথ হোম

বাস্তব পণ্ডিত আইল জেই দেব নিরঞ্জন ।
 পশ্চিম দুআরে আজি স্থনিব বারতা ॥১
 সেতাই পণ্ডিত আইল 'চারিসঅ গতি ।
 হোম জঙ্ক করি দিল তামর অঙ্গুরী ॥২
 হোম জঙ্ক অধিবাস মন্ত্র আবাহন ।
 বাস্তব পণ্ডিত আইল দেব নিবঞ্জন ॥৩
 লঙ্কার দুআরে আজি স্থনিব বারতা ।
 নীলাই পণ্ডিত আইল আটসঅ গতি ।
 হোমজঙ্ক করি দিল তামর অঙ্গুরী ॥৪
 হোমজঙ্ক অধিবাস মন্ত্র আবাহন ।
 বায়ুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন ॥৫
 উদ্য দুআবে আজি স্থনিব বারতা ।
 কংসাই পণ্ডিত আইল বার সঅ গতি ।
 হোমজঙ্ক করি দিল তামর অঙ্গুরী ।
 বায়ুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন ॥৬
 গাঙ্গন দুআরে আজি স্থনিব বারতা ।
 রামাই পণ্ডিত আইল সোলসঅ গতি ।
 হোমজঙ্ক করি দিল তামর অঙ্গুরী ॥৭
 হোমজঙ্ক অধিবাস মন্ত্র আবাহন ।
 বায়ুন পণ্ডিত আইল দেব নিরঞ্জন ॥৮

পঞ্চম দ্বায়ে আজি স্থনব বারতা ।
 গোমাঞী পণ্ডিত আইল অহন্যেক গতি ।
 হোম জপ্ত করি দিল তামর অঙ্গুরী ॥৯
 পদ্মভূর চরনে মজুক নিজ চিত্ত ।
 শ্রীজ্ঞত রামাই রচিল" মধুর সঙ্গীত ॥১০

টাকা-অভির্ভ

নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাত্রি
 তামর অনুরী লইএ করে ।
 বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
 বসিয়া সে শ্রীধর্ম দুআরে ॥১
 পশ্চিম দুআরে কে পশ্চিম সেতাই সে
 চারিসঅ গতি লঅ আসি ।
 চন্দ্র কোটাল বোলে বস্তা আছে পাটসালে
 আমি নিবন্তু আঘট দাসী ॥২
 নাট গীত করি গতি এ চারি চৌপর রাত্রি
 তামর অনুরী লইএ করে ।
 বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান
 বসিয়া সে শ্রীধর্ম দুআরে ॥৩

୨) "ବାଟିମାଞ୍ଜ"—ମାଟିର ଗାଡ଼ି ।

লঙ্কাব দুআরে' কে পণ্ডিত নীলাই সে
আটসঅ গতি লইয়া বসি' ।

হনুমন্ত কোটাল বোলে বস্তা আছে পাটসালে
আমনি চবিত্রা ঘটদাসী ॥৪

নাট গীত করে গতি এ চাবি চৌপর বাতি
তামব অঙ্গুবী লইয়া করে ।

বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টাকা প্রতিষ্ঠান
বসিয়া সে শ্রীধর্ম্মব দুআবে ॥৫

উদঅ' দুআরে কে পণ্ডিত বংসাই জে
বাবসঅ গতি লইএ বসি ।

সুবজ কোটাল বোলে বস্তা আছে পাটসালে
আমনি গঙ্গা ঘটদাসা ॥৬

নাট গীত কবে গতি এ চাবি চৌপর বাতি
তামর অঙ্গুবী লইএ করে ।

৫ বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টাকা প্রতিষ্ঠান
বসিয়া সে শ্রীধর্ম্মব দুআরে ॥৭

গাজন দুআরে কে পণ্ডিত রামাই সে
সোলসঅ গতি লইএ বসি ।

গরুড় কোটাল বোলে বস্তা আছে পাটসালে
আমনি দুর্গা ঘটদাসী ॥৮

(২) "দক্ষিণ"—বে. গ. পু. (৩) "আসি"—বে. গ. পু.

(৪) "পূর্ব"—পাঠান্তর ।

নাট গীত করে গতি এ চাবি চৌপর বাতি

তামর অঞ্জুরী লইএ করে ।

বেদ মন্ত্র আবাহন কৈল টীকা প্রতিষ্ঠান

বসিআ সে শ্রীধর্ম্বর দুআরে ॥৯

শঙ্কম দুআরে বে ' পণ্ডিত গৌসাই সে

আইল অনেক গতি লইএ বসি ।

উল্লুক কোটাল বোলে বস্তা আছে পাটসালে

আমনি অভয়া ঘটদাসী ॥১০

শ্রীধর্ম্মচরনে গীত পণ্ডিত বাগাই গাঅ ।

কলুস নাসিব ভঞ্জন নিবন্ধনর পাএ' ।

ভকত লাএকে ধবএ হব বরদাঅ ॥১১

সুনার খেড মন্দিব হইল তখন সুনাব হৈল কপাট ।

জঅনা জাত্রি এহি ধর্ম্মব মণ্ডপ বেডিআ গেল

দোকানি পাতিআ গেল হাট ॥১

বেচা কেনা কব নর শ্রীধর্ম্মর আছিল বর

রাজা রানী দেখএ কুতূহলে ।

(৫) "ধর্ম্মচরন শুণে শ্রীজুত রানাই ৩৭

রচে কবি অনাঘোর দাস ।

অর্চনা করিএ মনে ভেবে পুঙ্খ নিরঞ্জে

ভক্তগণের বিদ্রি কর নাস ॥" ইতি পাঠ—বেংগপুং ।

বাঘে কপিলায় এক ঘাটে জল খায়⁺
 কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥২
 কপার খেড় মন্দির হইল তখন রূপার হৈল কপাট ।
 জঅনা জাতি এ ধর্ম্মর মন্দির বেড়িয়া গেল
 দোকানি পাতিয়া গেল হাট ॥৩
 বেচা কেনা কর নর আছিল ধর্ম্মর বব
 রাজা রানী দেখএ কুতূহলে ।
 হনুমান রাক্ষসে একই ঘাটে জল খায়
 কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥৪
 তামাকর খেড়-মন্দির হইল তখন তামাকর হৈল কপাট
 জঅনা জাতি এ ধর্ম্মর মণ্ডপ বেড়িয়া গেল
 দোকানি পাতিয়া গেল হাট ॥৫
 বেচা কেনা কর নর আছিল ধর্ম্মর বব
 রাজা রানী দেখএ কুতূহলে ।
 সাপে গকডে একই ঘাটাত্তে জল খায়
 কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥৬
 তামাকর খেড় মন্দির হইল তখন তামাকর
 হইল কপাট ।
 জঅনা জাতি এ ধর্ম্মর মণ্ডপ বেড়িয়া গেল
 দোকানি পাতিয়া গেল হাট ॥৭
 বেচা কেনা কর নর আছিল ধর্ম্মর বব
 রাজা রানী দেখএ কুতূহলে ।

সাথে নেউলে একই ঘাটে জল খায়
কেহ কারে নাহি ধরে বলে ॥৮
শ্রীধর্মচরন শুনে শ্রীভূত রামাই ভনে
হউ কবি অনাত্তর দাস ।
ভকতি অচলা করা পূজ নিরঞ্জে
জনি হব ভবনদী পার ॥৯

অথ যম-পুরাণ

মঞ্চপরে দূত শুকল ধরএ ছাতা ।
হাথ করএ নিল দূত সজর ডালা ॥১
দূত রূপ ছাডিয়া মনুষ্যরূপ ধরিএ ।
১ (হিন্দুর ভূত নগরে সেদ্ধাজ) ॥২
সজ বাড়াইএ দিল মণ্ডপ ভিতরে ।
পণ্ডিত রাম কেবল আইসে ঢীকা দিতে ॥৩
একেত পণ্ডিত কডি লোব পান ।
বাম হাথত ঢীকার বাটি বারি হএ জল ॥৪
ঢীকা জদি দিলান দূতর কপাড়ে ।
দুই হাথত দুই দূত ধরিলাক রামে ॥৫
কোমরেত ভোপ দিল পাএত ডাডুকা ।
ধরি লএ জাম মজর শুভা চোর ॥৬
১ জেখানে বসিয়া আছে জম ধর্মরাজ ।
রামাএ ধরি লএ গেল ধর্মর সাক্ষাত ॥৭

শুন শুন দূত ভোগর গুণা খাখ ।

করাত ভোজাএ রামাএ কর দুই খান ॥৮

একেত দূত দুর্জ্জ্বালা পান ।

কোলর মৃদঙ্গ জেন দুহাধে বাজান ॥৯

করাত ভোজাএ দিল রামর মাথে ।

চেরা না জাখ রাম সত্তরে করতাব ॥১০

খার খসে পড়এ করাত রামাই হৈল পার ।

শুন শুন দূত আশ্কার রাখ মান ॥১১

হাথত পাএত বাঁধিএ ফেল আগুনির উপর ।

সোল জোজন জুড়িআ অগ্নি প্রজা উথল তৎপর ॥১২

হাথত গলএ বাকি ফেল আগুনির উপর ।

পুড়া লইআ জাএ রামাই সত্তরে করতার ॥১৩

হেমসীতল আগুন হইল তথি পব ।

শুন শুন দূত আশ্কার রাখ মান ।

হাথত গলত বাকি ফেল সমুদ্র ভিতর ॥১৪

বুক ভুলি দেহ পাসান জগদল ।

হেলিতে হেলিতে দুহি মাস জাএ রসাতল ॥১৫

মরএ নাই রাম সত্তরে করতার ।

এক জন্মত হইল জল তথি হইল পার ॥১৬

শ্রীধর্মচরনে গীত পণ্ডিত বামাই গাএ ।

✽ কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জনব পাএ ॥১৭

যমদূতসংবাদ

ধর্ম্মর আমনিকে ছুঁও নাই জমদূত ভাই ।
 নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাই ॥১
 চিট্যা ফটা দেখ দূত গীলাঅ তুলসী । ২
 নিজ সেবক বটি মুরা নিরঞ্জনর দাসী ॥২
 পলাঅ জমর দূত পলাএ জাএত দূর ।
 ফেলিআ মারিব হাথর ধূনা চুর ॥৩
 সুনার খেড় মন্দির সুনার নাটসাল ।
 চন্দ্রহাস খাঁড়া হাথত চন্দ্র কোটাল ॥৪
 পথ ছেড়ে দেহ মোহরে জমদূত ভাই ।
 নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাই ॥৫
 পালা পালা জমদূত পালাএ জারে দূর ।
 ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চুর ॥৬
 রূপাব খেড় মন্দির রূপার নাটসাল ।
 গাছ পাথব হাথে হনুমন্ত কোটাল ॥৭
 পথ ছেড়ে দেহ মোহরে জমদূত ভাই ।
 নিজ সেবক ব্রতদাসী নিরঞ্জনর ঠাই ॥৮
 পালা পালা জমদূত পালাএ জারে দূর ।
 ফেলিআ মারিবু হাথর ধূনা চুর ॥৯
 তামাকর খেড় মন্দির তামাকর নাটসাল ।
 সেল ডকবুস হাতে সুরজ কোটাল ॥১০

ପଥ ଛାଡ଼ି ଦେହ ମୋହରେ ଜମଦୂତ ଭାହି ।
 ନିଜ ସେବକ ବ୍ରତନାଶୀ ନିରଞ୍ଜନର ଠାଣି ॥୧୧
 ପାଳା ପାଳା ଜମଦୂତ ପାଳାଏ ଜାରେ ଦୂର ।
 କେଲିଆ ମାରିବୁ ହାଥର ଧ୍ନା ଚୁର ॥୧୨
 ଆବକର ଖେଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆବକର ନାଟମାଳ ।
 ବାଟି ବଗଡ଼ା ହାଥ ଗରୁଡ଼ କଟାଳ ॥୧୩
 ପଥ ଛାଡ଼ିଏ ଦେହ ମୋହରେ ଜମଦୂତ ଭାହି ।
 ନିଜ ସେବକ ବ୍ରତନାଶୀ ନିରଞ୍ଜନର ଠାଣି ॥୧୪
 ପାଳା ପାଳା ଜମଦୂତ ପାଳାଏ ଜାରେ ଦୂର ।
 କେଲିଆ ମାରିବୁ ହାଥର ଧ୍ନା ଚୁର ॥୧୫
 ହୀରକର ଖେଡ଼ ମନ୍ଦିର ହୀରାର ନାଟମାଳ ।
 ଜୀବନାସ ଚୁଡ଼ ହାଥ ଉତ୍ତୁକ କଟାଳ ॥୧୬
 ଗାହିଲ ପଣ୍ଡିତ ରାମାହି ଧର୍ମପଦେ ମତି ।
 ଏ ସୁଖମାଗରେ ପାର କରହ ଜୁଗପତି ॥୧୭

ସମରାଜସଂବାଦ

ଜମରାଜ ସମାଆଛେ ଧବଳ ସିଂହାସନେ ।
 ଚିତ୍ରଶୁକ୍ତ ପୀଞ୍ଜି ପରିମାନ କରଏ ଦୂତ ଜମର ବିଷ୍ଣୁମାନେ ॥
 ଘଡ଼ାଟି ଘଡ଼ାଟି ହାକିତେ ସେନିନୀ କରେ ଟଳମଳ ।
 କେଉନା ଧରିତେ ପାରେ ଧର୍ମସ୍ବର ଆମନି ॥୨
 ସମରାଜା ପଡ଼ିଲ କାଁପରେ ।
 ଆମିଆ ଜମେର ମା ଜମକେ ଦିଲ ଗାଲି ॥୩

পুত্র আজ করিলি রে সর্বনাশ ।

শ্রীধর্ম্মর দূত নগরে বেটিএ গেল ॥৪

নিচয় পড়িল পরমাদ ।

কাণ্ড মাঙ করএ জম দাঁতে করএ খড় ॥৫

শুন হে পণ্ডিত রাম ভাই ।

ইঅর ভরিব আঞ্জি সমন বধিব তুজি

পান ফুল দিআ পাঠাই ॥৬

পচ্চিম দুআরে কে পণ্ডিত ।

সেতাই জে চারিসঅ গতি আনি লেখ্যা ॥৭

চন্দ্র কটাল জে বসুআ ঘটদাসী ।

দূত নাহি ডরাই তুজাক দেখিআ ॥৮

জমরাস বসাছে ধবল সিংহাসনে ।

চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ দূত জমর বিজ্ঞমানে ॥৯

লঙ্কাব দুআরে কে পণ্ডিত ।

নীলাই জে আট-সঅ গতি আনি লেখ্যা ॥১০

হনুমন্ত কোটাল জে চরিত্রা ঘটদাসী ।

দূত নাহি ডরাই তুজাক দেখিআ ॥১১

জমরাস বসাছে ধবল সিংহাসনে ।

চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ

দূত জমর বিজ্ঞমানে ॥১২

উদয় দুআরে কে পণ্ডিত ।

কংসাই জে বারসঅ গতি আনি লেখ্যা ॥১৩

সূরজ কোটাল জে গঙ্গা ঘটদাসী ।

দূত নহি ডরাই তুচ্ছাক দেখিআ ॥১৪

জমরাঅ বসাবাছে ধবল সিংহাসনে ।

চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ

দূত জমর বিস্তমানে ॥১৫

সোজন দুআরে কে পণ্ডিত ।

রামাই জে সোলসঅ গতি আন লেখা ॥১৬

গরুড় কোটাল জে দুর্গা ঘটদাসী ।

দূত নহি ডরাই তুচ্ছাক দেখিআ ॥১৭

জমরাঅ বসাবাছে ধবল সিংহাসনে ।

চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমান করএ

দূত জমর বিস্তমানে ॥১৮

পঞ্চম দুআরে কে পণ্ডিত ।

গোসাত্ৰি জে অহনেক গতি আন লেখা ॥১৯

উল্লুক কোটাল জে অভয়া ঘটদাসী ।

দূত নহি ডরাই তুচ্ছাক দেখিআ ॥২০

শ্রীধর্মচরন গুনে শ্রীজুত রামাই জনে

হউ কবি অনাদ্যর দাস ।

অর্চনা করিআ ভাবি পূজ নিরঞ্জে

অদি হব ভবনদী পার ॥২১

অথ বৈতরনী

বৈতরনী ভাল বৈষ্ণৱ হৰ্ষ ন হারে ।
 কে জাব কে জাব তাই ভবনদীপার ॥১
 আডাৰ বাঘৰ ভাষ জলত কুন্তীর ।
 দেখিল কতক জাতি আসি ছিল তথা ॥২
 বৈতরনী বৈতরনী আডা পৰ্বত সমতুল ।
 চারিভিতে ক্লএ বিসাই নানা বন্নর ফুল ॥৩
 বৈতরনী আড়ে দীঘে উবু সোল কোস ।
 চারিভিতে কলা গাছ জলর ভিতর ॥৪
 খেলা কবেন্তু নানা বন্নর মাছ ।
 ক্লইল বসন্ত গাছ রাখিল পল্লব ।
 নানা বন্নর পাখী আছি তথির উপর ॥৫
 গজাজল ভবনদী গোহির গভীর ।
 নামএত বস্ত্র বহে উপরেত নীর ॥৬
 বৈতরনীত গঙ্গা উভএ চৌদ্দতাল ।
 বৈতরনীর জল ফুটি করএ টকভক ॥৭
 বৈতরনীর কূলে দানপতি আছে ডাণ্ডাইআ ।
 দুকূলর চেউ আইসে দুকূল তাইসাইআ ॥৮
 উপরর চেউ আসে গগনগিরি ছুআ ।
 তা দেখিএ পানীর পান গেল জে উডিআ ॥৯
 সইতর দানপতি পার হব নাকে ।
 কানর শূনা তাংগাইএ গড়ান নৌকাখানি ॥১০

শুন্য সে নৌকা রূপার কেরআল ।
 সাত পাঞ্চ তাহে ধর্ম্য নাএ দিল কাছি ।
 ধীরে ধীরে টানে নৌকা ডুআরি ডাঁড় রাখি ॥১১
 নিরঞ্জনর ধনভাগ্য নএ দিল ভরা ।
 গাভীর পুচ্ছ ধরি দানপতি করএ পার ॥১২
 রক্ত কাকন দান করএ ভতখন ।
 গুরে নাউড়ে জলেত রচিলা স্থান ॥১৩
 আপুনি নিরঞ্জন ধরেছ কাণ্ডার ।
 ধর্ম্য নৌকা বাহে উজানি ভাটাল ॥১৪
 চারিদিকে আনাম দেখ ভরস্কর ।
 ইস্তম্বন হএছে সরগদুআর ॥১৫
 নিস্তার ভাব রে পরানি ।
 কেমন মত হব পার ভববৈতরনী ॥১৬
 তরাতির পার হএ জ্ঞান দানপতি ।
 ঘাটর ঘাটলি রাজা বিনে মুক্ত জাম ॥১৭
 সেইত দীঘর কাছ জম রাজার ঘর ।
 উবু সোল কোস বটে জমর শুন্য গড ॥১৮
 চন্দনে চর্চিত বটে জম রাজার নাছ ।
 গড়র উপরে আছে পারিজাত গাছ ॥১৯
 সেহিখানে বটে জম রাজার বসিবার থানা ।
 চারি জুগর বট বস্ত্র ভূজি ধর্ম্য হইও সাথী ।
 বৈতরনী পার হএ ডুআরিখা রাখি ॥২০

মন হৈল নৌকা পবন কেরআল ।
 সুন্য নৌকা জে ক্লপার কেরআল ॥২১
 হাথ ধরিএ বিজ রাম সআগে কৈল পার ।
 পার হএ দানপতি আর নই গাজ ।
 দেখাল অধৰ্ম্ম ঘর একখানি জাজাল ॥২২
 ত্রিধৰ্ম্মচরনে পণ্ডিত রামাই গান ।
 ভকত নাএকে ধৰ্ম্ম করিব কল্যান ॥২৩

ইতি বনপুরাণ সমাপ্ত ।

অথ ধৰ্ম্মস্থান

আইদ ভূগতি নিমার দেহারা ধৰ্ম্ম জখা আইদস্থান ।
 নব ধণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী
 ধৰ্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান ॥১*
 চানক দিল মানিক ভাণ্ডার পুখুর আডর উপর ।
 চিত্রগড়র কামিনা বিসাল্লর ॥২
 চিরিআ বাজতি পার্থ শামান চিরিআ ।
 কন বলিএ ধরিল সূতর ধার ॥৩
 উত্তর দধিন পুচ্চিম ভাণ্ডার ঘর ।
 পূরবে রাখিল দুজার ভিন খানি ।
 ঘর হইল চাল হইল কামিনা রাখিল পাছ ভর ॥৪

আডার মাইজ খানে দগ্নন সোভা করে ।

বিচিত্র ভাণ্ডার ঘর ভাণ্ডার পানের স্তম্ভ লাগে

চন্দনর নাদন ॥৫

সাড়কে লাগিল জ্ঞান ।

এহি না ভাণ্ডার ঘরে ‘ দগ্নন সোভা কবে

বেয়াল পাটর বাছান ॥৬

ভালর কাঁড়ি লাগে গুআর বাখারি

ছিটনি তখিব উপব ।

বেয়াল পাটর গোটা সভা করে

লাগিব সে থরে থর ॥৭

মোউরর ছাইল ভাণ্ডার ঘর ।

বেয়াল পাটর লাগে পাটে ।

পিডাঅ সভা করে হুন্যর কলস ॥৮

তখি উড়ে নেতর স্তুতি ।

হুন্যর কলস দিল নেতর পতকা

দিল জে তুলিআ ।

টুঁই মুড়িআ নামএ এল বিসাস্তর ।

ধর্মচরনগুনে শ্রীজুত রামাই জনে

হঅ কবি অনাচর দাস ।

অর্চনা করএ ভাব পূজ নিরঞ্জন,

অদি হব ভবনদী পার ॥

কোন মতে পাত্র দেবকাজে না করিহ হেলা ।

রাজা হরিচন্দ্র ধর্ম সেবা করিব ।

খেনে আছএ চারি পহর বেলা ॥

কেহ মাটি কাটে কেহ পাথর টাছে

হাতী মাড়মব পটা ।

কাষ্ঠীআ ছিডিআ মাপিআ জমিআ

সভ হাথে হইল পোতা ॥

বাতিত পাথর চারি পাতি কর

কতে হল স্তম স্তম আর আড়া ।

কাঞ্চন বাঁধিআ মেজে করিল কাট ডাল ।

মণ্ডপে ফটিকের খাম লাগে চন্দন নাদন ।

আর সাত ভকে লাগিল গজান ।

ইলা মণ্ডপে দগুন সভা করে ।

বেরাল পাটের গাটী স্তম কড়ি লাগে

কপার বাখারি ছিটিকে তথির উপবে

বেরাল পাটের গাটী

সভা করে গোড়ি বসে থরে থর ।

মউর পুচ্ছর ছাউনি ধর্মর ঘর ।

বেরাল পাটে গাটী পিডাঅ সভা করে ।

স্তম কলস তথি উডএ নেতর খুতি ।

স্তম কলস নেতর পতকা দিল

জে তুলিআ ।

জুই মূর্তি হএ কামিন্যা বিসাত্তর
 আনাইল অন্তরীথে ।
 ত্রিধর্মচরনগুনে ত্রিজুত রামাই ভনে
 হঅ কবি অনাত্তর দাস ।
 অর্চনা করিআ ভাব পূজ নিরঞ্জে
 জদি হব ভবনদী পার ॥



সৃষ্ণে পূজএ হরিচন্দ্র বিসাদ ভাবিআ মতি ।
 নূতন মণ্ডপে পাছুকা নাই কামিন্যা পাইব কথি ॥
 করহ ইহা হরিচন্দ্র মানুষ পাঠাও জন দস ।
 আচম্বিত বিসাই ঠেকিল রাজার সম্মুখে ।
 সূর্য্যবার দিনে নিঅমে থাকিব আতপ তণ্ডুল খাইএ
 সনিবার দিনে ধর্মপাছুকার দিব জেগডিএ ॥
 চারি দুআরে আলাম পুতিআ দুআরে দুআরি আগে
 বেদমন্ত্র পড়িআ রামাই পণ্ডিত স্থাপিত সে পাছুকা ।
 কান্দন্তি কামিন্যা ভাই কাজর ভাস্ন নাই
 থাকুক পাছুকার দাএ ছলিল গোসাঞি ॥
 ধর্মর চরনে গীত পণ্ডিত রামাই গাএ ।
 কলুল নাসিব ভজ নিরঞ্জনর পাএ ॥



অথ অধিবাস

মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি ।

দুই ভিতে রুএ কলা ভিতর হেমগিবি ॥১

ছাওনী মণ্ডপে সভা বান্ধএ বাদলমালা ।

পশ্চিম দুআরে পণ্ডিত সেতাই জার চারিসঅ গতি ।

হফ্‌সট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥২

মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি ।

চারিভিতে কএ কলা ভিতর হেমগিবি ॥৩

ছাওআ মণ্ডপর খামে বান্ধএ বনমালা ।

লঙ্কাব দুআরে পণ্ডিত নীলাই জার আটসঅ গতি ।

হফ্‌সট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥৪

মণ্ডপ অধিবাস করএ দানপতি ।

চারিভিতে কএ কলা ভিতর হেমগিবি ।

ছাওআ মণ্ডপর খামে বান্ধএ বনমালা ॥৫

গাজন দুআরে পণ্ডিত রামাই জাব সোলসঅ গতি ।

হফ্‌সট দিআ তাহাক রহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥৬

পঞ্চম দুআবে পণ্ডিত গোসাঞি জার

আছে অনেক গতি ।

হফ্‌সট দিআ তাহাক বহাইল মণ্ডপে হইল উপনীতি ॥৭



অথ বারমতি পুত্রার গন্ধতি লিখ্যতে ।

অথ বেড়ামনুই

পশ্চিম দুআরে উরি মাআ ধরে ধর্ম্ম জখা আদিস্থান ।

সেতাই পণ্ডিত মনে আনন্দিত পাদ্ধ অর্ঘ বহুমান ॥১

পাখালি চরনে মুছিল। বসনে বসিল সুন্যার খাটে ।

নাবাঅন তৈল অঞ্জেত লেঙ্গিল সিনান করি বৈসে পাটে ॥২

চিনি চাঁপা কলা সেত ফুল মালা

অগোর চন্দন আর ।

স্বত মধু ফল আতপ তণ্ডুল

গজাজল ভারে ভার ॥৩

নানা দব্ব জত আনএ সত সত

সর্করা পুরআ খালা ।

দধি দুগ্ধ খাঁড পুরিআত তাঁড

ধর্ম্ম পূজএ সুব বেলা ॥৪

পণ্ডিত সেতাই চিন্ত আন নাই

দব্ব কৈলা নিবেদন ।

মুদ্রাত আরোপন দিল আচমন

মুখস্থক্তি কল্প ব পান ॥৫

চৌদিকে জঅ জঅ কোলাহল হঅ

আনন্দিত ধর্ম্মরাজে ।

ঢাক ঢোল বাদ্দ আনন্দিত নিস্ত

সঅ বর্টা ধ্বনি বাজে ॥৬

লোটাঁইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি

প্রদখিন সত বার ।

মনুই করিআ আনন্দিত হইআ

দখিনেত আগুসার ॥৭

দখিন দুআরে উরি মাআ ধরে

ধর্ম্ম অথা আদি স্থান ।

নীলাই পণ্ডিত মন আনন্দিত

পাদ্ধ অর্থ বহু মাম ॥৮

পাখালি চরন মুছিল বসন

বসিল রূপার খাটে ।

নারাঅন তৈল অঙ্গৈত লেপিল

সিনান করি বৈসে পাটে ॥৯

চিনি চাঁপা কলা সেইত ফুলমালা

অগোর চন্দন আর ।

স্বত মধু ফল আতপ তাঁউল

গঙ্গাজল ভারে ভার ॥১০

নানা দব্ব জত আনে সত সত

সর্করা পুরিআ খাল্য ।

দখি দুধ খাঁড় পুরিআত ভাঁড়

ধর্ম্ম পূজএ সুব বেলা ॥১১

পণ্ডিত নীলাই চিত্ত আন নাই

দব্ব কৈল নিবেদন ।

মুদ্রা আরোপন দিলা আচমন
 মুখস্থদ্ধি কল্প পান ॥১২
 চৌদিকে জল জল কোলাহল হঅ
 আনন্দিত ধর্মরাজে ।
 ঢাক ঢোল বাদ . আনন্দিত নিস্ত
 সখ ঘণ্টাধ্বনি বাজে ॥১৩
 লোটাঁইআ খিতি ধর্ম্মেত মিনতি
 প্রদখিন সতবার ।
 মধুই করিআ আনন্দিত হঞা
 পূরব দুআরে আগুসার ॥১৪
 পূরবে দুআবে উবি গাআ ধবে
 ধর্ম্ম জথা আদিস্থান ।
 কংসাই পশ্চি মন আনন্দিত
 পাদ অর্ঘ্য বহুমান ॥১৫
 পাখালি চরনে মুছিলা বসনে
 বসিল তামর খাটে ।
 নারায়নতৈল অজেত লেপিল
 . সিনান করি বৈসে পাটে ॥১৬
 চিনি টাঙ্গা কলা সেইত ফুলমালা
 অগৌর চন্দন আর ।
 স্নাত মধু ফল আতপ তাঁউল
 গজা জল সত ভার ॥১৭

নানা দবব জত আনএ সত সত
সকরা পুরিআ খালা ।

দধি ছুফ খাঁড পুরিআত ভাঁড
ধর্ম্য পূজে সূব বেলা ॥১৮

পণ্ডিত কংসাই . চিন্ত আন নাই
দর কৈল নিবেদন ।

মুত্ৰা আরোপন দিল আচমন
মুখ সূক্ষি কয়ূর পান ॥১৯

চৌদিকেত জঅ জঅ কোলাহল হঅ
আনন্দিত ধর্ম্যরাজে ।

তাক ঢোল বাদ আনন্দিত নিস্ত
সখ ঘন্টা ধ্বনি বাজে ॥২০

লোটাইআ খিতি ধর্ম্যেত মিনতি
প্রদখিন সত বার ।

মশুই করিআ আনন্দিত হআ
উত্তরেত আগুসাব ॥২১

উত্তর ছুআরে উবি মাআধরে
ধর্ম্য জখা আদিশ্বান ।

রামাই পণ্ডিত মনে আনন্দিত
পাদ্ধ অর্ঘ বহুমান ॥২২

পাখালি চরনে মুছিআ বসনে
বসিল পিতল খাটে ।



শূদ্ধ্য-পুরাণ

নারাজন তৈল অঙ্কিত লেপিল

সিনান করি বৈসে পাটে ॥২৩

চিনি টাণা কলা সেইত ফুলমালা

অগৌর চন্দন আর ।

দুত মধু কল আতপ তাঁউল

গজাজল ভারে ভার ॥২৪

নানা দ্রব্য জত আনে সত সত

সকরা পূরিয়া খালা ।

দধি দুগ্ধ খাঁড় পূরিয়াত ভাঁড়

ধর্ম্য পূজএ সুর বেলা ॥২৫

পণ্ডিত বামাই চিত্ত আন নাই

দ্রব্য কৈল নিবেদন ।

মুজা আরোপন দিলা আচমন

মুখস্থকি কল্পূব পান ॥২৬

চৌদিকে জল জল কোলাহল হঅ

আনন্দিত ধর্ম্যরাজে ।

চাক ঢোল বাদ্য আনন্দিত নিস্ত

সম্বৎ ষষ্ঠী ধনি বাজে ॥২৭

লোটাইয়া খিতি ধর্ম্যেত মিনতি

প্রদখিন সতবাব ।

মধুই করিয়া আনন্দিত ইএরা

সন্মানেত আগুসার ॥২৮

ধুনাছালা



চাঁদিকে জন্ম জন্ম সম্ব বাজনা হ'ল
ধৰ্ম্ম নিলা নিজ ধামে ।
পূজা অনুসারে দৰ্শা কর তারে
বলিল পণ্ডিত নামে ॥২৯

অথ ধুনাছালা ।

বৈকুণ্ঠেত জীএ ধৰ্ম্ম বল্লুকাতে স্থিতি ।
রত্ন সিংহাসনে বার দিল জুগপতি ॥১
বিচিত্র দেহারাঅ কনক চন্দ্রচূড়ে ।
সুসীতল আনামতে জাহার ধ্বজা উড়ে ॥২
বেআল্লিশ বাজনা বাজে জন্মটাক বাজে ।
ধৰ্ম্মর আনাম ভাল বল্লুকাতে সাজে ॥৩
✱ এক দিন মার্কণ্ড মূনি ধৰ্ম্মনিন্দা কবেছিল ।
সেই অপরাধে মূনি গলিত হইল ॥৪
পতি লএ ঋত্থানি আইল ধৰ্ম্মস্থানে ।
তাহর কাজ সিদ্ধি হইল ধৰ্ম্ম দরসনে ॥৫
ভবেত মানিল মূনি এ গৃহ ভবন ।
সেধার স্তম্ভিবেন ঋসি সুন নিরঞ্জন ॥৬
কল্পপাল ধুনা চুর জোগাইল লএ ।
লইলা ধুনার চুর দখিনাস্ত হএ ॥৭
গঙ্গা জল দিআ শুদ্ধ কৈল ধুনাচুর ।
চন্দনর কাট তাঁহে দিলান প্রচুর ॥৮

চন্দ্রনর কাট দিলা ঘৃত ধুনা দিআ ।
 ত্রক্ষ অগ্নি দিআ রামাই দিল জালাইআ ॥৯
 ধূ ধূ সবদে আগুনি উঠিল বিস্তার ।
 ধর্ম্মর গাজনে দেও জঅ জঅকার ॥১০
 কর শূটে ঋসানি করেস্ত স্ততিবানী ।
 তুষ্কার চরন বিনু আন নহি জানি ॥১১
 গাএন পণ্ডিত রামএ ধর্ম্মপদতলে ।
 ভকত নাএক পরভু রাখিব কুসলে ॥১২

—

অথ ঘোড়া সাজান ।

একই তিটকি পরভুর একই ছই হানা ।
 বার বৎসর পরভুর একই ছই হানা ॥১
 আগুনিব পাঅ পরভুব একই ছই হানা ।
 আগুনির পাঅ পরভুর একই পাটির টনা ॥২
 মুক্তর হার লেগেছে রতনে শাকানা ।
 শূনার ঘণ্টা আদি তাহে বাজিছে বাজনা ॥৩
 সাজাইল সেই ঘোড়া কি বলিব আর ।
 জাহরু পিঠে সর্ভা পাএ নিরঞ্জন নৈরাকাব ॥৪
 ঘোড়া কানি নাধুনি পবন করি বেগ ।
 ভিন দিনর পথ করে একই দিনে বেগ ॥৫
 সতেক হাথ নেতে কৈল ঘোড়ার নিছনি ।
 সবগ মরত পাতালেত লেগেছে খুরসানি ॥৬

এক ধরিল আগে এক ধরিল বাগে ।
 পাটের ডুরি ধার দিল পরমেসরের আগে ॥১
 লক্ষ দিয়া পরভু রথ সাজনে জাঅ ।
 নানা রতন দিয়া তথা রথ সাজাঅ ॥৮
 ভামা তুলসী হএ গেল স্তুতি ।
 রথ উদঅ করিল জুগের জুগপতি ॥৯
 গাইল পণ্ডিত রামএ ধর্ম্মপদতলে ।
 ভক্ত নাএকে পরভু রাখিব কল্লানে ॥১০

অথ বারমাসি ।

কোন মাসে কোন রাসি । চৈত্র মাসে মীন রাসি ।
 হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিত্য । হস্ত
 পাতি লহ সেবকর অর্ঘ্য পুষ্পপানি । সেবক হব
 স্তুতি আমনি ধামাং করি । শুক পণ্ডিত দেউল্যা দান-
 পতি । সাংস্র ভোক্তা আমনি । সম্মাসী গতি
 জাইতি গাএন বাএন ছুআরি ছুআরপাল ভাণ্ডাবী
 ভাণ্ডারীপাল রাজদূত কোমি কোটাল পরে স্তুত
 মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার ॥ দাতার
 দানপতির বিঘ্ন জাব নাস । কোন মাসে কোন রাসি ।
 বৈশাখ মাস মেস রাসি । হে বহুদেব । বার ভাই
 বার আদিত্য হাথ পাতি লেহ সেবকর পুষ্পপানি ।
 সেবক হব স্তুতি আমনি ধামাং করি । শুক পণ্ডিত

দেউলা দানপতি সাংস্হর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি
 জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাওয়ারী
 ভাণ্ডাবপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবেক সুখ
 মুকতি । এহি দেউলে পড়িব জন্ম জন্মকার । দাতা
 দানপতির বিয় জাব নাস । কোন মাস কোন রাসি ।
 বৈসাখ গেলে জৈট মাস বৃস রাসি । হে হরিহর বার ভাই
 বার আদিত্য হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্থ পুন্ন পানি
 সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ করি গুরু পণ্ডিত
 দেউলা দানপতি সাংস্হর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী
 গতি জাইতি গাএন বাএন দুআবি দুআবপাল ।
 ভাণ্ডাবি ভাণ্ডারপাল । রাজদূত কোমি কোটাল
 পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জন্ম জন্মকার ।
 দাতা দানপতির বিয় হব নাশ । কোন মাস কোন
 রাসি । জৈঠ গেলে আসাড মাস মিথুন রাসি । হে
 : ভগবান বার ভাই বার আদিত্য হাথ পাতি নেহ সেবকর
 অর্থ পুন্ন পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ করি গুরু
 পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংস্হর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী
 গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল
 ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব
 মোখ মুকতি এহি দেউলে পড়ুক জন্ম জন্মকার । দাতা
 দানপতির বিয় জাব নাস । কোন মাসে কোন রাসি
 আসাড গেলে সাবন মাস কর্কট রাসি । হে গোবিন্দ বার

ভাই বার আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ ফুল
 জল সেবক হব সুখি ধামাৎ করি গুরু পণ্ডিত দেউলা
 দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি
 জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল ভাগুরি
 ভাগুরপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব মোখ মুকতি
 এহি দেউলে পডুক জঅ জঅকার। দাতা দানপতির
 বিয় হব নাস। কোন্ মাসে কোন্ রাসি। সাবন গেলে
 ভাদ্র মাস সিংহ রাসি। হে নরসিংহ বার ভাই বার
 আদিত্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ জল পুন্ন
 পানি। সেবক হব সুখী ধামাৎ করি গুরু পণ্ডিত
 দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি
 জাইতি গাএন বাএন দুআরী দুআরপাল ভাগুরী
 ভাগুরপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুখ মুকতি
 এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির
 বিয় জাব নাস। কোন্ মাস কোন্ রাসি। ভাদ্র গেলে
 আসিন মাস করি রাসি। হে চন্দ্র বার ভাই বার আদিত্ত
 হাথপাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুন্নপানি সেবক হব সুখি।
 ধামাৎ করি গুরুপণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা
 আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি
 দুআরপাল ভাগুরি ভাগুরিপাল রাজদূত কোমি
 কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅ-
 কার। দাতা দানপতির বিয় জাব নাস। কোন্

মাস কোন রাসি। আসিন গেলে কাস্তিক মাস তুলা
 রাসি। হে দামোদর বার ভাই বার আদিত্য হাথ
 পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখী
 আমিনি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা
 আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি
 দুআরপাল ভাগুরী ভাগুরপাল রাজদূত কোমি
 কোটাল পাব মোখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব
 জঅ জঅকার। কোন্ মাস কোন্ রাসি।
 কাস্তিক গেলে অঘান মাস বিছা রাসি। হে
 মধুসূদন বার ভাই বার আদিত্য হাথ পাতি নেহ
 সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ করি
 গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি
 সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুআবি দুআব-
 পাল ভাগুরি ভাগুরপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব
 সুখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা
 দানপতির বিদ্র হব নাস। কোন মাস কোন রাসি।
 অঘান গেলে পৌস মাসে ধনু রাসি। হে
 পুঙ্কসোম্য বার ভাই বার আদিত্য হাথ পাতি
 নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্প পানি সেবক হব সুখি
 ধামাৎ করি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর
 ভোক্তা গতি জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআব-
 পাল ভাগুরি ভাগুরপাল রাজদূত কোমি কোটাল

পাব সুখ মুক্তি এহি দেউলে পড়িব জন্ম জন্মকার ।
 দাতা দানপতিব বিদ্র জাব নাস । কোন মাস কোন
 বাসি পৌস গেলে মাঘ মাস মকর রাসি । হে মাঘ্য বার
 ভাই বার আদিস্ত হাথ পাতি নেহ সেবকর অর্থ ফুল
 জল সেবক হব সুখি ধামাৎ করি গুরু পণ্ডিত
 দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী
 গতি জাইতি গাএন বাএন ছুআরি ছুআরপাল
 ভাগুরি ভাগুরপাল রাজদূত কোমি কোটাল
 পাবেন সুখ মুক্তি এহি দেউলে পড়িব জন্ম জন্ম-
 কার দাতা দানপতির বিদ্র জাব নাস । কোন মাস
 কোন রাসি মাঘ গেলে ফাগুনমাস কুস্ত বাসি ।
 হে শ্রীধর বার ভাই বার আদিস্ত হাথ পাতি নেহ
 সেবকর অর্থ্য জল পুষ্প পানি সেবক হব সুখি ধামাৎ
 করি গুরু পণ্ডিত দেউলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা
 আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন ছুআরি
 ছুআরপাল ভাগুরি ভাগুরপাল রাজদূত কোমি
 কোটাল পাব সুখ মুক্তি এহি দেউলে পড়িব জন্ম জন্ম
 কার দাতা দানপতির বিদ্র জাব নাস ।

বার মাসে বার ফুল হইল সমতুল ।

পাছুকা স্থাপিত হোইল ধর্ম্মর ফুল ॥১

বার আদিস্ত বার ভাই ।

ধর্ম্ম দেবতার লাগ নাই পাই ॥২

গাইল পণ্ডিতরাম ভাবি নিরঞ্জে ।
ভকত জনারে পরভু রাখিব চরনে ॥৩

অথ সঙ্ক্যাপাবন

সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন ।
জঅ সংখ ধনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥১
সত্তি জুগে সাঁজা দিল বসুআ আমনি ।
সেতাই পণ্ডিত সেখা কবিল সংখ ধনি ॥২
রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর ।
চারি সঅ গতি দিলাক জঅ জঅ কার ॥৩
সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন ।
জঅ সংখর ধনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥৪
ভেতা জুগে সাঁজা দিলা চরিত্রা আমনি ।
নিলাই পণ্ডিত সেখা করিল সংখ ধনি ॥৫
রস ধুনা জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর ।
আট সঅ গতি দিলাক জঅ জঅকার ॥৬ +
সাঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন ।
জঅ সংখর ধনি দিলএ তুষ্ট নিরঞ্জন ॥৭
দুআপরেত সাঁজা দিলা গজা আমনি ।
কংসাই পণ্ডিত সেখা দিলা সংখর ধনি ॥৮

রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর ।
 বার সঅ গতি দিলাক জঅ জঅকার ॥৯
 সঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন ।
 জঅ সংখর ধ্বনি দিলএ তুফু নিরঞ্জন ॥১০
 কলি জুগে সঁজা দিলা দুর্গা আমনি ।
 রামাই পণ্ডিত আসি দিলা সংখর ধ্বনি ॥১১
 রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর ।
 সোল সঅ গতি দিলা জঅ জঅকার ॥১২
 সঁজা দেহ গতি ভাই আনন্দিত মন ।
 জঅ সংখর ধ্বনি দিলএ তুফু নিরঞ্জন ॥১৩
 সুম জুগে সঁজা দিলা অভয়া আমনি ।
 গোঁসাই পণ্ডিত সেথা করিল সংখর ধ্বনি ॥১৪
 রস দীপ জ্বালএ কেহ ধূপ ধুনা আর ।
 অহনেক গতি দিলা জঅ জঅ কার ॥১৫
 গাএন পণ্ডিতরাম ভাবি নিরঞ্জে ।
 ভকত নাএকে ধর্ম বাধিব কলানে ॥১৬

অথ মনুই

মনুই চিন্তহ ধর্ম হে গোনাঞি করতার
 অনাদি অবতার ।
 এ তিন ভুবন জিনি রাজহি তুম্বার ॥১

পশ্চিম দুআরে ধর্ম্য দিআ দরসন ।
 ভেনা মনুই দিলা সুনহ নিরঞ্জন ॥২
 পশ্চিম দুআরে আছে পণ্ডিত সেতাই ।
 ভেনা মনুই দিলা সুনহ গোসাঞি ॥৩
 ভেনা মনুই ধর্ম্য করিআ ভখন ।
 উত্তর দুআরে ধর্ম্য দিআ দরসন ।
 ভেনা মনুই দিলা সুনহ নিরঞ্জন ॥৪ *
 আতপ তাঁড়ুল দিলা কেশুর পানিকল ।
 অমর্ত গুটিকা দিলা জোড়া নারিকল ॥৫
 অমর্ত গুটিকা ধর্ম্য করিয়া ভখন ।
 আচমন করিবা কু হৈল ধর্ম্যর গমন ।
 পূর্ব দুআরে ধর্ম্য দিআ দরসন ॥৬
 পূর্ব দুআরে আছেস্ত পণ্ডিত কংসাই ।
 জল খডিক জোগাইলা অনাদর ঠাঞি ॥৭
 সুনার খডিকায় ধর্ম্য দসন খুটিআ ।
 বস্তিস কুলকুচায় ধর্ম্য পবিত্র হইআ ॥৮
 সতেক হাত ডালিঅত মুখানি মুছিআ ।
 দধিন দুআরে ধর্ম্য দরসন দিআ ॥৯
 দধিন দুআরে আছেস্ত পণ্ডিত রামাই ।
 কঙ্গুর তাম্বুল দিলা অনাদর ঠাঞি ॥১০
 কঙ্গুর তাম্বুল ধর্ম্য করিলা ভখন ।
 সূর্য দুআরে ধর্ম্য দিলা দরসন ॥১১

সূর্য দুআরে আছেস্ত পণ্ডিত গোসাঞি ।
 ষাট পালঙ্ক দিলা অনাদর ঠাঞি ॥১২ /
 ষাট সিংহাসনে ধর্ম্য ঢালিআ দিলেন গা ।
 আলালিলা পদ্মজা কেন হাথ পা ॥১৩
 চারি দিকে পড়এ সেইত চামরর বাঅ ।
 রত্ন সিংহাসনে পরভু স্থখে নিদ্রা জাঅ ॥১৪
 চারি দিকে রহিল তারা চারি মহারথী ।
 মাইক খানে রহিল জুগর জুগপতি ॥১৫
 গাইল পণ্ডিত রামএ ভাবি নিরঞ্জে ।
 ভকত নাএকে পরভু রাখিব কল্পানে ॥১৬

অথ ঢেকী মঙ্গলা

কৌতুকেত দেবগন করিতে মঙ্গলন
 বসিলা বস্তা বিষ্ঠু হর ।
 তেতিস কোটী দেব বসিলেন সব
 গন্ধর্ব্ব কিম্বর ॥১
 পণ্ডিত চারি জনে আনন্দিত পূর মনে
 দ্বাদশ ভকত আমনি ।
 মুক্তহার ধার আনি মুকুতা প্রবাল মানি
 চুলভ জগতেত বাখানি ॥২
 কোটাল চারি জনে আদেসি দেবগনে
 নন্দে আনাহ তরাগতি ।

ଚଳିଲ ଉତ୍ତମର ଶୁନି ବରାବର
 କହିଲ ଦେବର ଭାରତୀ ॥୩
 ଶୁନିଆ ଶୁନିରାଜ ବାହନ କରିଲ ମାଜ
 ଟେଁକୀ ଖିଟେ କରି ଆରୋହନ । *
 ଭାବି ଭୁଗେସର ଚଳିଲ ଶୁନିବର
 ଶୁନିଆ ବାରମାତି ଭରନ ॥୪
 ଡେଇଁଲା ହୁଆ ଶାଆ ଡେକର ମଜ୍ଜିତ ଗାଆ
 ଉଡ଼ିଲ ଦେବ ବିଦ୍ୟମାନେ ।
 ଦେଖିଆ ଦେବଗନ ଆଦରେ ଉତ୍ତମନ
 ବସାଇଲ ରଢ଼ସିଂହାସନେ ॥୫
 ଡିଦେବ ମହାରାଜା ଟେଁକୀର କରିଲା ପୂଜା
 ଶୁଗନ୍ଧି ପୁମ୍ପର ମାଳା ଦିଆ ।
 ଦେବକନ୍ୟା ମେଲି ଦିଆ ଛଳାହଳି
 ଆନନ୍ଦେତ ଟେଁକୀ ମଞ୍ଜୁଲିଆ ॥୬
 ବାଜିଏ ଉଠାକ ସେସର ସମ ଡାକ
 ଶୁନିତେ ଶୁଧିନି ବାଜନା ।
 ସୁନ୍ଦର କାଢ଼ା ବାଜି ଫୁଲର ମାଳା ମାଜି
 ଆନନ୍ଦେତ ବର୍ଷର ପୂଜନା ॥୭
 ପଞ୍ଚିତେ ବେଦଗାନ ନିହିଆ ଖେଲେନ ପାନ
 ହଲୁଇ ପଢ଼ିଏ ଘନେ ଘନ ।
 ଶୁଭଧର ବାଜନା ଶୁନି ଯୁକ୍ତା ହାର ଆମ୍ବନି
 ଟେଁକୀ ଏ କର ଆମ୍ବନନ ॥୮

সেঁউরি কর তার দখিন পদে পার
মুকুতা করিল নিরমান ॥
আনন্দেত পদতল মধুকর কোকনদ
পণ্ডিত রামাই পানন ।
এহি মোর মনস্কাম তুচ্ছি না হইও বাস
দানপতির চিন্তহ কল্লান ॥৯

অথ গান্ধারী মঙ্গলা

মঙ্গল রাগ

চৌদিকে জঅ জঅ আনন্দেত পূরল
কৌতুকেত বাজএ বাজনা ।
গামারি মঙ্গলে চলিল ভকতাগনে
হুনিআ ধাএ সর্ব জনা ॥১
আনন্দে কুতূহলে নিঙ গীত ভালে
পতাকা চলে সারি সারি ।
সোল সংখর ধ্বনি দেখি নিভঞ্ঝনী
অঙ্গনা চলে সারি সারি ॥২
ভমন করি বুলে গান্ধারি লইআ মিলে
পাইল ভাহার দরগন ।
প্রদখিন করি বলে হরি হরি
বস্ত্রেত করিল আলিঙ্গন ॥৩ ৪

বোসিল তরুভলে পবিত্র কুস মূলে
পূজা করিল রচনা ।

পণ্ডিত বাস্তব বেদ নিনাদন
জালিয়া ধূপ দীপ ধুনা ॥৪

কুম্ কুম্ চন্দন কবিআ রোপন
সুগন্ধি আর পুষ্পমালা ।

বেদর বিধানে পূজি দেবগনে
নৈবিদ্ধ পুবিআ খালা ॥৫

সাজ পূজাত্তত করি দণ্ডবত
অষ্টোঙ্গ লোটাএ খিতি ।

কৃপা কর মোরে অনাদি কবতারে
জুগল পদেত করি স্তুতি ॥৬

ভক্তার প্রধানে করিলা বরনে
বসন ভূসন চন্দনে ।

কুঠারি হাতে করি বলে হরি হরি
গাছ কাটে সুভখনে ॥৭

ধর্ম করি মনে আন নাহি জানে
তুমি লব্ব দেব খাতা ।

সুনিএ বচন ওহে নিরঞ্জন
উরিল দেব করতা ॥৮

পড়িস পূর্ব মুখে আনন্দ সর্ব লোকে
সেবকে করিতে উদ্ধার ।

আনন্দভূত হএ চলিল সম্ভে লএ

পবেসে কামার ঘরে ॥৯

কান্দু নাম ধরে ডাকে বারে বারে

সাজন করি দেহ মোরে ।

করিল অঙ্গীকার . সব মোর ভার

সাজন দিব তুম্বাবে ॥১০

বলিব কি আর ত্বন হে তৎপব

বিদ্যএ সভারে কর ।

একান্ত করি মন ভাবি নিরঞ্জন

পণ্ডিত রামে কৈল সার ॥১১

ইতি পারাবিকাটা সমাপ্ত ।

অথ ঘাট-মুক্তা ।

চাউয়া স্ত্র পরভু ধবল সিংহাসন ।

সান কইতে পরভু কবিল গমন ॥১

পশ্চিম দুআরে পরভু দিলা দরসন । পশ্চিম

দুআরে চন্দ্র পহরীকে পাডিল হঁকার । আস বাচা চন্দ্র

পহবি বাটাল তাম্বুল খাব রূপার রঞ্জিত ঘাটে নিশ্চান

কবি দিব ।

তখনত চন্দ্র পহরি প্রভুব আজ্ঞা পাইল ।

রূপার রঞ্জিত ঘাট নিশ্চান করিল ॥২

ঘাট নির্মাইল পরভু দেখি নিদ্রমান ।

এই ঘাটে সিনান কর সোকপ নারান ৩৮

সে ঘাট তেজিয়া ধর্ম করিল গমন ।

দখিন দুআরে ধর্ম দরসন দিল ৪৪

দখিন দুআরে হুমুমস্ত পহরিক হ'কার পাড়িল ।

আস বাছা হুমুমস্ত পহরি বাটাত তাম্বুল খাব স্তনার
বজ্রিৎ ঘাট নির্মান করি দিব ।

তখন হুমুমস্ত পহরি পরভুব আজ্ঞা পাইল ।

স্তনার বজ্রিৎ ঘাট নিরমান করিল ৫৫

ঘাট নিরমান হৈল পরভু দেখ বিদ্রমান ।

এই ঘাটে সিনান কর সোকপ নারান ৬৬

সে ঘাট তেজিয়া ধর্ম করিলা গমন ।

পূর্বব দুআরে ধর্ম দিল দরসন ৭৭

পূর্বব দুআরে সূজ্জ পহবিকে পাড়িল হ'কার ।

আস বাছা সূজ্জ পহরি বাটাল তাম্বুল খাএ । তাম্বব
রজ্রিৎ ঘাট নির্মান করি দিব ।

তখনত সূজ্জ পহরি পরভুর আজ্ঞা পাইল ।

তাম্বব রজ্রিৎ ঘাট নিরমান করিল ৮৮

ঘাট নিরমান হৈল পরভু দেখ বিদ্রমান ।

এই জলে সিনান করেন সোকপনারান ৯৯

সে ঘাট তেজিয়া ধর্ম করিলা গমন ।

উত্তর ঘাটেত ধর্ম দিলা দরসন ১০০

উত্তর ঘাটেত গড়ুর পহরিকে পাড়িল হুঁকার ।
আস বাছা গড়ুর পহরি বাটাএ তাম্বুল খাঅ ।
পাসানের রঞ্জিত ঘাট নিরমান করি দেব ।

তখনন্ত গড়ুর পহরী পরভুর আজ্ঞা পাইল ।
পাসানের রঞ্জিত ঘাট নিবমান করিল ॥১১
গঙ্গাজল কূপ জলে বএ জাঅ বান ।
এহি জলে সিনান করেন সোকপনাবান ॥

অথ ধর্মস্থান

ওঁ কাব জমজ্জার জমদেব ধর্ম করতার নিব খাএ
নিবমান খাএ জোঁগাএ সিদ্ধেশ্বরি অমৃতমুখে বৈস বিদি
বিদি কাল কেমন ঘরে রামস্তুি রাম রামেশ্বর । মচ্ছ
বুস্তার সতেক হাত অগ্নি সতেক হাত জল এতটা জলে
স্তান করেন নিলেপ নৈরাকার ।

সংখ উপজিল সংখ সংখর বিচার ।
কহ কহ পণ্ডিত সংখর সার ।
কোন সংখ জলে স্তান করেন^১অনাদ করতার ॥১
আদ সংখ জলার জুতি ।
হরি হরি সংখ পাপ মুক্তি ॥২
কোন সংখে না ছোঁএ পানি ।
দধিন সংখে না ছোঁএ পানি ॥

দধিন সংখে আপ পজমানি ॥৩

কে সিরজিল গজা কে সিরজিল পঙ্ক ।

তাহে উপজিল ষাটশ অঙ্গুল সংখ ॥৪

হে জঙ্গসখ হে বিজ্ঞাসখ তুঙ্গি সংখ হইএ
চিরাই । তুঙ্গার জলে স্তান করেন শ্রীধর্ম গোসাঞি ।
অভিসেক জলে স্তান মনখির কৈসের পাবন সইত্তের
পাবন সচল অচল স্থষ্টি স্থজিলেন গোসাঞি ভকত-
বৎসল । শুবস্নেহ কোদাল কপার বাঁট । মহাদেব
কুদালেন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল । জটোর কুলে পেলেন
নীর সে নীর লইয়া দসমন্ত গতি বাখানি । ব্রহ্মা
হইলেন পণ্ডিত বিষ্ণু হইলেন করি—মহাদেব মেলি
করেন জলপাবন, মূলপাবন স্থলপাবন গোষ্ঠীপাবন
ছায়াপাবন পণ্ডিতপাবন উত্তর দধিন পূব পচ্চিম
পাবন । জীত্ৰাপাবন । কাআপাবন মুণ্ড পাবন ধড়
পাবন । শুবস্নর পুঙ্কর্ণি কপার ঘাট এহি ফুল জলে
স্তান কবেন শ্রীদেব করতার । আদ্যপতি অনাদ্যপতি
করিব মার । এহি শুব পাটে ধর্ম্মর আগুসার ।
অসুস্থ বেল পলাস মোউলর পাত । সিনান করেন পরভু
ভিদসর নাথ । স্তান সন্ধ্যা গোসাঞির চাম্পান দিব
ঘাট । ধবল সিংহাসন গোসাঞির ধবল পাট । উরি-
লেন গোসাঞি ঝলমল করিএ কঙ্কে নবগুন পৈতা । †

সোল করিআ উঠিলেন গোসাঞি পশু ল বিহানে ।
 উলুক করেন স্তব পরস্তু বিজ্ঞমানে ॥৫
 উঠিলেন গোসাঞি দেবচক্রপানি ।
 তিভুবন করহ মুক্ত তিহসর অনি ॥৬
 ধবল বস্ত্র আইট ঘোড়া সূক্তর রথ বজ ।
 কনক বিচিত্র রথ তিভুবনমজ ॥৭
 সোল পাএ ধরিল গোসাঞির সুনার সিকল ।
 উদঅ করিলেন তামু ভাস্কর ॥৮
 সত মল সাত্ত্ব ভুমন্ত জল ভুমন্ত পানি । (৭)
 এহি পুন্ন জলে স্তান করেন নিরঞ্জন আপুনি ॥৯
 স্তান তগ্নন ক'রা ধন্য অঙ্গে হৈল জোতি ।
 রামাঞের বচন ধন্য কর অবগতি ॥১০

অথ তীৰ্থ আবাহন

আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী ।
 সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কোশিকী ॥১
 ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা ।
 সর্বান্তাঃ স্মনসো ভূত্বা ভূগারৈঃ শ্রাপয়ন্ত তে ॥২
 নিরঞ্জনং রূপং জলং ধ্যয়েৎ , মূলমন্ত্রং অষ্টধা জপন্ ।
 কুর্ম্মমৎস্তাঙ্কুলমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ । অথ স্তানমন্ত্রঃ—
 নমঃ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।
 নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলোৎসিন্ধি সঙ্গিধি কুরু ॥৩

কুকক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ ।
 পুণ্যান্বেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবস্তুহ ॥৪
 শৃঙ্গকপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্ননাশনং ।
 সর্ববপরঃ পরোদেবঃ তস্মাৎ বরদোত্তম ॥৫

দেবনিরঞ্জনায় নমঃ ।

ঘটপট মুক্তিকেস ।

ঘট লাগাতে পড়িল আদেস ॥৬
 দেবীর ঘট বারি অগতে জানি ।
 নিঅম ঘটবারি নেহ পুষ্পপানি ॥৭

শরণাগতদীনান্তপরিত্রাণ-পরায়ণে ।
 সর্বস্তুার্থিহরে দেবি । নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥৮
 নমঃ কুকক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ ।
 পুণ্যান্বেতানি তীর্থানি স্নানকালে ভবস্তুহ ॥৯

শ্রীকামিষ্টে দেবৈ নমঃ ॥

গণেশাদিপঞ্চদেবতাঃ পাঞ্চাঙ্গিভিঃ পূজয়েৎ ॥
 সিদ্ধুজলে সঁঝা জাল গতি ভাই আনন্নিত মনে ।
 জয় সৃংখ ধুনি দিলে তুচ্ছ নিরঞ্জনে ॥১০
 পচ্চিমে শুব্রদীপ জালিয়া সঁঝাকালে ।
 সঁঝা দিলে হঅ স্তম্ভলে ॥১১
 সন্তি জুগে দিল সঁঝা বস্তু আামনি ।
 সেতাই পণ্ডিত তথা করএ গম্বর ধনি ॥১২

রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর ।
 চারি সঅ গতি দেহ জঅ জঅকার ॥১৩
 দধিনর জত দীপ জলিয়া উজ্জল ।
 সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিল হঅ স্তমজল ॥১৪
 তেতা জুগে সাঁঝা দিল চরিত্রা আমিনি ।
 নীলাই পণ্ডিত সেথা দেএ সংখ ধুনি ॥১৫
 রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর ।
 আট সঅ গতি দেএ জঅ জঅকার ॥১৬
 পূব দিকে তামক দীপ জালিয়া উজ্জল ।
 সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিলে হএ স্তমজল ॥১৭
 দাপরেত সাঁঝা দিলা গঙ্গা জে আমিনি ।
 কংসাই পণ্ডিত সেথা করেন সংখ ধুনি ॥১৮
 বস দাপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আব ।
 বার সঅ গতি দেএ জঅ জঅকার ॥১৯
 গাজনে পাসান দীপ জলিয়া উজ্জল ।
 সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিল হএ স্তমজল ॥২০
 কলি জুগে সাঁঝা দিল দুর্গা জে আমিনি ।
 রামাই পণ্ডিত সেথা করেন সংখ ধুনি ॥২১
 রস দীপ জালএ কেহ ধূপ ধুনা আর ।
 সোল সঅ গতি দেএ জঅ জঅকার ॥২২
 সাঁঝা জাল গতি ভাই সাঁঝাঅ দেহি মন ।
 সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিলে তুর্কু নিরঞ্জন ॥২৩

শ্রবাক নারিকল অমৃত সম ফল

দাড়িম্ব টাৰা সারি সারি ।

সেইত ঘাট দিখা অমৃত ফল লইয়া

জাএন গন্ধর্ব্বর নারী ॥৫

উত্তর ঘাটে জত . ফটিকে বিরাজিত

পবাল মুকুতা ধরে ধর ।

সে ঘাটে নিরঞ্জন থাকএ অমুখন

দেখিয়া সত্তা সরোবর ॥৬

পণ্ডিত রাম আছে উন্নুক মুনি কাছে

রহিল সোল সএ গতি ।

ধর্ম্মর সিনান কালে জতেক তিথি মিলে

ধায়ন্তি সন্তে লক্ষুগতি ॥৭

পণ্ডিত বিজ় রাম সকলি গুণধাম

জনন পত্তন সাধনে ।

অনাদি পদতল মধুকর কমল

শ্রীরাম পণ্ডিত ভনে ॥৮

সিনান করেস্ত দেব নিরঞ্জন

নাখিয়া আগমর জলৈ ।

আধগু তুলসী হমু লইয়া আসি

দিলেন ধর্ম্ম পদতলে ॥৯

সাগর সঙ্গম সিনান কালে ধর্ম্ম

কুরুখেণ্ড গোদাবরী ।

নন্দনা গগুণী আইল কোঁসকী
 ধর্ম সিনানে অবতরি ॥১০
 পৈরাগ মাধব নিরন্তর সন্ত
 আইল ধর্ম স্থান কালে ।
 আরতি ভারতী আইল সরস্বতী
 সিদ্ধ আইল ছেন বেলে ॥১১
 সেইত গঙ্গা আসি মনে অভিলাষি
 আসিআ করিল ভকতি ।
 জত তিথি সঙ্গ আইলেন গঙ্গ
 ধর্ম থানে পাইব মুকতি ॥১২
 সরগে মন্দাকিনী পতিত পাবনী
 পাভালেত ভোগকতী ।
 প্রভাস পুষ্করা আইল তীর্থ বারা
 বারানসী লবুগতি ॥১৩
 তৈল আমলকী ধর্ম লএ লেপি
 দিল সন্তে ধর্মরাজে ।
 জল জল ধুনি দেই নিতম্বিনী
 সংখ ঘণ্টা বাজনা বাজে ॥১৪
 নান্দিআত জলে সিনান কুতূহলে
 ভাঁড়ান সমুদ্র তটে ।
 সংসার তারিতে ধর্ম করি চিতে
 বসিলেন ছেম বাঁটে ॥১৫

এ তব সংসার তাহে কর্ণধার
 ধর্ম বিনে গতি নাঞি ।
 রামাই পণ্ডিত রচিলেন গীত
 অশ্বকালে দিব ঠাঞি ॥১৬

অথ ধর্ম-সাজন*

পূব দিগ মাঝে কনকলঙ্কা পার ।
 কনকমণ্ডপ পরভূর কনক বেহার ॥১
 সছল কামধেনু জখা করএ বিসরাম ।

● ● ● ● ২

ডাইনে ডুমুর সাই বামে হনুমান ।
 কর জোড করিয়া দুই পাত্র বুঝান ॥৩
 মরতে আগমন পরভূ কর ভগবান ।

● ● ● ৪

উদয় করহ গোসাঞি তিদসর গতি ।
 তুঙ্গি উদয় করিলেক নর শাইব মুকতি ॥৫
 উদয় করহ গোসাঞি তিদসর হরি ।
 তুঙ্গি উদয় করিলে গোসাঞি এ সংসার তরি ॥৬

* “পঞ্চ বেদভার পূজা ধর্মপূজা অন্নপূজা রথসাজন পরে অর্ঘ্যদান।”
 এক ঝালি আধুনিক পুথির অধিক পাঠ।

এতক বচন ছুহি পাত্রে জে বলিল ।
 পাত্রের বচনে পরভূর ধেম্মান জে ভাঙ্গিল ॥৭
 এমনি কপাট তবে ছাড়ি আস্ত দিল ।
 কুম্ভর গিঠেত দুই ভঁড়ি জে ঠেকিল ॥৮
 ধর ধর সাইনি ভোগরু গুআ খাএ ।
 সপ্ত রথ ঘোড়া আঙ্গার আনিআ জুগাএ ॥৯
 ঘোড়া নিলা ধুলি পবন কর বেগ ।
 তিন দিনর পথ ঘোড়া কর এক ডেগ ॥১০
 মাথাই নামত ঘোড়া কি কহিব আর ।
 জার গিঠে সোভা করেন নেঞ্জা অবতার ॥১১
 নাঞি খাএ ঘাস ঘোড়া নাঞি খাএ পানি ।
 সতেক হাথ নেতে কৈল ঘোড়ার নিছনি ॥১২
 সরগ মরত পাতাল ঘোড়ার খরসানি ।
 ধবল বরন ঘোড়া নিল্লঅ না জানি ॥১৩
 এক ধরিল আগে এক ধরিল বেগে ।
 পাটর ডোর ধরিআ দিল পরভুব আগে ॥১৪
 ঘোড়া দেখি পরভুর হরসিত মন ।
 আপন সাজন পরভু করেন ততখন ॥১৫
 ডাহিনে কাচস্তি পরভুর বিক্খ মরা চস্তা ।
 বাম দিগে কাচস্তি পরভুর তিথার খস্তা ॥১৬
 মাথার মুকুট গগনে উঠিআ লাগে ।
 সরগর ইস্র কাপএ পাতালেত বাসুকী লাগে ॥১৭

একই আটকি পরভূর একুই হামা ।
 বার আদিত্ত পরভূর আশুনির কনা ॥১৮
 আশুনির কনা কিনা পাটর টোপলা ।
 মুক্তাহার তথাএ লাগেছে কোপলা ॥১৯
 লক্ষ দিয়া গোসাঞি জে রথসাল জান ।
 নানা রত্ন দিয়া তখন রথ জে সাজান ॥২০
 ডামা তুলসী জে হইয়া গেল স্থিতি ।
 রথে উদয় করিলেন পরভূ জুগর জুগপতি ॥২১
 দস গিরিধর কেহ বলএ নিকট কেহ বলএ দূর ।
 উদয় কর গোসাঞি খচরা সমুদ্রর কূর ॥২২
 উঠিলেন গোসাঞি বলমল করিয়া ।
 কান্দে নব শুন পৈতা নূতন করিয়া ॥২৩
 কারে দেন শুটি শুটি কারে দেন মুটি মুটি
 দরিদ্রকে ধন দেন তরাজু ধরিয়া ।
 কান্দে কান্দে দরিদ্র মাথাএ হাথ দিয়া ॥২৪
 না কান্দ দরিদ্র তোর পূরিব আস ।
 তোরে ধন দিয়া জাব তিসস কৈলাস ॥২৫
 বেদসান্ত্রী শ্রীনিরঞ্জনর পাএ ।
 বারমাসি সান্ত্রর আনিয়া জুগাএ ॥২৬
 ধর্মর চরনে জে পণ্ডিত রামএ গান ।
 ডকত নাএকে পরভূ চিস্তিব কলান ॥২৭

অথ পুষ্পাঞ্জলি

সোল সঅ গতি লএ রামাই পণ্ডিত ।
 ধর্ম্মর করেন পূজা হইয়া আনন্দিত ॥১
 নানান বাজনা নিস্ত গীত আনন্দে পূরিত ।
 এমন ধর্ম্মর সেবা ভুবনমোহিত ॥২
 ধর্ম্ম সেবা করএ জারা একান্ত ভাবনা । ২
 জে বাঞ্ছিত মনস্কাম পুরএ বাসনা ॥৩
 পচ্চিম দুআরে রাজা হৈল উপনীত ।
 আমিনি সম্মাসী রানী পণ্ডিত সহিত ॥৪
 নিপতি কবিল পূজা বুলাইল নীব ।
 কপাট এড়িয়া দেহ চন্দ্র মহাবীর ॥৫
 শূনার খাটে পাটে জাস্তির বৈসএ হাট ।
 ভেটিব সোকপনারান যুচাহ কপাট ॥৬
 পচ্চিম দুআবে রাজা জল পুষ্প লএ ।
 চারি সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিএ ॥৭
 অবনি লোটায়া রানী করে স্তুতি বানী ।
 তুস্মাব চরন দিশু আন নহি জানি ॥৮
 লিখিতে নাবিল আন্ধি তুস্মার মহিমা ।
 জীবর জীবন তুঙ্কি গুনর গরিমা ॥৯
 বস্তা বিষ্ঠু মহেসর জাহার তনএ ।
 রজ সন্ত তম আদি সর্ব্ব গুণমএ ॥১০

আমার বিসেস দোস খেমা কর মোরে ।
 সঙ্কটে তারিব মোরে সমন দুস্করে ॥১১
 সত সত পদখিন করেস্ত রাজা রানী ।
 অঞ্জলি করিআ পাএ দিল পুষ্পপানি ॥১২
 দখিন দুআরে রাজা হৈল উপনীত ।
 ধর্ম্মর করেন পূজা হএ আনন্দিত ॥১৩
 ভূপতি করিল পূজা বুলাইল নীর ।
 কপাট এড়িআ দেহ হনু মহাবীর ॥১৪
 রক্ততর খাট পাটে জাতির বৈসএ হাট ।
 পূজিব সোকপনারান ঘুচাহ কপাট ॥১৫
 দেখিল দুআরে রাজা জল পুষ্প লৈআ ।
 আট সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥১৬
 অবনী লোটাএ রানী করএ স্তুতিবানী ।
 তুস্কার চরন বিনু আন নাহি জানি ॥১৭
 লিখিতে নারিলাম আখি তুস্কার মহিমা ।
 জীবর জীবন তুঙ্গি গুনর গরিমা ॥১৮
 বস্তা বিষ্টু মহেসর জাহার তনঅ ।
 রজ সন্ত তম তুঙ্গি সর্ব গুণবঅ ॥১৯
 অসেস বিসেস দোস খেমা কর মোরে ।
 সঙ্কটে তারিব মোরে সমন দুস্করে ॥২০
 সত দণ্ডবৎ করে রাজা রানী ।
 অঞ্জলি করিআ পাএ দিলা ফুল পানি ॥২১

পূরব ছুআরে রাজা হৈল উপনীত ।
 ধর্মর করেন পূজা হৈআ আনন্দিত ॥২২
 নিগতি করেন পূজা বুলাইল নীর ।
 কপাট এড়িআ দেহ সুরজ মহাবীর ॥২৩
 হুনার খাটে পাটে জাতির বৈসএ হাট ।
 ভেটিব সোঙ্গননারান যুচাহ কপাট ॥ ৪
 পূরব ছুআরে রানী জলপূম লৈআ ।
 বার সজ গতি পূজএ জন্ম জন্ম দিআ ॥২৫
 অবনী লোটাআ রানী করএ স্তুতিবানী ।
 তুঙ্গার চরন বিষ্ণু আন নাহি জানি ॥২৬
 লিখিতে নারিলাম আশি তুঙ্গার মহিমা ।
 জীবর জীবন তুঙ্গা গুনর গরিমা ॥২৭
 বস্তা বিষ্টু মহেসর তুঙ্গাব তনএ ।
 রজ সন্ত তম আদি সর্ব গুনমজ ॥২৮
 অসেস বিসেস দোস খেমা কর মোরে ।
 সঙ্কটে ভারিব মোরে সমন দুস্করে ॥২৯
 সত সত দণ্ডবৎ করএ রাজা রানী ।
 অঞ্জলি করিআ পাএ দিল পুঙ্খ পানি ॥৩০
 গাজন ছুআরে রাজা হৈল উপনীত ।
 ধর্মর করেন পূজা হৈআ আনন্দিত ॥৩১
 নিগতি করেন পূজা বুলাইল নীর ।
 কপাট এড়িআ দেহ গুরু মহাবীর ॥৩১ -

সুনার খাট পাটে জাতির বৈসে হাট ।
 ভেটিব সোঁকপনারান ঘুচাহ কপাট ॥৩২
 গাজন দুআরে রাজা জলপুষ্প লতা ।
 সোল সখ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥৩৩
 অবনী লোটাআ পাএ করএ স্তুতিবানী ।
 তুষ্কার চরন বিম্বু আন নহি জানি ॥৩৪
 লিখিতে নারিল আন্ধি তুষ্কার মহিমা ।
 জীবর জীবন তুঙ্কি গুনর গরিমা ॥৩৫
 বস্তা বিষ্টু মহেসর জাহার তনএ ।
 রজ সন্ত তম তুঙ্কি সর্ব গুনমঅ ॥৩৬
 অসেস বিসেস দোস খেমা কব মোরে ।
 সন্ধটে তাবিব পরভু সমন দুস্করে ॥৩৭
 সত সত দণ্ডবৎ করএ রাজা রানী ।
 অঞ্জলি করিআ পাএ দেএ পুষ্পপানি ॥৩৮
 পুষ্পাঞ্জলি গীত পণ্ডিত রামএ গান ।
 ভকত নাঅকে ধর্ম টিস্তিঅ কল্পান ॥৩৯

দেবস্থান .

ডাক দিআ বলে হর জত দেবগনে ।
 সুনিব অনাদ্দ কথা ধর্মর পুরানে ॥১
 জার জেবা রহথত উরিল সেই স্থানে ।
 দুর্ভাগ্য ধর্মব সেবা পাই বহু পুন্নে ॥২

তপসা করেন বস্তা দেহে দিয়া জল্ল ।
 বিষ্ণু দেব তপ করএ আবাহনমন্ত্র ॥৩
 উক্ত পদ হেট মাথা করিএ পশুপতি ।
 সিঙ্গা ডুম্বুর সিং করিয়া সংগতি ॥৪
 সিঙ্গাএত গান গীত ডুম্বুরে ধরএ তাল ।
 ধর্ম ধিআইআ সিং বাজাইছে গাল ॥৫
 মুনি গনে তপ কবএ ভাবি এক মনে ।
 ধর্ম বিষ্ণু আন নাহি দেব এ তিন ভুবনে ॥৬
 ঋসিগন তপ সাধএ ন ভখিআ নীব ।
 পুবন্দর তপ করএ দহিআ সবীর ॥৭
 আর জত তপ সাধে তুলসী ভখন ।
 সর্ব্ব দুখ খণ্ডি বৈসএ বিনে নিবঞ্জন ॥৮
 বিমানএ চাপিআ পুন বৈকুণ্ঠ গমন ।
 একান্ত হইআ ভজ ধর্ম্মর চবন ॥৯
 বৈকুণ্ঠ ভুবনে ধর্ম্ম হইলেন স্থিতি ।
 রামাই পণ্ডিত গান জে মধুর ভারতী ॥১০

অথ মুক্তা-মঙ্গলা

মেলিআ দেবতা লইআ মুকুতা
 মঙ্গল করেন তার ।
 করি স্তবধন কৈল মঙ্গলন
 ধর্ম্ম পদ করি সার ॥১

মনে আনন্দিত বারমতি গীত
পুরিল ঘব ।

দেবগন মেলি বল্লুকার বালি
আনিলেন ততপর ।

বাঙ্কিআ মঞ্জল দেবতা সকল
তাঁহা ভরিলেন ঘর ॥২

নেতাই পণ্ডিত হৈল উপনীত
দিচ করি নিল মুঠি ।

জঅ জঅ ধন্য ছঙ্কারিআ বস্ত
রাখিলেন কুর্শ্বর পিঠি ॥৩

নীলাই পণ্ডিত হৈল উপনীত
প্রেরেশিল ঘব ।

পবাল মুকুতা আনিআত তথা
সুখী জম নিপবব ॥৪

দববর মহিমা কি দিব উপমা
চৌদিকে রোপিল কলা ।

মনে অভিলাস গন্ধ অধিবাস
দিআ সাত পুষ্পমালা ॥৫

আনন্দে তরল বাঙ্কিআ মঞ্জল
দিচ করি নিল মুঠি ।

জঅ জঅকার সকলি সংসার
রাখিঅ কুর্শ্বর পিঠি ॥৬

রজত কাঞ্চন করিয়া জতন
 আনিল মার্কণ্ড মুনি ।
 অস্তুরে তরাস মুখে ধর্ম্য ভাস
 রাখ দেব চুড়ামনি ॥৭
 সোল উপচার করি একাকার
 পূজেন আনন্দ হৈয়া ।
 তবে জুগপতি দেখিয়া ভকতি
 পুর পূজা কৈল বৈয়া ॥৮
 কংসাই পণ্ডিত করি নিস্ত গীত
 দিট করি নিল মুটি ।
 দেবতা রমনি দিল জন্ম ধুনি
 রাখিল কুর্ম্মর পিঠি ॥৯
 আতপ তাঁড়ুল দেবতা সকল
 মুকুতা করিল তাব ।
 দেব অসিগন সভার জীবন
 ছন্ন ভ সংসারর সার ॥১০
 হরিচন্দ্র রাজা ভপে মহাতেজা
 বারমন্ডি ভরিল ঘর ।
 বৈকুণ্ঠ তেজিয়া ভকতি বুঝিয়া
 উরিলেন জুগেসর ॥১১
 রাজা দিজে ভক্তি আনন্দিত অতি
 একভাবে ধর্ম্যপূজে ।

দিয়া পুষ্পাঞ্জলি মনে কুতূহলি
নাচে নিপ উৰ্দ্ধ ভুজে ॥১২ ✕

হাম মূঢ়মতি নাঞি ভক্তি স্তুতি
পকাসিয়া লেহ পূজা ।

ভুজি জুগপতি . অনন্ত মুরতি
অখিল ভুবনর রাজা ॥১৩

রামাই পণ্ডিত ভুবনে বিদিত
দিট করি নিল মুঠি ।

ভাবি ধন্যপদ পটি পঞ্চশেদ
বাখিল কুম্বর পিটি ॥১৪

নাএকর মঙ্গল করহ সকল
নিবেদন তুঞা পাএ ।

ধন্য পদতলে বিজ্ঞ রামএ বোলে
সর্বত্র হইব সহাএ ॥১৫

চৌদিকে জঅ জঅ আনন্দেত পূর মঅ
করেন মুক্তা মঙ্গলনে ।

অনাদি নিরঞ্জন করিলেন আগমন
বার মতি ইন্দব ভবনে ॥১৬ •

মেলিয়া বামা গন আনন্দে পূর মন
পণ্ডিতে মেলি গাএ গীত ।

বেদর বিধানে পূজিল দেবগনে +
মঙ্গল জেগন বিহিত ॥১৭

মহী গন্ধ আদি পাসান জগলাদি

দধি পদীপ স্ফটিক চামরে ।

দগ্ধন কপা সনা কঙ্কল গোরচনা,

ছুকবা ধান্ন ততপরে ॥১৮

আরোপিএ ঘট দিলেন হফ্ সট্*

ভাঁড়ুল ফল গড় পুবি ।

সিন্দূর স্ফোভন স্ফগন্ধি চন্দন

বসন দিএ পূজা কবি ॥১৯

ছন্দুভি বাজনা বাজাএ ঘনে ঘনা

বরজ ভোর ধিবকালি ।

ভকিতা আমিনি করিল জঅ ধুলনি

স্ফসংখ ঘট করতালি ॥২০

জালি দিল চাবি চৌদিকে সাবি সাবি

মুকুতা কবিআ বেটিত ।

মনে অভিলাস অজাব স্ফতবাস

দিআত পূজিল পাণ্ডিত ॥২১

ধর্ম চরণ গুনে রামাই পণ্ডিত ভনে

রচএ কবি অনাদব দাস ।

অচনা করিআ মনে ভাবি পূজ নিবঞ্জে

ভকতর বিঘ্নি কর নাস ॥২২

অথ ধর্মপূজা

ধানসী রাগ

দেব নিবঞ্জন পূজাব কারন
ডাক দিআ হনুমানে ।
করিআ তুষিত পুখবি নিম্মিত ,
দেহ মোর সন্নিধানে ॥১
হনুমান আসি মনে অভিলাসী
পদধিন সতবাব ।
কবি জোড়কর পবন কোণ্ডর
হনু কৈল অঙ্গীকার ॥২
দেব আড্ডা লএ পন্নাম করিএ
, হনু জান লঘুগতি ।
কবিআ কোতুকে কুডে বজ্জ নখে '
করিআ অনেক ভকতি ॥৩
ঝুডি কদাল নাঞি সঙ্করে গোসাঞি
সাপটীআ ধরে মাটি ।
ধম্ম করি চিতে কুড়িতে কুড়িতে
ঠেকিল কূর্ম্মব দ্বিঠি ॥৪
পাটত বন্তিস গন্তীব বিসেস
মালভাগুর রই ঘর ।
পাএ ধর্ম্মধব পবন কোণ্ডর
কুড়িলেন সবোবর ॥৫

আড়া পরিসর জেন মহীধব
চন্দনর মাল জাট ।

রচন সুবন্ন অতি বিচখন
বাক্সিল পচ্চিম ঘাট ॥৬

কপার সঙ্কার রচি থরে থার
বাক্সিল দখিন ঘাট ।

কবিল নিশ্চান নানা অশুষ্ঠান
বিবচিত পাছু বাট ॥৭

ভামব পাথর রচি থাব থব
বাক্সিল পূব্বর ঘাট ।

কদম্ব বকুল কপি নানা ফুল
নানা চিত্ত কৈলা সাট ॥৮।

মুক্তার পাথর দেখিতে সুন্দর
আনিল পব্বত হৈতে ।

অনেক প্রবন্ধে বচি নানা ছন্দে
নিশ্চাইল উত্তরতে ॥৯

সূর্য সরোবর দেখি বীরবর
পাতাল পরবেস কৈল ।

ভগতিব জল তুলএ মহাবল
সরোবর পূর্য হইল ॥১০

দখিন পবন বহএ ঘন ঘন
আসিআ বসন্ত কালে ।

শিখিগন মেলি করএ কুতহলি
 তাণুব করেস্তি জলে ॥১১
 মনর অভিলাস জত রাজহাঁস
 চাতক চাতকী ডাক ।
 খঞ্জনা খঞ্জনী করে নানা ধুনি
 উড় বৈসএ ঝাকে ঝাক ॥১২
 বীর হনুমান করিল উদিআন
 বেডিআত সরোবর ।
 ডাডিস্ন সীফল কপি বিকল
 নানা ফুল মনোহর ॥১৩
 করি স্তুত বেলা বাক্সি বনমালা
 উপনীত ধন্থখানে ।
 পবন নন্দন করএ নিবেদন
 বামাই পঙ্খিত ভনে ॥১৪

অথ মুক্তিস্থান

পুখুর কুডিআ হনু করিল গমন ।
 অনাদি নিকট গিআ দিল দরসন ॥১
 দুকব জুডিআ হনু কৈল নিবেদন ।
 ভকত বৎসল পরভু দেব নিরঞ্জন ॥২
 স্তম্ভখনে নিরঞ্জন চটি স্তনার দোলা ।
 নানা বাজ উত্তরোল বাজএ স্তম্ভবেলা ॥৩

মিদগ্ন মন্দিবা বাজএ জঅ সম্ব ঘণ্টা ।
 সবগ লোক মরত লোক হইল উৎকণ্ঠা ॥৪
 বস্ত্রা বিষ্ঠু মহেসব জত দেব স্বাষি ।
 মুকুতা চান করিবারে মন অভিলাসি ॥৫
 সরগ লোক মরত লোক আইল পাতাল ।
 ইন্দ সুরপতি আইল পাএ স্তম্ভকাল ॥৬
 জেমন আছিল পূর্বে দেব নিবদ্ধিত । +
 বসিষ্ঠ নারদ আইল কুলপুবোহিত ॥৭
 সুনাব ঘটত বারি করিয়া বোপন ।
 অগব চন্দন ফুল নেতর বসন ॥৮
 বস্ত্রা পডএ বেদ আগম পুৰান ।
 মহেস বলেস্ত কিছু সুন ভগবান ॥৯
 চাবি খান ঘাট সোভা দেখি সুপকাস ।
 তৈল আমলকী দিয়া ঘাট অধিবাস ॥১০
 হবিদা কুঙ্কুম চুয়া চন্দন বাসব ।
 ধূপে আমোদিত কৈল সেই সবোবর ॥১১
 ফটিকর খান জাটি করিল বোপন ।
 অগর চন্দন ফুল নেতর বসন ॥১২
 সূন্ন তিসংখ সোভা অতি মনোহর ।
 বগমল করএ তথি তিসংখ উপর ॥১৩
 বলমল করএ তথি মুকুতা পখাল ।
 অনাদি আনন্দর স্থখ বাঢ়িল বিসাল ॥১৪

সারি সারি রস্মা রূপি গুবাক সুন্দর ।
 বনমালা নাশে তথি অতি মনোহর ॥১৫
 পুখরী পিতিঠা কৈল বেদ ছাঁকাবিআ ।
 নানা দিক উপহার মঙ্গল বচিআ ॥১৬
 বসন অঙ্গুবি ঘাটে করিল নিছনি ।
 পাট নেত বস্ত্র আদি দিল নিপমনি ॥১৭
 পলাল মুকুতা হীবা পবল কাঞ্চন ।
 কোতুকে দেখিল স্থখে দেব নিবঞ্জন ॥১৮
 সেই ঘাটে সব লোক কবএ চান দান ।
 ধম্মবাজে সেবএ লোক ছায়া মতিমান ॥১৯
 পুত পবিবাব কেহ চাহএ ধন জন ।
 আনন্দে দিলেন বব দেব নিবঞ্জন ॥২০
 আঁধা বাঁঝা বোগী কুড়ী চান কবেন জলে ।
 অবিস্ তাহাব কাজ সিদ্ধ হএ ফলে ॥২১
 মহাপাপী বিনাসন কবএ মুক্তা চানে ।
 রামাই পণ্ডিত কহএ আগম পুরানে ॥২২

অথ চাঁস

জত দূর ধম্মর ওঁকার জ্ঞান ।
 গাবস্তের মহাপাপ দূরত পলান ॥১

(সীকাগাথন । কুলপাথন । পঞ্চসেবতাগুণা । অর্থ্য দান ।
 দান ।' মুক্তা চান ।)

সাম জজু ঋক অথববেদ-

ওঁকার লইয়া ধন্যর পঞ্চম বেদ ।

শুন শুন পণ্ডিত আগমর ভেদ ॥২

জখন আছেন গোসাঞি হইয়া দিগম্বর ।

ঘরে ঘরে ভিখা মাগিয়া বুলেন ঈশ্বর ॥৩

বজ্রনী পরভাতে ভিক্ষাব লাগি জাই ।

কুখাএ পাই কুখাএ ন পাই ॥৪

হস্তকী বএড়া তাহে করি দিনপাত ।

কত হরস গোসাঞি ভিক্ষাএ ভাত ॥৫

আজ্ঞার বচনে গোসাঞি তুঙ্গি চস চস ।

কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥৬

পুখরী কাঁদাএ লইব ভূম খানি ।

আবসা হইলে জেন হিচএ দিব পানি ॥৭

আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিয়া ।

পবম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইয়া ॥৮

ঘরে ধান্ন থাকিলেক পবজু সুখে অন্ন খাব ।

অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব ॥৯

কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড ।

কঁত না পরিব গোঁসাই কেওনা বাঘব ছড় ॥১০

তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ ।

কত না মাখিব গোসাঞি 'বিভূতি গুলা গাএ' ॥১১

মুগ বাটলা আৰ চসিহ ইধু চাস ।
 তবে হবেক গোঁসাই পঞ্চামৰ্ত্তৰ আস ॥১২
 সকল চাস চস পরভু আর কইও কলা ।
 সকল দব্ব পাই জেন ধন্যপূজার বেলা ॥১৩
 এতেক স্রবিধা হর মনেত ভাবিল ।
 মন পবন দুই হেলএ সিজন করিল ॥১৪
 স্রনার জে লাজল কৈল রূপার জে ফাল ।
 আগে পিছু লাজলেত এ তিন গোজাল ॥১৫
 আস জোতি পাস জোতি আন্তর বড চিন্তা ।
 তদিগে দুসলি দিআ জুআলে কৈল বিদ্যা ॥১৬
 সকল সাজ হৈল পরভুর আর সাজ চাই ।
 গটা দস কুআ দিআ সাজাইল মই ॥১৭
 তাবর দুভিতে চাই দুগাছি সলি দডি ।
 চাস চসিতে চাই স্রনার পাচন বাড়ি ॥১৮
 মাঘ মাসে গোঁসাই পিখিবি মজলিল ।
 জতগুলি ভূম পরভু সকলি চসিল ॥১৯
 ভূমে চাস দিআ পরভু ভূম কৈল তথা ।
 বীচ ভোজ নহি দুগ্গা বল তার কথা ॥২০
 পাববী বোলেন পরভু না চসিব চাস ।
 খেআনে বসিলেন পরভু ছাড়িআ নিসাস ॥২১
 এক দিন রস হাসে কৈলাসে ভোলানাথে ।
 পেম রসে তিলোচন পাববীর মাথে ॥২২

কোতুক করিতে সিব উপজিল কাম ।
 কামে উপজিল ধান কামদ বলি নাম ॥২৩
 এক ধানে হইবাক সহস্রেক নাম ।
 ইহাতে আসিআ লক্ষী করিব বিরাম ॥২৪
 জতেক ধান গোসাঞি সকলি বুনিল ।
 চাস চসিআ গোসাঞি লাজল তুলিল ॥২৫
 সাবণ মাসেত ধান হইলেন গছা ।
 ধান দেখিআ পরভুর মনে বোড ইচ্ছা ॥২৬
 ভাদ্র মাসেত হৈল ধান অতি মশুহর ।
 ডহর ডাঙ্গর সব একুই শ্বসর ॥২৭
 আসিন মাসেত মেঘে বারিসএ বিসিকানি ।
 নদীএ আছেন কুপ জল পূরিত জে পানি ॥২৮
 কান্তিকের সোলুঙেতে নাহিক আফুলা ।
 অঘানে পাকএ সিস নামএ পডএ কলা ॥২৯
 তখন গোসাঞি কোন বুদ্ধি জে করিল ।
 ধান দাইতে পরভুর চিন্তা জে হইল ॥৩০
 বিসনাথ বিসকন্দা হঁকার পাডিল ।
 আসিআত বিসকন্দা পরনাম করিল ॥৩১
 বনর মিগীক পরভু হঁকার পাডিল ।
 আসিআত মিগবর উপনীত হৈল ॥৩২
 জীঅন্ত মিগীর ছাল ছাড়িআ লইল ।
 বাতাস মণ্ডল জাঁতা ছাইআ লইল ॥৩৩

জাঁতা ছাইয়া তথা খোঁটা জে পুড়িল ।
 বিসকম্মাক হর অমুমতি দিল ॥৩৪
 ধর ধর বিসকম্মা ভোগর শুআ বাএ ।
 সত পল সুনার কাস্ত গঠিয়া জুগাএ ॥৩৫
 তাতা করিয়া নন্দি মহাতাক ছাড়িল ।
 সুনার কাস্ত খানি গঠিয়া জুগাল ॥৩৬
 লাত নারিকল জলে দাখানি পানিঅল ।
 মরা মিগ পুনরাএ পরান দান গাইল ॥৩৭
 নাম সপ্ত জপিআ মারিল মিগর গাএ ।
 বনর মিগ তখন বনেত পালাএ ॥৩৮ ✓
 সরগর ভীম খেস্তীক জে হুঁকার পাড়িল ।
 আসিআত ভীম খেস্তী পরনাম কবিল ॥৩৯
 আজ্ঞা দিলেন হর ধান জে দাইতে ।
 দখিন মুখেত উপনীত হইলেন খেতে ॥৪০
 ছুবার গাঙ্গেত বহুত খানি জোলি ।
 ভীম ধান দাইলেন আড়াই হাকুলি ॥৪১
 মুডাগিরি পক্বত জুড়িয়া পালই দিআ ।
 হুম্মান মহাবীরে পহরি রাখিআ ॥৪২
 ভীম খেস্তী হরে গিএ সব জানাইল ।
 জত ধান ছিল পরভু সকলি দাইল ॥৪৩
 দুবার গাঙ্গেত বহুতখানি জোলি ।
 ভীম খেস্তী ধান দাইলেন আড়াই হালি ॥৪৪

সুনীমা ক্রোধিত হইল হর মহাসএ ।
 স্নু স্নু ভীম খেতি সে ধানে আগুনি ভেজাএ ॥৪৫
 ভীম তবে বরুনর সাথী জে রাখিল ।
 হিজুলা দেবীক ভীম সজেত লইল ॥৪৬
 আগুন দিল ধান পুড়ে সবগে উঠএ ধুঞা ।
 পালোএতে আগুন দিয়া পলাইল ভীমা ॥৪৭
 আড়াই হালা ধান পুড়এ দুআদস বছর ।
 দেবী স্নুতা কাটএ দেখএ ধুঞাত অঘর ॥৪৮
 চুঞা পড়া আঘান দেবী পাইল তখন ।
 দেবতা সভাত গিয়া দিল দরসন ॥৪৯
 বিস্তর দুখেত পরতু জনমাইল ধান ।
 ভীমক চাই বামন পটল তাঁউলর আন ॥৫০
 তিন পুখরীর জল চাই গগুসেকে ।
 সাত পুখরীর জল চাই একু নিসাসেকে ॥৫১
 কিরপেত রক্খা পাইব সব লোক ।
 এ সকল সুনীমা হরর হৈল সোক ॥৫২
 ইন্দর বলিআ হর পাড়িল হঁকারে ।
 ছিস্টি রক্খা কর ইন্দর হৈল ছারখার ॥৫৩
 খীর কুণ্ডর খীর অমর্ত কুণ্ডর পানি ।
 অমর্ত বরিসন ইন্দর করিল আপুনি ॥৫৪
 গোসাঞি দিলেন তবে বিউদ্রির বাজ ।
 জত ছিল ছার পাঁস উড়িয়াত জাঅ ॥৫৫

পুনরপি গোসাঞি ছিহথ বুলাইল ।
 জেমতি ধান ছিল পূর্ব তেমতি হইল ॥৫৫
 এখন মুক্তাক কোন্ কোন্ ধান চাই ।
 সভাপর মুক্তাহার লাগএ তথাই ॥৫৬
 জেঠ ধান বুলেন গোসাঞি ছিছরা আমলো ।
 আলাচিত কেফেরি দেখিতে জেবা কালো ॥৫৭
 সনা খডকি দুগ্গাতোগ আসআঙ্গ কল ।
 আস মুক্তাহার বুলেন দিগুন জার কল ॥৫৮
 কালা মুগড বুলেন গোসাঞি ছড়া মারিবার তরে ।
 নাগর জুআন বুনেন পরডু বাছিআ ভাজরে ॥৫৯
 তুলা সালি বুনেন পরডু তুলা জার গাএ ।
 আসতির বুলেন পবডু বাঅ গন্ধ বাএ ॥৬০
 ধান মাঝে ধান বুনেন বক কডি ।
 গোতম পলাল বুনেন পাতল জার ছডি ॥৬১
 পাঙ্গুসিআ ভাদমুখি বুনেন খেমরাঅ ।
 তুলন ধান বুনেন বিরিকি দুহরাঅ ॥৬২
 গুজুরা বোআলি দাড হাতি পাঞ্জব ।
 বুড়া মাস্তা ধান বুনেন দেখিতে সুন্দর ॥৬৩
 হাটিআ হুটিআ কআ তিল সাগরি আর ।
 জার মুক্তাঅ ধম্ম হৈল আগুসার ॥৬৪
 লতামৌ মোকলল আর খেজুর ছডি ।
 পবত জিরা গন্ধতুলসী আর দলা গুড়ি ॥৬৫

বন্ধি বাঁস গজা আর গীতাসালী ।
 হকুলি হরিকালি বুলেন কুশুমসালী ॥৬৩
 রক্তসাল চন্দনসাল বুলেন এক ভিতে ।
 রাজদল মৌকলস বুলেন তুরিতে ॥৬৭
 উডাসালী বিদ্ধসালী আর লাউসালী ।
 নানা ধান বুলেন পরভু ধান জে ভাদোলী ॥৬৮
 রাজদল মৌকলস আজান সিংহলি ।
 কালা কান্তিক মেগি বুলিলেন ভুলি ॥৬৯
 ধীর কদ্বা বুলেন পরভু পহাল রনজ্ঞন ।
 কাশদ ধান বুলেন পরভু জেবা বাতি জলে হয় ॥৭০
 খুদ দুহুরাজ বুলেন ভজনা বাঁকই ।
 মূলা মুক্তশাহার পরভু বুলেন একু ঠাই ॥৭১
 পিপিডা বাঁসগজা বুলেন ককচি ।
 শুধু মাধবলতা বুলেন বাগন বিচি ॥৭২
 কোটা মেটা রাগগড ভোজনা আর বোর ।
 কোঙর ভোগ জলা রাজি আর কনকচুর ॥৭৩
 লালকামিনি সোলপনা বুলে পাছাঁ ভোগ ।
 আন্ধারকুলি ছুমলে উলি আর গোপালভোগ ॥৭৪
 বুথি আজান লক্ষী বুলেন বাঁমমতী ।
 সাল ছাটী পসি কাঁঙদ গন্ধমালতী ॥৭৫
 আম পাবন গজা বালি বুলেন পাথরা ।
 মসি লোট বিজা সাল বুলেন তসরা ॥৭৬

সম ধুনা হুআ সান বুনেন টাঙ্গন ।
 হরি মহীপাল বাঁকসাল বুনে মঙ্গলন ॥৭৭
 বাঁকচুর পুআন বিড়ি গেঁড়ি গোপাল ।
 হুডা বাঁসকাটা বুনে মরিচ মইপাল ॥৭৮
 জলার ধান বাঁকুই বুনে লোটাইআ জঅ ।
 আখল পলিএ দাঅ বিডা বঅ লাঅ ॥৭৯
 কহেন রামাই পণ্ডিত ধানর জনম সাঅ ।
 ডকত নাএকে ধম্ম হব বরদাঅ ॥৮০

অথ নিয়ম-ভঙ্গ

নিঅম ধর পাল সনিবার
 এইত অনাদর ঘরে ।
 পুকরবার দিনে নিঅম নিকেতনে ✕
 সমন কি করিতে পারে ॥১
 আমিনি সন্নাসী ধম্ম অভিলাসী
 নিঅম করিব একা ।
 সনিবার দিনে বেলা অবসানে
 ভেটিব ত্রিধম্ম পাছকা ॥২
 পুনার ঝারিতে বহুআ তুরিতে
 লইল নীর পুরিআ ।

নিঅম ভাঙ্গে ধর্ম জাত সঙ্গে
চারি সঅ গতি লইআ ॥৩

নিঅম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদর ঘরে ।

সুক্রবার দিনে নিঅমে নিকতনে
সমন কি করিতে পারে ॥৪

আমিনি সন্ন্যাসী ধর্ম অভিলাসী
নিঅম করিল একা ।

সনিবার দিনে ভাটী অবসানে
ভেটিব শ্রীধর্ম পাছুকা ॥৫

চরিত্রা তুরিতে রূপার ঝারিতে
লইল খীর পুরিআ ।

নিঅম ভাঙ্গে ধর্ম জাত সঙ্গে
আট সঅ গতি লইআ ॥৬

নিঅম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদর ঘরে ।

সুক্রবার দিনে নিঅমে নিকেতনে
সমন কি করিতে পারে ॥৭

আমিনি সন্ন্যাসী ধর্ম অভিলাসী
নিঅম করিব একা ।

সনিবার দিনে ভাটী অবসানে
ভেটিব শ্রীধর্ম পাছুকা ॥৮

ভামক ঝারিতে গঙ্গা তুরিতে
লইল পদ্ম পুরিমা ।

নিয়ম ভাঙ্গে ধন্য জাত সঙ্গে
বার সখ্য গতি লৈয়া ॥৯

নিয়ম ধর পাল সনিবার
এইত অনাদর ঘবে ।

সুকরবার দিনে নিয়ম নিকতনে
সমন কি করিতে পারে ॥১০

আমিনি সম্মানী ধর্ম্য অতিলাসী
নিয়ম করিল একা ।

সনিবার দিনে ভাটী অবসানে
পূজিব শ্রীধন্য পাছুকা ॥১১

পিতল ঝারিতে দুগগা জে তুরিতে
লৈল সুখা পুরিমা ।

নিয়ম ভাঙ্গে ধন্য জাহ সঙ্গে
সোল সএ গতি লৈয়া ॥১২

ধর্ম্য চবন গুনে রামাই পণ্ডিত তনে
রচে কবি অনাদর দাগ ।

অচ্চনা করিয়া মনে ভাব পূজি নিবঞ্জে
ভকতর যিঙ্গি কর নাম ॥১৩



অথ চনা পাবন

সেত বন্নর ঘোড়া সেত বন্নর জোড়া

সেত বন্নর পাছুকা ।

সেতাই পণ্ডিত , করএ নিত গীত

পসন্ন হইল বন্নুকা ॥১

বহুত্না আমিনি সেত চনা আনি

পূজএ দেব নিরঞ্জে ।

পশ্চিম দুআরে ধন্যর গোচবে

চারি সএ গতি গনে ॥২

নীল বন্নর ঘোড়া নীল বন্নর জোড়া

নীল বন্নর পাছুকা ।

নীলাই পণ্ডিত করে নিত গীত

পূন্ন হইল বন্নুকা ॥৩

চরিত্রা আমিনি নীল চনা আনি

পূজএ দেব নিরঞ্জে ।

দধিন দুআরে ধন্যর গোচরে

আট সঅ গতি গনে ॥৪

কংস বন্নর ঘোড়া কংস বন্নর জোড়া

কংস বন্নর পাছুকা ।

কংসাই পণ্ডিত করএ নিত গীত

পসন্ন হইল বন্নুকা ॥৫

গজাত আমিনি কীস চনা আমি
 পূজএ দেব নিরঞ্জে ।
 পূবর দুআরে ধর্মর গোচরে
 বার সঅ গতি গনে ॥৬
 তামর বসর ছোড়া তামাকর ছোড়া
 তামাক বসর পাছকা ।
 রামাই পণ্ডিত করে নিত গীত
 পসন্ন হৈল বসুকা ॥৭
 দুর্গাত আমিনি তামর চনা আমি
 পূজএ দেব নিরঞ্জে ।
 সোল সঅ গতি পূজএ জুগপতি
 লইআ আমিনি গনে ॥৮
 ধর্ম চরন শুনে রামাই পণ্ডিত ভনে
 রচএ কবি অনাদর দাস ।
 অচনা করিআ মনে ভাবি পূজ নিবঞ্জে
 ভকতর বিদ্রি কর নাস ॥৯

অথ টীকা-প্রতিষ্ঠা

বাহর কঙ্কন বান্ধি দিল জঅ জঅ কার ।
 এক মনে পূজা কর দেব করতার ॥১
 পশ্চিম দুআয়ে আছেএ বসুআ আমিনি ।
 সেতাই পণ্ডিত তথা চন্দ মহামুনি ॥২

আতপ তাঁড়ুল নিল খালেত পুরিআ ।
 চারি সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥৩
 বাহর কঙ্কন বাঁকি দিল জঅ জঅ কার ।
 এক মনে পূজা কর ধর্ম করতার ॥৪
 দখিন দুআরে আছএ চরিত্রা আমিনি ।
 নীলাই পণ্ডিত তথা হনু মহামুনি ॥৫
 আতপ তাঁড়ুল তখি খালাত পুরিআ ।
 আট সঅ গতি পূজএ ধর্ম খিআইআ ॥৬
 বাহব কঙ্কন বাঁকি দিল জঅ জঅ কাব ।
 একমনে পূজা করএ ধর্ম করতাব ॥৭
 পূব দুআরে আছএ গজা গো আমিনি ।
 কংসাই পণ্ডিত তথা সুরজ মহামুনি ॥৮
 আতপ তাঁড়ুল নিল খালেত পুরিআ ।
 বাব সঅ গতি পূজএ ধর্ম খিআইআ ॥৯
 বাহর কঙ্কন বাঁকি দিল জঅ জঅকার ।
 এক মনে পূজা করএ ধর্ম করতার ॥১০
 গাজন দুআরে আছএ দুগুগা গো আমিনি ।
 বামাই পণ্ডিত তথা গডুর মহামুনি ॥১১
 আতপ তাঁড়ুল নিল খালাএ পুরিআ ।
 সোলি সঅ গতি পূজএ জঅ জঅ দিআ ॥১২
 ধর্ম চরণেতে পণ্ডিত রাম গান ।
 তকত না একে ধর্ম চিহ্নিব কল্লান ॥১৩

অথ হোম-যজ্ঞ

হোম যজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন ।
 বস্ত্রা বিষ্টু আইলেস্ত আর দেব পঞ্চানন ॥১
 বিরিকি মরীচি পজাপতি আর পুরন্দর ।
 লঘুগতি আইলা দেব জত রথর উপর ॥২
 বিমানে চাপিআ আইলা জত মহামুনি ।
 সেবক ভাবিতে ধন্য উরিলা আপুনি ॥৩
 পচ্চিমে সেতাই আলা চারি সঅ গতি ।
 চন্দ কোটাল আইলা হইআ সংহতি ॥৪
 হোম যজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন ।
 বস্ত্রা বিষ্টু আইলেস্ত আর দেব পঞ্চানন ॥৫
 বিরিকি মরীচি পজাপতি পুরন্দর ।
 লঘুগতি আইলা দেব রথর উপর ॥৬
 রিগানে চাপিআ আইলা জত দেবমুনি ।
 সেবক ভাবিতে ধন্য উরিলা আপুনি ॥৭
 পচ্চিমে সেতাই আইলা চারিসঅ গতি ।
 চন্দ কোটাল আইলা হইআ সংহতি ॥৮
 হোম যজ্ঞ অধিবাস মন্ত্র আবাহন ।
 বস্ত্রা বিষ্টু আইলেস্ত আর দেব পঞ্চানন ॥৯
 বিবিধি মরীচি পজাপতি পুরন্দর ।
 লঘুগতি আইলা দেব রথর উপর ॥১০

বিমানে চাপিআ আইলা জত দেবমুনি ।
 সেবক তারিতে ধর্ম উরিলা আপুনি ॥১১
 দধিনে নীলাই আইলা আট সঅ গতি ।
 হমু কোটাল আইলা করিআ সংহতি ॥১২
 হোম জঙ্ঘ অধিবাস মন্ত্র আবাহন ।
 বস্তা বিষ্ঠু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥১৩
 বিরিকি মরীচি পজাপতি পুরন্দর ।
 লঘুগতি আইল দেব রথর উপর ॥১৪
 বিমানে চাপিআ আইল জত দেবমুনি ।
 সেবক তারিতে ধর্ম উরিলা আপুনি ॥১৫
 পূবেত কংসাই আইল বার সঅ গতি ।
 স্বরজ কোটাল আইলা করিআ সংহতি ॥১৬
 হোম জঙ্ঘ অধিবাস মন্ত্র আবাহন ।
 বস্তা বিষ্ঠু আইলেন্ত আর দেব পঞ্চানন ॥১৭
 বিরিকি মরীচি আর পজাপতি পুরন্দর ।
 লঘুগতি আইল দেব রথর উপর ॥১৮
 বিমানে চড়িআ আইলা জত দেবমুনি ।
 সেবক তারিতে ধর্ম উরিলেন আপুনি ॥১৯
 গাজনে রামাই আইলা সোল সঅ গতি ।
 গড়ুর কোটাল আইল করিআ সংহতি ॥২০
 জতেক পণ্ডিত কৈল বেদর'বিধানে ।
 তামাক টীকা কপালে দিলেন্ত সেইখনে ॥২১ '

শ্রীধর্ম চরনেত পণ্ডিত রামাই গান ।

ভকত নামকে ধর্ম চিহ্নিব করান ॥২২

অথ ধরারি ব্রাহ্ম

জুড়িয়া কোসেক বাট পাতিল ধর্মর ছাট
অধিষ্ঠান জন্ম ব্রিরঞ্জন ।

জোড়া সিংহ বাজে কালি বাজনা বাজাজ করতালি
বেচে কিনে জার জেবা মন ॥১

অপরূপ ধর্মর বাজার ।

কেহ বেচে কেহ কিনে গীত নাট কেহ শ্রুমে.
কেহ দূরে করএ পসার ॥২

ধর্মর বাজাব মাঝে গন্ধ নাদে বাজনা বাজে
কোলাহল হৈল উতুরোল ।

গন্ধ পুগ্ন কেহ আনি দেখ জন্ম জন্ম ধুনি
ঘন ঘন বাজএ ঢাক ঢোল ॥৩

জন্ম জন্ম দেই নারী তেজিয়া কৈলাস গিরি
নর লোকর দেখিয়া ভকতি ।

নরর ভকতি দেখি আনন্দিত ধর্ম শ্রুখি
বামদিগে অভয়া পার্বতী ॥৪

ধূপ ধুনা জ্বালি মাঝে পুটাঞ্জলি দুই হাথে
একে মনে শিখান ভাবনা ।

এমন জাহার সেবা পরডু তারে করএ ক্রুপা
সিদ্ধ হই মনর বাসনা ॥৫

ভাগ্যবান্ জেই জন ধন্য পথে দেই মন
তার স্থান হয় স্বর্গগপুরি ।

একান্ত হইআ মন অদি পূজএ নিরঞ্জন
ভাবে জম নিতে নই পারি ॥৬

• • • • •
জম বসিলেন সিংহাসনে ।

চিত্র গুপ্ত দুই ভাই বসিলেন ধন্য ঠাঞি
পাপ পুন্ন করি বিচারনে ॥৭

জেবা করএ অন্ন দান বৈকুণ্ঠে তাহার স্থান^১
তার পুন্ন কি বলিব আর ।

দান ধেআন করি জত সবগ চলএ চড়ি বধ
জমর নাহিক অধিকাব ॥৮

চাবি ছুআবে আছে কে চারিত পণ্ডিত সে
সোল সঅ গতি আনে লেখি ।

চারি কোটাল কাছে চারি আমিনি আছে
নাঞি ডরাঅ জম দেখি ॥৯

দেখি ধন্যর আমিনি সাত পঁচ মনে মানি
ডরএ জমি কাঁপএ ধর হর ।

ধন্যর আমিনি পাএ দূরেত পনাম হএ
জম রাজা পডিল ফাঁপব ॥১০

আদিআ জমর মাতা উপদেশ কহএ কথা
বিসাদ ভাবহ কেনি মনে ।

আসিয়া ধর্মের দুতে বসান বিমান রথে
 লৈআ গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥১১
 মাএব হুনিআ কথা জমর হিআঅ বেথা
 আমার ঘুচিল অধিকার ।
 ধন্য পথে দেই মন তার সখা নিরঞ্জন
 জম রাজা হইল ফাঁপর ॥১২
 ধন্যব চরন গুনে পণ্ডিত বামাই ভনে
 রচএ কবি অনাদর দাস ।
 অচ্চনা করিআ মনে ভাবি পূজ নিরঞ্জে
 ভক্ত গনর বিদ্রি কর নাস ॥১৩

অথ বৈতরণী*

কে জাব জাব ভাই ভবসিদ্ধু পাব ।
 আপুনিত নিরঞ্জন করিব উদ্ধার ॥১
 মন কর নৌকা পবন কেকআল ।
 আপুনিত নিরঞ্জন হোইলা কাণ্ডার ॥২
 পুষ্প দীপ মাঝে আছে জম্বু রাজাব ঘব ।
 সুবর্ণের সোল ফ্রোস জমের নগর ॥৩
 তাহার দুআরে আছে পরিজাত গাছ ।
 চন্দনে চর্চিত হয়্যা জম রাজার লাছ ॥৪

আবর্শ পুথিতে এই অংশ নাই ।

ভাল মন্দ পাপ পুণ্য বিচার সেইখানে
 ধর্ম্য আত্মা স্বর্গ জাএ চাপিআ বিমানে ॥৫
 মাঘাতে স্রিজিল সিঙ্কু নাম বৈতবণী ।
 দুর্গন্ধি কধির বহা বহে সেই পানি ॥৬
 বৈতবণী ব জল তপ্ত জে, আঙ্গাব ।
 আকাশ পাতালে ঢেউ লাগে চমৎকাব ॥৭
 উকুলের ঢেউ এসে ছুকুল ভরিআ ।
 মাঝখানে ঢেউ উঠে গগন জুড়িয়া ॥৮
 মকব কুস্তীর তাতে ছুব ছুর ভাসনা ।
 সেইখানে জম বাজার নিবস্তব থানা ॥৯
 নিঙ্কুতটে দানপতি বহে দাণ্ডাইআ ।
 ইহাতে হইব পাব কেমন কবিআ ॥১০
 জলের কল্লোল স্নানি দাণ্ডাইল তটে ।
 আগে পাছে জাতে নাই বিষম সংকটে ॥১১
 চিন্তায় চিন্তিত হয়। ভাবে মনে মন ।
 পার কব ধর্ম্য বাজা লইলাম শ্রবন ॥১২
 সেবক বৎসল ধর্ম্য সংসার ভাবন ।
 আকাশ বিমানে থাকি বলেন বচন ॥১৩
 অন্নদান বস্ত্রদান কব ধেনু দান ।
 এডান সংকট ঠাঞি পাব পরিত্রান ॥১৪
 আকাশ বিমানে থাকি বলে মহাশয় ।
 মতে দিলে সর্গে পাই কহিল নিশ্চয় ॥১৫

মন কর নৌকা পবন কেকযাল ।
 এক মনে চিন্তা কব তবে হব পার ॥১৬
 আকাশ ভাবতী যদি স্থানি দানপতি ।
 মন হৈল্য লৌকা পবন হৈল্য স্থিতি ॥১৭
 রজতেব লৌকা হৈল্য সুবর্ণ কেকযাল ।
 আপুনি ত ধর্ম্মরাজ হৈল কাণ্ডার ॥১৮
 নম সব পডাল পণ্ডিত চাবি জন ।
 পণ্ডিতে দক্ষিণা দিল বজ্রত কাঞ্চন ॥১৯
 এক মনে দানপতি লাএ দিল ভর ।
 তবনি চাপিআ জান বৈকুণ্ঠ দুআব ॥২০
 বৈতবনি পার হৈল্য ঘাবিক্যাকে বাধি ।
 চন্দ্র সূর্য্য জম ইস্র সভে হৈল স্থিতি ॥২১
 এডাব জমের দায় বিষম সম্বটে ।
 আনন্দিতে ভোগ কবে সুবর্ণেব খাটে ॥২২
 এমন স্থানিঞা জেবা ধর্ম্ম দেই মন ।
 বিমানে চাপিআ জায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥২৩
 বজ্রতের নৌকা হইল সুবর্ণ কেকযাল ।
 আপুনি রামাই পায় কবিল সযাল ॥২৪
 ব্রত সাজ হৈল চবনামৃত দিল ।
 ক্রীধর্ম্ম বলিআ সবে ভখন করিল ॥২৫
 রামাই পণ্ডিত গান ভাবি নিবজ্জন ।
 যদি এডাব সর্ম্মনের দায় পূর্ণ দেহ মন ॥২৬

অথ মুখ শুদ্ধিকপূরপাণ

চউদিকে জম্ জম্ কোলাহল হম্
আনন্দিত ধর্ম্মরাজএ ।

ঢাক ঢোল বাদ্ আনন্দিতে নিস্ত
সংখ ঘণ্টা বাজ্জ বাজ্জএ ॥১

লোটাইআ খিতি অবিলম্বে নতি
পদখিন সতবার ।

মনত্রি করিআ আনন্দিত হৈআ
সঅনেত আগুসার ॥২

ধবল চামর পরভুর গোচব
উল্লুক মুনিত দেই ।

সাজ পূজা বরত কৈল দণ্ডবত
গাইল বিজ্ঞ রামাত্রি ॥৩

অথ দেবীর মনত্রি

মনত্রি কব দেবি তুম্মার চরন সেবি
মনত্রি কর সর্ব্বজআ ।

তেজহ নিজপুর ঘাটেত অবতাব
গাজনেত করসিআ দআ ॥১

পচ্চিমে বহুআ গতি আনন্দেত পূবমতি
সজেত চারি সঅ জার ।

পণ্ডিত সেত সজে সভারে লইয়া রজে

পূজেন্তি নানা উপচার ॥২

গণ্ডা বলি দান অভয়া কৈল পান

জবার মালা গলে দোলএ ।

মেলিয়া চারি সঅ দিলেন জঅ জঅ

মনত্রিঃ চিস্ত কুতূহলে ॥৩

সোড উপচার ধুনাএ অন্ধকার

উপবে নামেত পুগ্গাৱা ।

শিবানী ঘোর কপা ইজিতে কর কৃপা

কলুসনাসিনী দুখহরা ॥৪

চবিত্তা দখিনেত পূজন্তি বিধি মত

সজেত আট সঅ জার ।

পণ্ডিত নীল বজে সভারে লইয়া সজে

পূজন্তি নানা উপচার ॥৫

অস্‌স বলিদান অভয়া কবিল পান

জবার মালা গলে দোলএ ।

মেলিয়া আট সঅ দিলেন জঅ জঅ

মনত্রিঃ চিস্তহ কুতূহলে ॥৬

সোড উপচার ধুনাতে অন্ধকাব

উপরে নামেত পুগ্গাৱা ।

শিবানী ঘোর কপা ইজিতে কর কৃপা

কলুসনাসিনী দুখহরা ॥৭

পূবেত গঙ্গা গতি আনন্দেত ফুল মতি
সঙ্গেত বার সঅ জার ।

পণ্ডিত কংসাই সঙ্গে সভারে লইআ রঙ্গে
পূজেন্তি নানা উপচার ॥৮

মহিস বলিদান অভয়া কৈল পান
জবার মালা গলে দোলএ ।

মেলিআ বার সএ দিলেন জঅ জঅ
মমুই চিস্তিহ কুতূহলে ॥৯

সোড় উপচার ধুনাএ অঙ্ককার
উপরেত পুষ্পকারা ।

শিবানী ঘোর কপা ইজিতে কর কৃপা
কলুসনাশিনী দুখহরা ॥১০

গাঙ্গনে হুগ্গাগতি আনন্দে ফুলমতি
সঙ্গেত সোল সঅ জার ।

পণ্ডিত রামাই সঙ্গে সভারে লইআ রঙ্গে
পূজেন্তি নানা উপচার ॥১১

অজা বলি দান অভয়া করিল পান
জবার মাল্য গলে দোলএ ।

মেলিআ সোড় সঅ দিলেন জঅ জঅ
মনই চিস্তিহ কুতূহলে ॥১২

সোড় উপচার ধুনাতে অঙ্ককার
উপরে নামেত পুষ্পকারা ।

সিবানী ঘোর রূপা ইজিতে কর কৃপা

কলুসনাসিনী দুখহরা ॥১৩

বাজএ রন সিজা . 'খমক ভেরি লিজা

ছন্দুভি জঅটাক দামামা ।

পণ্ডিতে বেদ ধ্বনি আনন্দে নারায়নী

কি দিব মনত্রির সীমা ॥১৪

মনত্রি কৈল জঅা শুনার ঝারি লঅা

অমলা জোগান তখন ।

কপুর মুখ সূক্তি শুনার খাটে জদি

অভঅা করিল সঅন ॥১৫

অমলা পদ্মাবতী লইআ তুরা গতি

চামর ঢুলাএ অঙ্গতে ।

চৌদিগে জঅ জঅ গংখর বাজ্জ হএ

রচিল রামাই পণ্ডিতে ॥১৬

নম সন্ত সন্ত করতার ।

নিরঞ্জন নৈরাকার ॥১

উদআস্তি হইলেন গোলাঞ্জি শুমর সঞ্চার ।

ভেদ নহি ভিনে সেই করতার ॥২

অবিকার বিকার ধন্ব ধবল মূর্তি ।

ধবল বন্নর ধন্ব করিলা আকার স্থিতি ॥৩

নকারে নমো নিরঞ্জন । অকারে নমো বস্তা ।

সকারে নম বিষ্ণু । মকারে নমো মহাদেব । সঅ
নামে সিব সক্তি । ভজতারন অনাদি জুগপতি ।
নিসক লজ্জি রূপ স্তম্ভধব । তাহাবে ভজে জত অমব ॥
হয় পাপ বিমোচন ।

সার করেন নিরঞ্জন ॥৪

বামাঞ্জির বাচা সিদ্ধ ।

ভকতা বর দেহ অনাদ্দ ॥৫

ধর্মস্থান †

আত্ম রাজা ভূপতি দেহারি নির্মায় তথি
ধর্ম যথা অধিষ্ঠান ।

ডেকনা মেদনি করিছে গঠনি
সিংহলে বহুত সনমান ॥১ *

গঠন বিস্তার মানিক ভাণ্ডাব
পুস্করগীর আডির উপব ।

কামিন্ধ্যা সম্বর গড়ে ধর্মঘর
চিরিআ রেএটি পাথর ॥২

পাসান চিরিআ ধরিল স্ত্রের ধার ।

মধ্য চাঁল পবে দর্পন শোভা করে
বিচিত্র করিল সার ॥৩

* আদর্শ পুথি এই ধারে সমাপ্ত ।

† এই অংশ আদর্শ পুথিতে নাই, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের পুথিতে আছে ।

পিডাসভারস ছেমের কঙ্গস
 ভবি উড়ে নেতের খুতি ।
 তালের কাঙারি গুয়ার বাথারি
 চিত্র কৈল নানা ভাতি ॥৪
 ত্রিসংখ্য হাটক বিসাই পুরক
 পতকা দিলেক তুলিয়া ।
 কামিলা বিসাই টুইত মুড়াই
 অনান্তঅস্তিস্ক হয় ॥৫ (?)
 ধর্মচরন গুনে শ্রীযুৎ রামাই ভনে
 রচে কবি অনাত্তের দাগ ।
 অর্চনা করিয়া মনে ভেবে পূজ নিরঞ্জে
 ভকতের বিন্মি কর নাশ ॥৬

 অথ যজ্ঞ

মার্কণ্ড বলেন শুনহ কারণ
 কথা পাব এমন রঙ্গনী ।
 হস্তি ঘোঁড়া পরদল জেন বেথি সিদ্ধবল
 থাকুক অন্তে কে জোগাৰি পানি ॥৭
 দুর্গার আঁটিয়া হাত কেমনে রাজিব ভাত
 গলাএ মুণ্ডের মাল ।
 ডাকিয়া প্রবেশ রনে বন্ধা বিকু ভাল জানে
 কাটা কন্দে নাচে সর্বকাল ॥৮

লক্ষ্মী চারি জুগের রাই আত কাজে লাগ পাই^৭
 বার নর মহিতলে খাটে ।

সরস্বতী কুআলিনী সুন প্রভু গুনমনি
 জাব মেলা অচ্ছ'বের ঘটে ॥৩

সচিব'ভা একুত্রনি রম্ভা উসা কুতওজ্ঞানি (৭)
 জার ডরে দ্বর্ভএ পাসান ।

হাসিয়া জেদিকে চাএ ত্রিভুবন মোহে তায
 সুরপতি হরএ গিআন ॥৪

জত আছে নারীগণ সুন এই বিবরণ
 গঙ্গা তুলসি মহাসতি।

সুনিআ এ সব বানি ভাবিলেন গুনমনি
 গঙ্গায় দিলেন অনুমতি ॥৫

ধন্য চবন গুণে শ্রীজুং রামাই ভনে
 রচে কবি অনাঙ্ঘের দাস ।

অর্চনা করিআ মনে ভাবে পূজ নিরঞ্জে
 ভকতের বিপ্রি কর নাম ॥৬

ভোজন কারন জত দেবগন
 উত্তরি'ল বল্লুকার তীরে ।

করিল বন্ধন পঞ্চাস বেঞ্জন
 কেহ বলে অনাঙ্ঘের বরে ॥৭

দেবগণ বসিল করি কোলাহল,
 বিষ্ণু বসিল লইআ রিসি ।

মহাদেব বসিল্যা জতেক জটিল্যা

আইলা জতেক তপসি ॥৮

আত্মনাথ মিননাথ সিদ্ধা চরজিনাথ

দণ্ডপানি আর কিয়রি ।

জার জেবা আছে মান দেবতা বৈসে স্থান্ধে স্থান

পরিসএ জনক স্মিআরি ॥৯

জজ্ঞের পাস পবম সন্তোষ

জজ্ঞ কৈল নিবেদন ।

করেন ভোজন আনন্দিত মন

ভক্ষন কৈল দেবগণ ॥১০

কবিআ ভোজন কৈল আচমন

হস্তকী বযডা ভক্ষন ।

ধম্মের চরন ভাবি অমুখন

সতে গেলা নিকেতন ॥১১

ধম্মচরন গুনে শ্রীযুৎ বামাই ভনে

রচে কবি অনাঙ্কের দাস ।

অর্চনা করিআ মমে ভেবে পূজ নিরঙ্কনে

ভক্তের বিয়ি কর নশ ॥১২

অথ তাত্ত্বধারণ

আত্ম অনাত্ম দেবি হইলেন স্থিতি ।

জথা হইতে পণ্ডিত হইল উপস্থিতি ॥১

মন পবন কল্পনা মায়া ।
 আদি অনাদি নিরঞ্জন আশ্রয়কায়া ॥২
 আশ্রয় রঞ্জে তাত্ত্ব উপজিল ।
 রজ গুন মহি তিন গুন হইল ॥৩
 অপবিত্র তাত্ত্বকে পবিত্র কে কৈল ।
 বিসাই বলিয়া গৌসাই হুকার পাড়িল ॥৪
 আসিআত বিশ্বকর্মা দিল দরশন ।
 আজ্ঞা কর গৌসাই কোন পূয়োজন ॥৫
 স্থান বাছা বিশ্বকর্মা ভোগের গুণা খাস ।
 চারি বস্ত্রের তাত্ত্ব গঠন করি দেয় ॥৬
 বার গাছি সিমূল তের গাছি ডাল ।
 তাহার তলায় বিসাই পাতিল সাল ॥৭
 হনুমান টানে জাঁতা হুতার লহরি ।
 বিসাই গঠিল তাত্ত্ব সাদা মাঠা করি ॥৮
 বন্ধ হুতাশনে তাত্ত্ব পবিত্র করিল ।
 চারি বেদেতে চার পণ্ডিত হৈল ॥৯
 লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরশি
 জিউ খাপস্তিকায় ।
 সেতাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায় ॥১০
 সৈত বস্ত্রের তাত্ত্ব অঙ্গেতে চড়ায় ।
 লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরশি জিউ
 খাপস্তি কায় ॥১১

নিলাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায় ।

নিল বস্ত্রের তাত্র বাহুতে চড়ায় ॥১২

লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরন্তি জিউ

ধাপন্তি কায় ।

কংসাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায় ॥১৩

কংস বস্ত্রের তাত্র কলেতে চড়ায় ।

লোহ মোহ কাম ক্রোধ ধরন্তি জিউ

ধাপন্তি কায় ॥১৪

রামাই নামে পণ্ডিত পবিত্র কায় ।

রক্ত বস্ত্রের তাত্র করেতে চড়ায় ॥১৫

বিসাই দিলেন তামের টাড় বালা

• অঙ্গুরি গডিআ ।

গুফ পণ্ডিত দিলেন ঋজে চড়াইয়া ॥১৬

তামার উড়ন তামার পাডন তামা

করিলাম সায় ।

তাত্ত্বধারণ গীত সে রামাই পণ্ডিত গায় ॥১৭



পাছুকে পাছুকে নমস্তেণ

গগনাগগনাপারং পরং পরমেশ্বরং ঈশ্বরং উর্দ্ধমুখং ।

তং প্রণমামি নিরঞ্জন পাপহরং ॥

• সর্বপাপবিনাশায় সর্বদুঃখহরায় চ ।

নমঃ বিশ্ববিনাশায় ধর্মরাজ নমোহস্ত তে ॥

ধর্ম্ম ঈশস্ত্র দেবানাং দেবতাহিতকারকঃ ।
মম বিঘ্নবিনাশায় ধর্ম্মরাজ নমোহস্ত তে ॥

অথ ছাগজন্ম *

একদিন নারদ আলায়^১ মরত ভুবনে ।
ভ্রমন করেন রিসি সর্বদেব স্থানে ॥১
বারমতি করে রামাই লয়া দিগগন ।
ছাগবলি দিয়া করে জন্তু সমপন ॥২
তা দেখিয়া বিস্ময় হইল নারদমুনি ।
ছাগবলি কেমন জন্তু আমি নাঞি জানি ॥৩
এতেক চিন্তিয়া মুনি ভাবে মনেমন ।
ত্রক্ষার স্থানেতে গিয়া জ্ঞানাব কারন ॥৪
ত্রক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বর বসে তিন জনে ।
হেন কালে আইল নারদ তপোধনে ॥৫
হাসিয়া ত্রক্ষারে মুনি জিজ্ঞাসেন বানি ।
ছাগবলি কেমন জন্তু আমি নাঞি জানি ॥৬
কহিবে ইহার তত্ত্ব স্থন পিতামহে ।
ছাগবলি কেমন জন্তু স্থনিব সভায়ে ॥৭
ত্রক্ষা বলেন নারদ মুনি কর অবগতি ।
কহিব ছাগের জথা হইল উৎপত্তি ॥৮

* আদর্শ পুঁথিতে নাই, কেগ* পুঁথিতে আছে ।

ই সকল কথা মুনি না কর প্রকাশ ।
 সুনিলেভ সর্বজীবের উপজিব হাস ॥৯
 জ্যোতি সতি দুই জনে আছিল সয়নে ।
 একাদশি ত্রত করি ভজ নারায়নে ॥১০
 সতি বলে সুন জ্যোতি আমার বচন ।
 সিজার নইলে মোর না রহে জীবন ॥১১
 ই বোল সুনিলেভ জ্যোতি ধরে তার পায় ।
 মা হয়্যা পুত্রকে কেবা হেন কথা কয় ॥১২
 তুমি মাতা আমি পুত্র ইথে বিপরীত ।
 সতি হয়্যা ত্রতভজ নহেত উচিত ॥১৩
 এইরূপে বলাবলি হয় দুই জনে ।
 দুই জনে জার তবে ঘরের সদনে ॥১৪
 জ্যোতি সতি দোখ ঘম উঠিল আপনে ।
 পাছ অস্ত্র দিয়া দিল বসিতে আসনে ॥১৫
 আসনে বসিয়া ঘম জিজ্ঞাসে কারন ।
 কি জন্তে আইলে দুঁহে কহ বিবরন ॥১৬
 কহিতে লাগিল সব নিজ নিজ কথা ।
 সুনিত সত্তাখণ্ডে ছোট কৈল মাথা ॥১৭
 রাম রাম বলি সবে হস্ত দিল কানে ।
 ছাগ হয়্যা জন্ম গিয়া মরত ভুবনে ॥১৮
 দেবের স্থানেতে গিয়া হৈবে বলিদান ।
 তবে সে তোমার হবে সর্গপুরে স্থান ॥১৯ ৷

অমুহিত পাণ ছাগি যাবি অপমানে ।
 গলে ছুরি দিয়া তোরে কাটিবে জ্ববনে ॥২০
 ইহা হৈতে ছাগলের পাতক খণ্ডিল ।
 লোকের হিত করি ছাগ স্বর্গপুরে গেল ॥২১
 কহিল ছাগের জন্ম জনমিল যাতে ।
 কহিল রামাঞ্জে পণ্ডিত ধর্ম্মের পিবিতে ॥২২

শ্রীনিরঞ্জনের রুদ্ধ্যা

জাজপুর পুন্নবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
 বেদি লয় কল্প য়ুন ।
 দখিন্তা মাগিতে জায় জার ঘরে নাহি পায়
 সাঁপ দিয়া পুডায় ডুবন ॥১
 মালদহে লাগে কর দিলঅ কল্প য়ুন ।
 দখিন্তা মাগিতে জায় জার ঘরে নাঞ্জে পায়
 সাঁপ দিয়া পুডাএ ডুবন ॥২
 মালদহে লাগে কব না চিনে আপন পর
 জালের নাঞ্জে ক দিসপাস ।
 বলিষ্ঠ হইল বড দসবিস হয়্যা জড
 সন্ধর্ম্মিণে করএ বিনাস ॥৩
 বেদ করে উচ্চারণ বেব্যঅ অগ্নি ঘনে ঘন
 দখিন্তা সভাই কম্পমান ।

মনেত পাইয়া মন্দ্য সন্তে বোলে রাখ ধন্দ্য

ভোমা বিনা কে করে পরিস্তান ॥৪

এইকপে বিজগন করে সৃষ্টি সংহারন x

ই বড় হোইল অবিচার ।

বৈকুণ্ঠে ডাকিয়া ধন্দ্য মনেত পাইয়া মন্দ্য

মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥৫

ধন্দ্য হৈল্যা জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি

হাতে গোতে ত্রিঙ্গচ কামান ।

চাপিয়া উস্তম্বর ত্রিভুবনে লাগে ভয়

খোদার বলিয়া এক নাম ॥৬

নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা তেজ অবতাব

মুখেত বলেত দম্বদার ।

জন্তেক দেবতাগন সন্তে হয়্যা একমন

আনন্দেত পরিল ইজার ॥৭

ব্রহ্মা হৈল মর্হামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাধর

আদ্যক্ষ হৈল শূলপানি ।

গনেশ হইয়া গাজী কান্তিক হৈল কাজি

ককির হইল্যা জত মুনি ॥৮

ভেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা লেক

পুরন্দর হইল মলনা ।

চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে

সন্তে মিলি বাজায় বাজনা ॥৯

অপ্পান চণ্ডিকা দেবি তিহুঁ তৈল্যা ছায়াবিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর ।

জড়েক দেবতাগন হয়্যা সত্তে একমুন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥১১

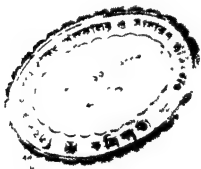
দেউল দেহারা ভাজে কাড্যা ফিড্যা খায় রঞ্জে
পাখড় পাখড় বোলে বোল ।

ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞ্জে পণ্ডিত গায়
ই বড বিসম শ্রুগোল ॥১২

(শৃঙ্গপুরাণ সমাপ্ত)



Satinder Debuk Sandy
17 Sikdarbagan St
Rabul





শব্দার্থ-সূচী

(অকারাদি বর্ণানুক্রমিক)

অগর ১০৬, অগরচন্দন, অগর-
চন্দনভেদ ।

অগোর চন্দন ৩৪, অগরচন্দন
অধান ৭২, ১১০, অগ্রহায়ণ মাস
অত্র ১৩২, অর্থা

অজরি ১০২, অজুরী, অজী
অজ্জবের ১৩৪, পণ্ডিত
অনান্তঅন্বিক ১০৬, অনন্তচিহ্ন
অন্তরীখে ৩০, অন্তরীক, আত্মা
অনুভিত ১৪০, অনুভিহ ২ ।

অমৃতফল ৮২, আম্র
অঙ্গ ১২২, অখ, ষোড়
অশোক ১২ অশোকফল
অহন্তেক ৪৫, ৭৫, অনেক

আ

আইদ ৫৭, আদি, প্রথম
আইল ৪০, আনিল, আনয়ন
করিল

আউ ২, আদুঃ, পরমাদু
আকাস ১, আকাশ, ব্যোম

আকড় ২২, অকোঠ
আকুড়ি ২৮, আকর্ষী, লগী
আকুড়সি ২২, ৩১, আকর্ষী
আকুলী

আকড়া ৩০, ওড়ড়া ফুল
আগমর ৮২, আগমের
আধান ১১২, আশ্রাণ, গছ
আন্তর ১০২, আঁওত
আজার ১২৬, অজার
আচরিত ৬, অকরা, হঠাৎ
আচ্ছাদন ২, ঢাকা

আজান ১১৪, যান্ত্রভেদ
আড় ৫৭, আড়ির, পাড়ের
আড়াম ৫৫, আড়াতে, ডাঙ্গার
আড়া ৫২, এড়ো, কাঠের অবল
আটকি ২৩,

আতপতীফুল ১২০, আলো-
চাউল

আবল ১১৫,
আবেস ৮৬, আবেশ

আবেশি ৭৭, আদেশ করিয়া
 আদ ৮৩, আভ
 আধিত্য ৬২, আধিত্য, সূর্য
 আন ১১, ৬২ অস্ত্রমত
 আনাম ৫৬, ৬৭, আনাস এনাম
 শব্দ কি ?
 আঁধা ১০৭, অন্ধ
 আঁকাবকুলি ১১৪, ধাত্তভেদ
 আপাবন ২৮, সৰ্বতোভাবে
 পবিত্র
 আপুনি ৩, নির, স্বর
 আপ ৮৪ জল
 আফুলা ১১০ অগ্রক্ষ, টিও, অপক
 আমপাবন ১১৪, ধাত্তভেদ
 আরসা ১০৮, শুক, রসহীন
 আলাম ৬০, আলান, ঘোঁটা
 আবকব ৫২, অতু, কের, অত্রের
 আঁবর ১, অঘর
 আমলা ৩১, আমলকী
 আমনি ২৫, ৬২, ৭৪, ৭৭, অমনি
 ত্তৎৎৎৎ
 আমলো ১১৬, ধাত্তভেদ
 আমিনী ২৬, ৮৭, ৯৪, ১০২ ১১৫
 আঁবর ৪২, আত্রের, আমের

আমিত্ত ৪২, আমিব্য
 আলব ৩৫, নিশান
 আলাচিত ১১৩, ধাত্তভেদ
 আলালিলা ৭৭ আগুলিত
 আস ২৩, ১০২, আশা
 আসতির ১১৩, ধাত্তভেদ
 আসআদ ১১৩, ধাত্তভেদ
 আসন ২, উপবেশন
 আসাড় ৭০, আষাঢ়
 আসিন ১১০, আশ্বিন
 আসিত্তা ২৪, হান
 আশীস ১২, আশ্বিঃ

ই

ইধু ১০২, ইধু
 ইজার ১৪১ পায়খানা
 ইলামগুণ ৫২,

ঐ

ঐসর ১০৮, ঐষর

উ

উকুল ১২৬, অকুল, সমুদ্র
 উজানি ৫৬, স্রোতেব প্রাতকুল
 উজল ৮৭, উজল
 উড়ন ১৩৭, অজুরীয়েব যে অংশ
 উর্জুখী

উড়াসালী ১১৪, খাত্তভেদ
উড়ুক ৩০, কুববক, উরুবক
উত্তরোল ১০৫ উচ্চশব্দ
উজুরোলা ১২০, উচ্চশব্দ
উখল ৫০, উচ্ছলিত, উৎখলে

উঠা

উদয় ৪৪, পূর্ব
উদয়ান্তি ১০১, উদয়মন্তে ৭
উদিস্থান ১০৫, উদ্যান, বাগান
উপনীতি ৩১, উপস্থিতি
উরি ৬২, উদয় হইয়া
উড়িলেন ৩৭, উদয় হইলেন
উবু ৫৫, উত্তর দিক্

ঊ

ঊসানি ৬৮, ঊষিগয়ী
ঊসি ৬৭, ১০৬ ঊষি
ঊতানি ৬৭ ঊষিগয়ী

ঐ

ঐকান্তিতা ৩১, ঐকমিক্, ঐক
হান

ঐকুত্রনি ১০৪,
ঐতক ২২, ঐত
ঐষি ৩৮, ঐহহানে

ক

ককচি ১১৪, খাত্তভেদ
কঙর ৩১, কুমার
কঙ্কন ১১২, অলঙ্কারভেদ
কঙ্কর ১১, কার্যেব
কথি ৬০, কোথা
কদাল ১০০, কোদাল, কুদাল
কনকচুর ১১৪, খাত্তভেদ
করা ৭০, কণ্যা
কসি ৫২, কয়নিক, লেখক
কন্ধে ১০০, কন্ধে
করতা ৮০, কর্তা
করতার ৮, কর্তা
করক ৩০, করক
করন্তি ৮৮, করে
করন্ত ৬৮, করে
কায়া ৩, কায়
কাঁঙন ১১৪, খাত্তভেদ
কাভারি ১০০,
কাচঁসি ২২, কাচ কাচ
কাচলি ৩০, পুন্নাভেদ
কাছি ৫৬, বড়ি
কালি ১৪১, কুসলহান বিচারক
কাটডাল ৫২,

কাড়ি ৫৮, কাতি
কাঁদা ১০৮,
কাঙ্ক্ষিক ৭২, কাঙ্ক্ষিক
কানর ৫৫, কণের, কণের
কানি ৬৮,
কামর ১১০, ১১৪, ধাত্তভেদ
কামিনা ৫৭, কৰ্মকার
কামিনী ৬০, কৰ্মকার
কামিনা ১৫০,
কালাকাঙ্ক্ষিক ১১৪, ধাত্তভেদ
কালকাসন্দর ২২, কালকাসন্দা
কালানুগড় ১১০, ধাত্তভেদ
কালি ১২০, সংকৃত কীল শব্দবৎ
কান্ত ১১১, তুগ্ধেননবদ্র
কাত্তা ১১১, তুগ্ধেননবদ্র
কিআলা ৩০, কেরাকুল
কিভা ২৪,
কিলেস ৭, ক্রেণ
কিংস্ক ২২, কিংস্ক
কিসান ১০৮, কৃষ্ণ
কৃষ্ণা ১০২,
কৃষ্ণালিনী ১১০,
কুণ্ডর ৩১, কুমার
কুড়ী ১০৭, কুমী, কটরোণী

কুচি ০০, কুটন
কুড়ে ১০০, খোড়ে
কুডহলি ১০৫, কুডহল
কুখা ৫, ১০, ১৪, কোখা
কুখাকাবে ১০, কোন্ খানে
কুন ৮, ১০, কোন্, কি
কুমমালী ১১৪, ধাত্তভেদ
কুর ২০, কুর, খার
কুমর ২২, কুমের
কেওনা ১০৮, কেঁদো
কেন ৭৭
কেরআল ৫৬,
কোঙর ২২, ১১৪, কুমার
কোটা ১১৫, ধাত্তভেদ
কোটাল ৬২, কোতোয়াল
কোঠা ২৬, কোঠ, ঘর
কোথ ৩৭, ক্রোথ
কোন ১২, কোণ
কোমি ৬২,
কালর ৫০, কোলের, ক্রোড়ের
কাস ৫৫, ক্রোণ
খ
খচরা ২০, শূভগামী ?
খড়া ১২,

বসক ১৩১,
 বরগানি ৯২, কুরশব
 বাঁড় ৬২,
 বাঁড়া ৫১, বগা, বজা
 বাট ৬৫, ১১৪, খটা, পালক
 বাপত্তি ১০৬,
 বামে ৬১,
 বিআতি ১১ খাতি
 বিতি ৬৪, ৮০, কিত্তি
 ধির ৪৩, কীব
 ধীবকথা ১১৪, ধাত্তভেদ
 খুড়া ৩২, খুঁতাত
 খুদ ১১৪, কুদ্র
 খুয়ায় ৫, কুয়ায়
 খুগানি ৬৮, খুদা
 খুঁব ২৬, কুদ্রাবাব
 খেজুবছড়ি ১১৩, খাত্তভেদ
 খেড ৪৮, খড়
 খেদাডিকা ১০, তাডাইয়া
 খেমবান ১১৩, খাত্তভেদ
 খেমা ৯৫, কনা
 খোঁটা ১১১, কীলক,
 গোজ
 খোখা ১৬১, কীধর

গ
 গমাবানি ১১৪, খাত্তভেদ
 গছ ১১০, গছ, গাছ।
 গটা ১০২, গোটা
 গঠিলা ১১১, গড়িয়া
 গতি ৩২, ৩৪, ৬৯, ধর্মীহুচর
 গডা ১০৯,
 গধুসেকে ১১২, গধুসে
 গছলি ২০, গাঁদাবুণ
 গছতুলী ১১৩ খাত্তভেদ
 গছমাণী ১১৭, খাত্তভেদ
 গলিত ৬৭, গল কুঠবোগাক্রান্ত
 গাছন ৭২, গান
 গাএন ৮১, গাবক
 গাঙ্গে ১১১,
 গাজন ৩৪, ৩০, বৈশাখমাঙ্গে
 ব মাংসব
 গাণী ১৬১,
 গাতি, গাণী ৩২,
 গামার ৭২, গাণী ৩২
 গাবস্ত ১০৭, গাধেব
 গিশান ১০৭, জ্ঞান
 গিনিদন ৯৮ গিনিদন
 গুজা ৩৬, গুজাক, কুপারি

শুক্ল ১১০, খাভভেদ
 অনমনি ৫, অনমনি
 অন্ত ২, অন্ত
 গেখানে ৯, জ্ঞানে
 গোঙতি ৩০, গুলভেদ
 গোজাল ১০৯, গজাল
 গোটা ৫৮,
 গোড়ি ৫৯,
 গোতমপলাল ১১৩, খাভভেদ
 গোপাল ১১৫, খাভভেদ
 গোপালভোগ ১১৪, খাভভেদ

ঘ

ঘটমানী ২৪, ৪৬, ঘর্ষের সমুচরী

ভেদ

ঘটিলি ৫৬, ঘাটোয়াল

ঘাম ১২, ঘর্ষ

চ

চনা-পাবন ৪০,

চত্রহাস ৫১, অস্ত্রভেদ

চন্দনসাল ১১৪, খাভভেদ

চণ্ডা ২২, '

চান ২৪, চাঁদ, চত্র

—চান ১০৬, চান

চানক ৫৭, চত্রক, চাঁদোরা ?

চামলী ২২, চামেলীফুল

চারভিত্ত ৩৬, চারিদিক্

চিট্যাকটা ৫১, ছিটাকটা

চিরাই ৫, ১২, চিরায়ুঃ, নীর্ধায়ুঃ

চিরিয়া ৫৭,

চুঞা ১১২,

চুমুক ২,

চুড় ৫২,

চৌদ্দতাল ৫৫,

ছ

ছড় ১০৮, ছাল

ছড়া ১১৩, '

ছড়ি ১১৩

ছাইরা ১১১, আচ্ছাদন বিরা

ছাইল ৫৮,

ছিচএ ১০৮

ছিছরা ১১৩, খাভভেদ

ছিটনি ৫৮

ছিটিকে ৫৯

ছিটি ১১৩, ১১২, স্টি

ছিহৎ ১১৩, তীহৎ

জ

জন্মানা ৪৮, লোকজন

জখন ৫, বখন
 জখিল ৫২, যোগ দিয়া
 জগনাথ ৫০, বৃহৎ প্রস্তুত
 জগানে ৪৩, যোগদান দেওয়া
 জগলানি ১০২, মদিরাভেদ
 জজ ৪৩, বজ
 জটিল্য ১৩৫, জটাজুটধারী
 জনকান্ত আরি ১০৫, সাতা
 জহ ২৮, বহ
 জলাবাসি ১১৪, খাত্তভেদ
 জাঅ ৬, যাই
 জাই ২২, ৩০ যাই
 জাটাত ৬২,
 জাফানে ৪০, পতিত জুঁস, উচ্চ
 আইল
 জাক ১১, যাহাকে
 জাট ১০০, কাটক ও বিশেষ
 জাতির ২৪, যাত্রীর
 জারি ৪৮, যাত্রী
 জান ১৩, ৫৮ গমন
 জানে ৩, ৫ জানে
 জালাইআ ৬৮, জালাইয়া
 জালিয়া ৮৬, প্রজলিত করিয়া
 জাঁটি ১০৬, জাঁটকাঠ

জাঁতা ১১০, ছাবনা
 জাহ ১১৭, যার
 জাহর ৬৮, বাহার
 জীঅ ৫, বাঁচিয়া থাক
 জীবনাস ৫২, জীবননাশক
 জীতাপাবন ৮৪, জিহ্বাপাবন
 জুআশে ১০২, জোয়াল
 জুহ ২২, ৩০, যুথিকা
 জুগ ৩, ৭ যুগ
 জুগপতি ২৪, ৩৩, ৩৭ যোগপতি
 জুগাল ১১১, যোগাইল
 জুগসব ৭৮, যজ্ঞেধর
 জুতি ৮৩, জোতি:
 জুথে ৩৬, যুথে
 জুবতা ৩৩, যুবতী
 জুক্তি ১০, যুক্তি
 জেটা ৩২, জোড়তাড়
 জেঠ ১১৩, যাজ্জবিশেষ
 জেমন ১০১, যেমন
 জৈট ৭০, জৈঠ
 জোজন ৬, যোজন
 জোতি ৮৫, জোতি:
 জোনি ১৮, যোনি
 জোনিছর ১৮ যোনিছর

জোলি ১১১, নিভাঅখাঙ

জোবন ১৫, যোবন

জোবনী ১৭ যুবতী, যোবনবতী

ঝ

ঝগড়া ৫২, কলহ

ঝলমল ৩৫, ঝকমক

ঝাকঝাক ১০৫, দশেদলে

ঝাটি ২৯, ৫২, পুষ্পভেদ

ঝারিতে ১১৬, গাভু

ঝিমর ৪২, কণা, নেয়ে

ঝিয়ারি ১৪, কড়া

ঝিসাগল ১১৭, ধাত্তভেদ

ঝিট ৩০, কিলো

ঝিসিকানি ১১০, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি

ট

টকভক ৫৫, টগবগ শর

টনা ৬৮, টানা, বজ্র বিশেষ

টলমল ৬, তেলদোশে

টানন ১১৫, দাক্ষিণ্য

টাডবালা ১৩৭, হস্তাংক্যভেদ

টাকা ৮৯, নেত্রবিশেষ

টাকাগাবন ২৭, টিপ

টুই ৫৮, ধারি, কিনারা

টুইত ১৩৩, ধারি

টুপি ১৪১, উকীষ

টোপলা ৯৩, গুটলী

ড

ডকবুল ৫১, ডাকশ

ডকে ৫৯,

ডহর ১১০, নিম্ন বা অগাত্মি

ডাকব ১১০, ডাশ বা উচ্চ জরি

ডাকুকা ৪৯ শৃঙ্গলবিশেষ

ডাবব ২৬, পাএভেদ

ডুম্মাখা ৫৬,

ডুম্ব ৯৮, ডমক

ডুপি ৬২, দাড়, ডোর

ডেকনা ১৩২,

ডেগ ৯২

ডোব ৯২, বজ্র

ত

ততখন ৬, ততক্ষণ

তপশ ৯২, তপজা

তপসী ১১, তপস্বী

তবল ৯৯, চাউল

তবাগতি ৭৭, ত্রুতগতি

তনাত্তবি ২৪, শত্রু শত্রু

তরাক ৯৩, পাণ্ড

ভঙ্গরা ১১৪, ধাত্তবিশেষ
 ভাঁউল ৬৪, তণ্ডুল
 ভাঁউলয় ১১২, তণ্ডুলের
 ভাক ১২, ১৪, তাহাকে
 ভাঁড়ুল ১০০, ১০২, ১২০ তণ্ডুল
 ভাতা ১১১, তণ্ড
 ভাবর ১০২, তাহার
 ভামর, ৪৪, ১০৪, ভাঙ্গর
 ভামাক ৮৮, ভাঙ্গনির্ধিত পুষ্পপাত্র
 ভামাকর ৮২, ৪৮ ভাঁহার
 ভামর ৮২, ভামাব
 ভাহর ৬৭, ভাহাব
 ভিনসর ৮৫, ৯৩, ভিনশ
 ভিন্দেব ৭৮, ভিন্দ, স্বর্গ
 ভিন্দাব ২২ ভিন্দারবিশিষ্ট
 ভিন্সাগরি ১১৩, ধাত্তবিশেষ
 ভিনংখ ১০৬, ভিনসংখ্যা
 ভীখ ২, ভীখ
 ভুমাকে ১৩, ভোমাকে
 ভুমার, ৭৫, ভোমার
 ভুম্বি ৫, ভুমি
 ভুরিতে ২৩, ভীষ
 ভুলিবাক ২৮, ভুলিবার নিমিত্ত
 ভুরিত ৩৩, ভীষ

ভেঠকা ৭৮, ভিত্ত
 ভেতা ৮৭,
 ভেত্তিস ৭৭, ভেত্তিশ
 ভুলানধান ১১৩, ধাত্তবিশেষ
 ভুলানগনি ১১৩, ধাত্তবিশেষ
 ভিন্দসর ১১, ভিন্দশের
 ভিন্দচ ১৪১, ভিন্দুখ
 ভুসাব ৫, ভুমার
 ভোমাল ২২, পুষ্পবিশেষ
 ভোমনা ১১৪, ধাত্তবিশেষ
 ভোপ ৪২, বন্দুক
 থ
 থরহর ১২৪, বিষমবেগ-কল্পিত
 থরেথর ৮২, প্রেরীবদ্ধভাবে
 থল, ২, ২, স্থল
 থানা ৫৬, আজা
 থানে ২০, আজডার
 থাপন ১২, থাপন
 থাল, ২৬ পাত্তবিশেষ
 থালি ২৬ হাকী
 থাবর ১, স্থাবর
 থিত ৩, ১৫, হিত
 থিত ৬, স্থিত
 থিরথির ৮, থিরথির

দ

দাম্বা ২ দম্বা
দাম্বিন ১১১, দাম্বিন
দাম্বিনান্ত ৬৭, দাম্বিনান্ত
দাম্বিন্তা ১৪০, দাম্বিন্তা
দাড়ি ১০২, দাড়ি
দাড়র ৪০, দাড়র
দাম্বদার ১৪১, দাম্বদার
দাম্বদ ২০, দাম্বদ
দাম্বাঙড়ি ১১০, দাম্বাঙড়ি
দাম্বা ১০৪, দাম্বা
দাম্ব ৬০, দাম্ব
দাম্ববিল ১৪০, দাম্ববিল
দাম্বমন্ত ৬৫, দাম্বমন্ত
দাম্বা ১০৮, দাম্বা দাম্বা কর্তন
করিয়া
দাম্বিলেন ১১১, দাম্বা দাম্বা কর্তন
করিণেন
দাম্বা ৬০ দাম্বা
দাম্বানি ১১১, দাম্বানি
দাড় ১১০, দাড়ভেদ
দাম্বপতি ৩৪, ৩৬, ৬২, দাম্বকর্তা
দাম্বপাল ২, দাম্বকর্তকপণ
দাম্বগন ১০৮, দাম্বগন

দাম্ব ৭, দাম্বভেদ, দাম্ব
দাড় ২২, দাড়
দাম্ব ১৪০, দাম্ব, দাম্ব করিল
দাম্ব ৩০, দাম্ব
দাম্বাক ৭৪, দাম্বক—দাম্ব
দাম্ব ১০৭, দাম্ব
দাম্বপাল ১৪০, দাম্বকিনারা
দাম্বক, ৩৬, দাম্বক ৫৬, দাম্বক
দাম্বপাল ৬২, দাম্বপাল
দাম্ব ৩০, ৩৬, দাম্ব
দাম্বারী ৩৮, ৩২, ৬২, দাম্বারী
দাম্ববী ২২, দাম্ববী পুণ্ড
দাম্বপরেত ৭৪, দাম্বপরে
দাম্বপাভোগ ১১০, দাম্বপাভোগ
দাম্বকিত ১২, দাম্বকিত
দাম্বকি ১২৬, দাম্বকি
দাম্বাক ১১০, দাম্বাক
দাম্বাক ১১৪, দাম্বাক
দাম্বাক টগর ৩০, টগরপুণ্ডভেদ
দাম্বকি ২৮, দাম্বকি পুণ্ড
দাম্বা ১০২, দাম্বা
দাম্বক ২৪, দাম্বক
দাম্ব ২০, ২২, দাম্ব
দাম্ব ৫, দাম্ব

বেউল ১, ৩৫, প্রোলাদ, মন্দির

বেউল্যা ৬২, পূজাকারক,

গৃহস্থারী

বেবরাঅ ২৬, দেবপ্রাজ

ভুসলি, ১০২, ছুইটী শলাকা

দেহারা ১, মঠ

দেহি ৮৭, দাঁড়

দেহ ২৮, দেহ

দোস ২৫, দোষ

দাদশ আজুল সংখ ৮৪ বার আজুল

শাঁক

দারমোটন ৩৮, দারোমোটন

ধ

ধর্মপাটকা ৩০, ধর্মঠাকুরের

পাটকা

ধরন্তি ১৩৬ ধারণ করে

ধার ৭৭, ১০২, ধাত্রি

ধামাৎ ৬২,

ধারন্তি ৮২, ধাবমান হর

ধিরকালি ১০২, দাঁড়বিশেষ

ধুতি ৫২, বস্ত্র

ধুত্কার ২, অঙ্ককার শূভাকার

ধুনি, ৭৪, ধ্বনি

ধেআনে ৫, ৯২, ধ্যানে

ধেআনেত ৫, ধ্যানেতে

ধৌতি ২৩, ধৌতকার্য

ন

ন ১৫, না

নঅদিব ১১, ১২, নবদীপ

নবাহতি ৩২, নববজের গৃহ

নহি ১, নাই

নাউড়ে ৫৬, নাবাল ভূমি

নাগর জুঘান ১১৩, দাঁড়বিশেষ

নাটগাল ৫২, নাটশালা

নাগন ৫৮, বটি

নাধুনি ৬৮,

নাগালি ২২, পুষ্পভেদ

নাখিআ ৮২, নামিয়া

নারিকল ৮২, নারিকেল

নাল ৫, লালা

নাস ৩৪, নাপ

নিঅম ৮৬, নিয়ম

নিঅড়ে ১৬, নিকটে

নিঅমর ২৭, নিয়মে

নিঅলি ৩০, পুষ্পভেদ, নিরলী

নিছনি ৬৮, ঝড়ন

নিছিআ ৭৮, নির্দ্বিহা

নিঝোজিত ১১, নিঝোজিত

নিভ ১১৮, নৃত্য,
 নিভ, ৬৪, নিভা, প্রতিদিন
 নিপতি ২৪, ২৬, নৃপহি
 নিপবর ২২, নৃপবর
 নিম্ন ২২, নির্ণয়
 নিবদ্ধিত ৩৫, ১০৬, নিরুদ্ধিত
 নিরুথরে ৪২,
 নিলাজল ৫, নিখাসে
 নিগমনি ১০৭, নৃগমনি
 নিসক ১০২,
 নিলাস ১০২ নিখাস
 নেতর ২৩, ৩৭, হিরবত্র
 নেতে ৬৮, নেকড়ার
 নেহ ৭১, লহ
 নৈবিক ৮০, নৈবেত
 নৌতন ৩৩, নৃতন
 ০ প
 পজমানি ৮৪,
 পকাসিমা ১০১, প্রেকট হটবা
 পক্ষিম ২৮, ৪০, ৬৬, পক্ষিম
 পলাল ১১৩, খাভভেব
 পটা ৫২, তৈতা
 পটল ১১২ বেতন
 পতকা ১৩৩, পতাকা

পত্ন ৮৫, প্রভূষ
 পদমা ৭৭,
 পদীপ ১০২, প্রদীপ
 পদধিন ২৫, প্রদক্ষিণ
 পনতি ৩, প্রপতি
 পনাম ১২৪, প্রণাম
 পন্নাম ১০৩, প্রণাম
 পন্নাম ৬, ৮, প্রণাম
 পরবত ১, পর্কত
 পরিভান ১৪১, পরিভাপ
 পরিসএ ১৩৫ পরিবেশন করে
 পরিসরম ১২, পরিশ্রম, পরিভাত
 পলাস ৩০, পুলাবিশেষ
 পলিএ ১১৫,
 পবাল ৮২, ১০৭, প্রবাল
 পর্কতজিরা ১১৩, খাভবিশেষ
 পবেসে ৮১, প্রবেশে, প্রবেশ করে
 পসর ১১৮, প্রসর
 পসিলাম ২০, প্রবেশ করিল
 পহড়া ১৭, প্রহরা
 পহরি ৮১, প্রহরী
 পহরিক ৮২, প্রহরী
 পয়দল ১৩৩, পদাতি
 পাখনা ৬৮, প্রখিত, প্রক্ষিত

পাখ ৮৮,
 পাখডপাখর ১৪২, ফনিবিশেষ
 পাখালি ৬২, প্রফালন করিয়া
 পাঙ্কসিঙ্গা ১১৩, ধাত্তবিশেষ
 পাছু ১০৪, পশ্চাৎ
 পাটএ ৩৮, মঞ্চ
 পাটব ৫৮, ৬৮, পাটেল
 পাটসালে ৪৬, রাজসভার
 পাডন ১৩৭, পাটাতন
 পাডিল ১৩৬, ছাডিল
 পাতল ১১৩, ধাত্তবিশেষ
 পাতি ২৩, ৫২, শ্রেণী, দল
 পার্শ্ব ৫৭,
 পাখরা ১১৪, ধাত্তবিশেষ
 পানি ২৪, ৬৯, ১২৬ জল
 পানিজল ১১১, অস্থাদির ধাব
 দিবার নিমিত্ত পান দেওয়া
 পালোএতে ১১২ সূপে
 পিআল ২৯, পিয়াল (বৃক্ষবিশেষ)
 পিট্ঠ ৫, পৃষ্ঠ
 পিঠা ৫, পীড়ি
 পিঠি ২২, ১০৩, পৃষ্ঠ
 পিড্ডা ৫৮, ৫৯, বেদীতে
 পিড়িঠা ১০৭, প্রতিষ্ঠা

পিধিবি ১০২, পৃথিবী
 পীড়ি ২৬, পীঠ
 পীরিত ৪৩, ত্রীতি
 পুখরী ১০৭, ১০৮, পুষ্করিণী
 পুর ১, পুণ্য
 পুরক ১৩৩, পূর্ণতাকারী
 পুজনা ৭৮, অর্চনা
 পুজিবাক ১, পূজা করার জন্ত
 পুববাদি ১৪০,
 প্রতিভর ৩২, প্রত্যুত্তর
 প্রভুতি ২৪, প্রণতি
 পুয়োজন ১৩৬, প্রয়োজন
 পেএ ২, পাইয়া
 পেতে ২, পাইতে
 পেয় ১০২, প্রেম
 পেলে পাইলে

ফ

ফেফেরি ১১৩, ধাত্তবিশেষ
 ফোপুলা ২৩,

ব

বককডি ১১৩, ধাত্তবিশেষ
 বজ্জনপে ১০৩, বজ্জনখে, তীক্ষ্ণনে
 বজ্জনখ ১৮, তীক্ষ্ণ নখ
 বডু ২৮, বটু, ব্রাহ্মণকুমার

বঙ্কি ১১৪, ধাত্তভেদ
বস্ত ২২, ব্রহ্মা
বস্ততেল ১৮, ব্রহ্মতালু
বস্তা ১, ৭৭, ব্রহ্মা
বস্ত্রত ৭২, ব্রহ্মায়
বরত ২, ব্রত
ববঙ্কিত ১৭,
বস্ত্রমাই ১২, বস্ত্রমতী
বাস ৪০, ৭৭, বাহিয়া দায়
বাস্তি ৫৭, বাদক
বাএন ৬২, বাস্তকব
বাগে ৬২, বাগডোনে
বাছান ৫৮, কবে কবে বিস্তৃত
দ্রবা
বাজিল ১৪, আরস্ত হইল
বাজ্জ ১২৮, বাস্ত
বাটলা ১০২, শস্ত্রবিশেষ
বাটাঅ ৩২, পানেব বাটা, তাঙ্গুল-
পাত্র
বাটাল ৮১,
বাস্তি জলে ১১৪, অন্ন জলে
বান ৮৩, বস্তা
বাক্সি ২২, বাক্সি
বাব ৬৭, সভা

বারমতি ৭, ৩৪, ৭৮, ২২, ১৩৮,
বারমাসি ৬২, বাবমাসিয়া
বাবা ২০, ব্যারি
বালি ১১৪, ধাত্তবিশেষ
বাসব ৩১, বাঁশের
বাহর ১১২, বাততে
বার্ছাডিয়া, ১৩, হাত বাড়াইয়া
বিদ্যমানে ৭৮, বিজ্ঞমানে
বিজ্ঞসালী ১১৪, ধাত্তবিশেষ
বিষ্ণু ২, বিষ
বিবিঙ্কি ১১৩, ব্রহ্মা
বিষ্ট, ১, ৭৭, বিষ্ণু
বিস ১৭, ২১ বিষ
বিসনাথ ১১০, বিশ্বনাথ
বিসকন্দী ১০২,
বিসাই ৬০, ১০৩, ১৩৬,
বিশ্বকন্দী
বিসার ৩, বিশ্বকন্দী
বিসৌরিকা ১৪, বিশ্বত হইয়া
বিহবাম ২৩, বিপ্রাম
বিহানে ৮৫, প্রান্তঃকালে
বীচ ১০২, বীজ
বীজে ৩, ৮, বীর্ঘ্যে
বীরপাক ৬,

বুধি ১১৪, ধাত্তবিশেষ
 বুড়ামাক্তা ১১৩, ধাত্তবিশেষ
 বুলে ৬, ভ্রমণ করে
 বেথা ১২৫, বাথা
 বেদি ১৪০, মক, পীঠ
 বেলাল ২৯, বিধ
 বেলা ৩০, বেলফুল
 বেসান্তি ৩৮, ৩৯, হাটে প্রসারিত
 জব্যাদি
 বেহাব ৯১, বিশ্রামস্থান, বিহার
 বোড় ১১০, বড়
 বোলিবাক ২০, বলিবার নিমিত্ত

ভ •

ভইল ৬, ভরিল
 ভকত ৭৭, ভক্ত
 ভকিতা ৩২, ১০২, ভক্ত
 ভকতাগনে ৭৯, ভক্তগণ
 ভখিমা ৯৮, ভক্ষণ কবিতা
 ভজনা ১১৪, ধাত্তভেদ
 ভাঁড়ি ৯২,
 ভজ ১৪, ভাল, উত্তম
 ভমন ৭২, ভ্রমণ
 ভব ৬৭, ঠেকনা
 ভরন ৭৮,

ভরমন ২, ভ্রমণ
 ভরি ১০, পদ, পা
 ভাইসিতে ১২, ভানিতে
 ভাকরে ১১৭,
 ভাটা ১১৬, বিসর্জন
 ভাটালি ৫৬, ভাটিতে
 ভামোলী ১১৪, ধাত্তভেদ
 ভান্দয় ৭১, ভাদ্র
 ভান্দমুখি ১১৩, ধাত্তভেদ
 ভাণ্ডাবপাল ৬৯, ভাণ্ডাররক্ষক
 ভাণ্ডারী ৬৯, ভাণ্ডারের কর্তা
 ভাস্স ৬০, দিশা, দিক্বিদিক্,
 ভূত, সুখশাস্তি
 ভিক্খাব ১০৮, ভিক্ষার
 ভিখা ১০৮, ভিক্ষা
 ভুমিস্ট ১৯, ২০, ভূমিষ্ঠ
 ভেক ১০, ব্যাঙ্ক
 ভেক ১৪১, বেণ
 ভেটু ৩৮, সাক্ষাৎকর
 ভেটা ৩৩, দেখিয়া
 ভেবি ১৩১, চন্দ্রভি
 ভেস্ত ১৪১, স্বর্গ
 ভোচা ৩০, পুষ্পভেদ
 ভোজা ৬৯, ভক্তা, ধর্মভক্ত

ভোর ১০২,

ম

মই ১০২, মাঙ্ড, বাঁশই, বাঁশের

সোপান

মইপাল ১১৫, মহীপাল, ধাত্তভেদ

মগুল ১১০,

মঙ্গলন ৭৭, মাতুলিক

মঙ্গলিল ১০৯, মঙ্গল করিল, ভাল

করিল

মড়া ১২, মৃতদেহ

মতি ৩০, পুষ্পভেদ

মধুলুঙ্গ ৭, মধুলোভী

মনঞি ১২২, মনে

মমুই ৬৩, মনন

মমুহব ৩৮, ১১০, মনোহব, মন্দর

মগু ১০, ভেক, বেঙ

মর্দ ১৪১, তাৎপর্য

মরাচত্রা ৯২, মবিয়াছে

মলনা ১৪১, মোলা, মৌলহী

মলি ৮৮, মলিবাঁ, মর্দন করিয়া

মহাতাক ১১১,

মহাভক্তি ২৭, অতুলভক্তি,

চরমভক্তি

মহাসএ ৩৮, মহাশয়

মহাস্ত্র ১, অচণ্ডিক

মহেস্বর ২১, ৯৪, শিব, মহাদেব

মহেস ২২, শিব

মহীপাল ১১৫, ধাত্তভেদ

মহিতলে ১৩৪, মহীতলে,

পৃথিবীতে

মসিলোট ১১৪, ধাত্তভেদ

মাইজ ৫৮, মধ্য, মাঝ

মাও ৩, মাতা

মাদামাঠা ১৩৬, সামান্ততঃ পরি-

ক্ষাব পবিচ্ছন্ন

মডমর ১৩৬, মডমেব

মাধবলতা ১১৪, ধাত্তবিশেষ

মাহুস ২১, ৬০, মমুহ

মারিবু ৫১, মারিব, প্রহার করিব

মাক্সা ৩০, পুষ্পভেদ

মালুধা ২৮, পুষ্পোত্তান

মিগ ১১১, মৃগ

মিগবর ১১০, মৃগবব

মিগীক ১১০, মৃগীর

মিত্তিকা ২৬, ২৭, মৃত্তিকা, মাটি

মিত্ত, ২, মৃত্তা

মিদঙ্গ ১০৬, মৃদঙ্গ, বাজবজ্রতিশেষ

মিলব ১৭, মিলিবে, জুটিবে

মুক্তহার ৭৭, ১১৩, ধাত্তবিশেষ
মুছিয়া ১২, মুছিয়া, মার্জন
কবিবা

মুঠি ৯৯, মুঠি

মুড়াই ১৩৩,

মুড়িয়া ৫৮,

মুকলী ৩০, মুবলী অর্থাৎ

মুবলীধারী

মুলা মুক্তাহাব ১১৪, ধাত্তবিশেষ

মেগি ১১৭, ধাত্তভেদ

মেটা ১১৪, বাস্ত

মোউবেব ৫৮, মস্বেব

মোথ ৭০, মোক্ষ, নিব্যাণ

মোহব ৯, ১১, আমাব

মোকলস ১১৩, ১১৪, ধাত্তবিশেষ

য

যুন ১৪০

র

রক্খা ১১২, রক্ষা জ্ঞান

রকত ৮৮, রক্ত, লাল

রঞ্জিৎ ৮১,

রক্তকমলর ৩১,

রক্তসাল ১১৪, ধাত্তভেদ •

রথসাল ৯৩, রথশালা, বথ রাধি-
বাব স্থান

রনজঅ ১১৪,

রন্ধনী ১৩৩, বাধুনী, পাচিকা

বহাম ৬, বহে, থাকে

বামগড ১১৪, ধাত্তভেদ

বাই ১৩৪, রাজা

বামদল ১১৪, ধাত্তভেদ

রাজত্ব ৭৫, বাজত্ব

রাত্তিত ৫৯,

বানী ৯৪, বাঞ্জী

বাসি ৬৯, ৭০, বাণি

বিসি ১, ১৩৪, ১৩৮, খবি, মুন

কএ ৬১, বোপণ কবিগা

কদিব ১২৬, লক্ত

কপাকব ৩৮, কপাব, নোপোব

কপি ৩৫, বোপণ করিয়া •

বেএটা ১৩২,

বে ১ বোমার

বোপিন ১০৬, বোপণ, হাপন

ল

লভাব ৩৯,

লক্ষী ১১৪, লক্ষীনারক বাস্ত

লভামো ১১৩, ধাত্তভেদ

লব ২৭,
 লহরি ১৩৬, চেটে, হলকা
 লাআতে ৮৬, লইতে, আমিতে
 লাউসালী ১১৪, ধাত্তভেদ
 লাএ ১২৭, নোকার
 লাএকে ৫৬, নায়েকে
 লাটপাট ৬, লটপট, ওলটপালট
 লালকামিনি ১১৪, ধাত্তভেদ
 লিঙ্গা ১৩১, বাস্তব্রবিশেষ
 লোব ৪২, লোভ
 লোহ ২৭ লোভ

ব

বল ১, বর্ণ
 বস্তগাঁঠি ২৭, ব্রহ্মগ্রহি
 বরদ ১০২, বাস্তব্রবিশেষ
 বাঅন ১১২, বেগুন
 বাকই ১১৪, ধাত্তভেদ
 বাকচুর ১১৫, ধাত্তভেদ
 বাকসাল ১১৫ ধাত্তভেদ
 বাকুই ১১৫, ধাত্ত
 বাগনবিচি ১১৪, ধাত্তভেদ
 বাজ ১০৫, বাস্ত
 বাঝা ১১৭, বঝা
 বাদলমালা ৩১, বাহলার মালা

বানুন ৪৪, ব্রাহ্মণ
 বাস্তন ১, ৪৪, ব্রাহ্মণ
 বাসকটা ১১৫, ধাত্তভেদ
 বাজগজা ১১৪ ধাত্তভেদ
 বাসমতী ১১৪ ধাত্তভেদ
 বিউনির ১১২

বিক্খ ২২, বৃক্ষ
 বিকল ১০৫, বিশ্রী
 বিচখন ১০৪, বিচক্ষণ
 বিছা ৭২, বৃশ্চিক
 বিসবাম ৯১ বিশ্রী
 বিসেস ৯৫, বিশেষ
 বুস ৭০, বুধ
 বেটত ১০২ বেষ্টিত
 বোআলি ১১১, ধাত্তবিশেষ
 বৈজ্ঞার ৫৫,
 বৈসাধ ৭০, বৈশাধ

জ

শিবানী ১৩০, জুর্গা, কালী
 জীঘর্ষণাহুকা ২৬, নর্গেব খডম
 বা পানচিহ্নস্বরূপ

স

সইতর ৫৫ সজ্জের

সর্করা ৬২, শর্করা, চিনি
 সকাল ২৮ শীত শীত, অগ্রে
 সর্গসূরে ১০৯, স্বর্গে
 সন্ধ্যা ৩৫, শব্দের
 সচিবতা ১০৪,
 সঙ্কল ২১, সঙ্কলনে
 সঙ্কর ৪১, সঙ্করসের
 সন্ত ৬, ২৫. শত
 সন্তি ৭৪, সত্য
 সন্তেক ২৮, একশত
 সনা ১০২ স্বর্ণ
 সতা ৫৮, ৫৯, গোভা
 সতি ২, সবট, সমস্তই
 সতে ৮১, সকলে
 সমপন ১০৮ সম্পন্ন
 সরগ ২, ৬৮, স্বর্ণ
 সরতব ৩০, শবৎকালের
 সব ২০, শব
 সবব ১২, শবের
 সমী ১, শনী
 সংখ ৭৪, শব্দ
 সংহাবিল ৬, গ্রহণ করিল
 • সাইল ৪২, শালবৃক্ষ
 সাজ্জি ৫৮

সাজন ২, সজা
 সান্তি ২৭, শান্তি
 সারিতা ২৪, সারিবিয়া
 সারিল ২৭, শেষ করিল
 সাল ১০৬ শালবৃক্ষ
 • সালুক ৫১ কুসুমকল
 সাবিয়া ৩১, প্রস্তুত করিয়া
 সাজা ৭৪, সজ্জার প্রদীপ
 সাজা ৮৬, সজ্জায় আলোকদান
 সাবন ৭০, ১১০, শ্রাবণ
 সাপ্তব ২ শাস্ত্র
 সাংস্র ৬৯
 সিআলি ২২, ১১৪, শেকালিকা
 সিকড ২২, মূলসিকড
 সিঙ্গাব ১০২, শৃঙ্গাব
 সনাখড়কি ১১৬, ধাত্তভেদ
 সাল ১০৯, শলাকা
 সাটান ২২,
 সাট ১০৪, শ্রেণীবিভাগ
 সান ৮১, স্নান
 সাপটিয়া ১০৬, আকড়াটিয়া
 সালজাতি ১১৪, ধাত্তভেদ
 সিঙ্কন ১০২, স্রষ্টি
 সিনান ২৫, ৬৪, ৮২, স্নান

সিদ্ধবল ১৩৩, সাগরতুল্যবলশালী	সেধি ৩৮, সেইখানে
সিরজন ১৪, স্মৃতি	সৌরুশনানারান ৮২, ৯৪, স্বরূপ
সিস ১১০ শীর্ষ, বাটল	নাবাধন
সীতাসালী ১১৪ ধাত্তভেদ	সোলপনা ১১৪, ধাত্তভেদ
সীফল ১০৫, শ্রীকণ	সোলুদেতে ১১০,
সুকরবার ১১৫, শুক্রবাব	স্তান ৮৩, দান
সুকল ৪৯, দানশীল	হ
সুতবাস ১০২, ত্রুস্ত	হস্তকা ১০৮, ১০৫, হরীতকী
সুতি ৫৮, ৫৯, কার্পাসবস্ত্র	হফ্‌স্ট ৩১, ১০২, মধুপুত
সুধনি ৭৮, স্মৃদুব ধনি	কবিতা স্থাপন
সুনাব ২৩, ৩৮, স্ববে	হবি ১১৫, ধাত্তভেদ
সুহ ২১, শ্রবণ কব	তবিকালী ১১৪, ধাত্তভেদ
সুশিব ৩১, স্তানি, কুমুদভেদ	তবিতা ১০৬, হবিতা
সুস্তত ২, শৃংখলেশে	তাই ৩ জুস্তা
সুপকাস ১০৬ সুপ্রকাশ	হাকুণ ১১১, পবিমাণবিশেষ
সুব ৬২, শুভ	হাতিপাঞ্জল ১১৩, ধাত্তভেদ
সুবল্লসীপ ৮৬, সোণার প্রদীপ	হাম ১০১, আমি
সুসব ১১০, সোমব, তুল্য	হালা ১১২, পবিমাণভেদ
সেঅতি ৩০, সেটিকুল	হালি ১১১, পবিমাণবিশেষ
সেইত ২৫, সেই	হমা ৩৬, ১০৭, হইরা
সেক ৩১ তাকাকে বা সিদ্ধন	হকুলি ১১৪, ধাত্তভেদ
সেথ ১৪১ শৈথ, মুসলমানজাতিব	হতাব ১০৬, অগ্নিব
বিভাগভেদ	হলুই ৭৮, হলুধনি
সেত ৩৭, খেত	হলাহলি ৩৭, উলু উলু ধনি

নাথ-মূট

(অকারাদি বর্ণানুক্রমিক)

অগস্ত	৩৫	আত্মনাথ	১০৫
অজিবা	১/০	আত্মা	১৩,১৪
অজয়কাটাৰি	২১,২৮০	আত্মাসক্তি	১৪
অধৰ্জ	১০	আমবাজ	১১/০,১১৮০
অনাংকরসংহিতা	৩৮৮/০	আমিনি	৩৬
অনাদিমঙ্গল	৪১/০	আমুদবাতবংশ	১১০
অনিল	২	আমুর্কোদ	১০
অনিলপুৰাণ	৪১/০	আবতি	২০
অভাষা	৫৪,১৫,১২৩	আগাম	২১৮০
অমরপটল	৩৮৮/০	ই	
অমরানগর	৪৮০		
অমলা	১৩১	ইছাইবোব	১৮৮০
অশ্বিন	১৮০	ইন্দ	১০৬
আ		ইন্দব	১১২
		ইন্দুক	১১০,১১৮/০
আগমপুরাণ	২৮৮/০	ইন্দু	২২
আদম্ভ	১৪১	ইন্দ্রাজ	১১০
আদিগাঞি ওয়া	১১৮/০	ইন্দ্রাবুধ	১১০,১১৮০,১১৮/০
আমিনাথ	৪৮০	ঈ	
আদিপুরাণ	৪১/০		
অধিদ্রু	১৮০,১৮০,১১/০,	ঈ	
	১৮০,১৮০,১১/০,১৮০		
		ঈশ্বর	২৮০

উ	কপূরধন	১৫৬০, ২৮
উড়িয়া ৩৫০	কাঙুর	১৫৬০, ২১০
উৎকল ২১০	কাভিক	১৪১
উত্তররাঢ় ২১০, ১১০, ৪৮	কানিগা	২১০
উত্তরাপথ ১১০, ১১৬০, ১১৬০	কাহু	৮১
উদ্যায় ৩০	কাহুতট্ট	৩
উদয়গপুর ২১৬০, ২১০	কান্তকুজ	১৬০, ১১৬০, ১১৬০
উলুক ৪৮৫	কামতা	১৫৬০
উলুক ৫, ৬, ১০, ১৩, ১৬, ৪০, ৪৭, ৫২, ৫৪	কামদেব	১৫
উলুকাই ৩৫	কামরূপ	১৬০, ১৫৬০, ২১০, ২১৬০
ঋ	কাম্যদহ	২১৬০
ঋগু ১০	কালবতী	৫০
ক	কালিন্দী	৫০, ২১৬০
কনোজ ১৬০, ১০, ১১৬০, ১১৬০, ১১৬০	কালুবার	৪৬০
কপির্গ ২১৬০	কাম্বীব	১১৬০, ১১৬০
কপিলা ২৫	কিন্নরি	৪৬০
কমলাবুধযশোবর্গদেব ১৬০, ১১০	কুবের	৩৫
কম্যাণদেবী ১১৬০, ১১৬০	কুরুধেত্র	৮২
কংসাই ৪৮৫, ৭৪, ১৩৭,	কুর্ধ	৮
কংসাইপণ্ডিত ৬০৮৭,	কুর্ধরাজ	৯
করঞ্জ ১১০, ১১৬০, ১১৬০, ২১০	কুর্ধমর	২২
কর্ণসেন ১০, ১৫৬০	কৃক	২৮, ২৮০
	কেশবতী	১৬০, ১১৬০, ৫০, ১৮

কৈলাস	৪১/০, ১	গোপীচান্দ	১৫০/০, ২/০ ৩
কোসবী	২০	গোবীর্টান্দ	১৫০/০, ২১০/০
খ		গোরক্ষনাথ	৪১/০
খালিমপুর	১১০/০, ১১০/০	গোলোক	১০, ১০/০
গ		গোসাইপণ্ডিত	৭৫
গজার	২৪	গৌড়	১৫০, ২১০, ৪০/০
গউড	২১০	গৌড়দেশ	১১০/০
গজা	১০/০, ১১০, ২১০/০	গৌড়বজ	২১০/০, ২১১/০
	২৪, ২৫, ৩৭, ৭৪, ৮৭,	গৌড়মগধ	১১০/০
গজুর	২৪, ২৫, ৩৪, ৩৭ ২৬	গৌড়মণ্ডল	১০/০, ১১০
গজা	১১০/০, ২১০/০, ৩৫০/০	গৌড়ম	২০/০
গণেশ	১৪১, ১১০, ২৫০/০	গৌরী	৪১/০, ১৫
গণ্ডবী	২০	ঘ	
গনাধব	২৪	ঘনরাম	১০, ১০, ২১, ২১/০,
গন্ধভেক	৩২		২১০/০, ২৫০, ২৫০/০, ২৫০/০,
ডজরাত	৫০/০		২৫০/০, ৩৭/০
ডগুবাণশী	২১০/০	ঘোষরাবী	২০/০
গোদাধবী	৮২	চ	
গোপভূম	১৫০/০	চক্রপাণি	১০/০
গোপাল	১০/০	চক্রাধ্ব	১১০/০
গোপালদেব	১০/০, ১০/০	চক্রাধ্বআমরাজ	১১০, ১১/০
গোপীপাল	১৫০/০, ১৫০/০		১০/০, ১১০
গোবিন্দচন্দ্র	১১০, ১৫০/০, ১৫০/০,	চট্টগ্রাম	২৫০/০
	২১০/০		

চণ্ডিকা	১৪০	জয়পাল	১৫/০, ১৫০/০
চতুর্ভুজ	১১০, ২১০	জয়াদিত্য	১১০/০, ১১০/০
চন্দ	১২১	জাজগুর	৪১/০, ৪১০/০, ১৪০, ১৪২
চন্দ্র	২৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ২৪, ১৪১	জাড়া	৪১/০
চম্পাইনগর	২৪১/০	জামালপুর	৪/০
চরঙ্গিনাথ (চৌবঙ্গীনাথ)		জাহ্নবী	৪/০
	৩৫১/০, ৪১/০, ৪১/০, ১০৫	জীগনি (জীকন)	১৪/০
চরিত্রা	২৫, ৩৭, ৮৭	জীব	৪১/০
চাপাই	২৪০/০ ২৪০/০, ২৫০	জৈনহবিবংশ	১১/০
	২৫০/০, ৪১০/০	জোতি	১৩০
চাপাতলা	২৪১/০, ২৫০	ঝ	
চাপাবতী	২৪০/০	ঝুমঝুমি	২৪০/০
চাপার	২৪০/০	ঝ	
চিঅগড	৫৭	ঝাকুর উল্লুকে	৮
চিঅগুপ্ত	৩৮, ৫২, ৫৮	ড	
চিঅমতিকামেবী	২১০	ডিমলা	১৫০/০, ১৫১/০, ২১০/০
চৈতন্তদেব	৩৫০/০	ড	
চৈতন্তবন্দনা	৪১/০	ড	
চৈতন্তভাগবত	১৫১/০	ঢোলসমুজ	২৪
ছ		ড	
ছন্দোগপবিশিষ্টপ্রকাশ	১৫০/০	ড	
জ		তারকেশ্বরবন্দনা	৪১/০
জম	২১০/০, ২৮	তাবনাথ	১৪০/০
জয়ন্তদেব	১০/০, ১১/০, ১৫০/০	তিরুমলয়	১৫০/০

তিরুমলগিরিগিরি	১৪০	দ্বিতীয় ধর্মপাল	১৪০, ২১০, ২১০,
তিস্তানদী	১৬০		২১০, ২১০, ২১০
ত্রিপিণ্ডী	২৫	ধর্ম	
ত্রিবন্ধ	২১০	ধর্মপুত্র	১৬০
ত্রিসোতা	১৬০	ধর্ম	২১০
দ		ধর্মদাস	১০, ১০, ১০, ১০
দক্ষ	১৪০	ধর্মপুত্র	১৬০
দক্ষিণবাট	১৪০	ধর্মমঙ্গল	১৬০, ১৬০, ১৬০, ২১০
দণ্ডপানি	১০৫		২১০, ২১০, ২১০, ২১০
দণ্ডভুক্তি	১০, ১৬০		২১০, ১১০, ১৬০
দাছডঘাটা	২, ১০	ধর্মপদ	১০১
দাক্ষিণাত্য	১৪০, ১১০	ধর্ম	৩
দিনাজপুর	১৬০, ২১০	ধর্মপাল	১০, ১০, ১০, ১১০
দীনেগচত্র সেন	১০, ২১০		১১০, ১১০, ১১০, ১৪০
দীপকব্রীজান	১১০		২১০, ১৬০, ১৬০, ১৬০
দুর্গা	১০, ২৫, ১১, ৮৭		২১, ২১, ২১০
দুর্গাসা	২১০	ধর্মবাজা	১০
দুর্গামলিক	১৬০	ধর্মপুরাণ	১০, ১৭
দেবচক্রপানি	৮৫	ধর্মবাসু	১০
দেবপাল	১০, ১১০, , ,	ধর্মশীল	১৬০
	১৬০, ১৬০	ধর্মসার	১১০
দ্বারকাপুরী	১০, ১৬০	ন	
দ্বারিকেশ্বর	২১০, ২১০, ২১০	নক্ষি	২৮, ১১১
দ্বিজরাম	১০	নক্ষি	১০, ১৬০, ২০

নারদ	২১০/০, ১০৬, ১৬১	পুলস্ত	৩৫
নারায়ণ	৫	পুষ্কর	১/০
নারায়ণনৈতল	৩৩	পুষ্করা	২০
নারায়ণ	১৫/০	পুষ্যা	২১০
নারায়ণপাল	১১০, ১৫/০	প্রভাস	২০
নিরঞ্জনের কন্যা	৪১০	পেঁকাসর	১৪১
নীলাই	২১০/০, ৪২, ৭৪, ১০৭	পৈরাগ	২, ২৪, ২০
নীলাইপণ্ডিত	৮০, ২৫, ৮৭	গৌণ বর্জনা	১০/০, ১১/০,
নেত্রা	২২		১১০/০, ১১৮/০
প		প্রাগ্‌জ্যোতিষ	২১/০
পদ্মপতি	১০১	প্রচ্ছন্নদৌত	৫৫৮/০
পদ্মানন	১ ১	প্রজাপতি	১৮/০
পদ্মাবতী	১৩২	প্রথম ধর্মপাল	১১০/০ ১৫০, ২ ৮/০
পণ্ডিতপদ্ধতি	২৫৮/০	প্রদ্বা কাষ	১১০/০
পণ্ডিতরামাই	২৫	প্রতাপকল্প	৫৫৮/০
পবন	১১৮/০	প্রভাচন্দ্রস্ব	১১/০
পশুপতি	২৮	প্রভাবকচরিত	১১/০, ১১৮/০
পাঞ্চাল	১১০	ব	
পাটলিপুত্র	১০/০, ১১/০, ১১৮/০, ১১৮/০	বজ্র	১৪০, ১৫৮/০
পারিসদ	২	বজ্রভাষা-সাহিত্য	৮/০
পার্বতী	১২৩	বটেশ্বর	২১/০
পাল	৪৮/০	বল্লভট্টপূর্বপাল	১১০
পীতাম্বর	১৫/০	বনমালা	১৫৮/০, ১৫৮/০, ২১, ২১/০
পুণ্ডর	২১০, ২৮, ১২১	বপাট	১৮/০

নাম-সূচী

১৭১

বসন্তনিস্বান	২৪ *	বিক্রমশিলা	২৮/০
জুব	৩	বিজয়া	২৩
জম্বা	২৮/০, ২৮/০, ১৮, ১৮, ২০, ২৮, ১২১	বিমলা	২৮/০
বরদাপাটন	৪৮/০	বিরিকি	১২১
বরানসী	১, ২৪	বিশ্বকোষ	১৮০, ৩/০
বরুন	৩৫	বিবিন্দ্র	১৪২
বর্ধনকুঞ্জর	১৮/০	বিশ্বনাথ	১০, ৮৮/০
বরুকা	৪৮, ৪৮/০, ১৫, ২৩, ৬৭, ২২, ১১৮, ১৩৪,	বিক্রপুত্র	৮৮/০
বর্ধমান	২৮/০	বিটু	১৮, ১২, ২০, ২৮, ১২১, ২৮/০
বসিষ্ট	১০৬	বিজু	১০, ৮৮
বসুন্ডা	২০, ২৪, ৩৭, ৭৪, ৮৬	বিসকর্মা	২৬
বহিপুর	২৮/০	বিসকর্মা ক	১১১
বাউরি	৩৮৮/০, ১৮৮/০	বিসান্তর	৫৭, ৫৮
বীকুড়া	৮০, ৮৮/০, ২৮/০	বিসাই	১৩৬
বাউলসম্প্রদায়	৩৮	বুদ্ধ	২৮/০
বাকুপতি	১৮/০, ১৮/০	বুদ্ধশতক	৮৮/০
বাঙ্গলা	৮৮/০, ১৮/০, ২৮/০, ২৮/০, ২৮/০, ২৮/০	বুদ্ধজী	২৮/০
বারানসী	২০	বৃন্দাবনদাস	১৮৮/০
বাবেত্র	০১৮/০	বেদগীর্ড	১৮/০
বাস্তিক	৩৫	বেহার	১৮/০, ১৮/০
বাস্তবী	১০, ১১, ২২,	বৈকুণ্ঠ	১৮/০, ৮৮/০
		বৈতরনী	৫৫
		বৈশাখ	৮৮/০
		বোধিচর্য্য সমুচ্চয়	৩

ব্রহ্মওকা	১৮/০	মগধ	১০/০, ১৮/০, ১৮/০,
ব্রহ্মবহ	২৪০/০		১৮/০, ২৮/০, ২৪০/০,
ব্রহ্মপুত্র	১৮/০, ১৮/০	মহাল	৫২
ব্রহ্মা	১৪১	মহনপাল	২/০, ১৮/০, ২৮/০,
		মহনা	৫৩, ৩৬,
ভ		মহনহনী	১৮/০, ২৮/০,
ভট্টনাবায়াণ	১৪০/০	মহনাকিনী	২০,
ভবভূতি	১৮/০	মহনাত্র	১,
ভরধাজ	১/০	মহনাগড়	২৮/০
ভরগী	৫৮/০	মহনাপুত্র	৫০/০, ২৮/০, ২৮/০,
ভাগলপুর	১৮/০		২৮/০, ৪/০
ভাগীরথী	২৮/০	মহনামতী	১৮/০, ১৮/০, ২৮/০,
ভাগবকব	১৮/০		২/০, ২৮/০
ভাবত	১৮/০, ১৮/০	মহুবভট্ট	৫০/০, ২৮/০, ২৮/০,
ভাবতপুরাণ	২৮/০		২৮/০
ভারতী	২০	মহুবভজ	৫৫/০
ভীমধেতী	১১১	মহনীতি	১২১
ভূমিচন্দ্র	৪৮/০	মহাবেব	২৪০/০,
ভূগ	১/০	মহাবোধি	১৪০/০, ২৮/০, ৫৫/০,
ভোগবতী	২০	মহানাদ	৪৮/০
ভোজদেব	১৪৮/০	মহাকাল	১৪০/০, ২৮/০, ২৪০/০,
ভোট	১৮/০		২০,
		মহাভাবত	১৮/০, ২৮/০,
ম		মহামহ	৩৪৮
মববাক	২৮/০		

মহাযান সম্প্রদায়	৩৫০/০,	যমুনা	১/০
মহীপাল	১১০, ১১/০, ১৫০/০,	যশোবন্দ্যদেব	১৮০, ১১, ১১/০,
	২৮০, ৩৮,		১৮০
মাআধর	২৮	যশোবন্দ্যপুত্র	১৮০
মানিক গাঙ্গুলি	১০ ১৫/০,	যাত্রাসিদ্ধি (ধর্মঠাকুর)	১৮০
	১৫০, ২৮, ২১০, ২/০,	যাত্রাসিদ্ধিবাব	৫০০, ৫০/০,
মানিকচন্দ্র	১৫০/০		১, ২১৮/০,
মার্কণ্ড	৬৭, ১৩৩,	যোগী	৪১০
মানিকচাঁদ	১৫০/০, ২১০/০, ৩৮	যোগীপাল	১৫০০,
মানিকদত্ত	৩১৮/০	ব	
মানিকরাম	২৫০	বঙ্গপুত্র	১৫০/০, ১৫০, ২১০,
মাধব	৫/০, ২, ২৪, ২০	রজাবতী	৮০ ১/০, ১৫০/০,
মাধাই	৯২,		২৮, ২৮/০, ২১০, ২১০/০
মানস সর্বোবধ	২৪		২৫/০, ১৫০/০, ৩৮
মার্কণ্ডমুনি	১০, ৩৫০/০,	বগশূন্য	১১০ ১৫০/০,
মাছা	২/০	রজাদেবী	১৮০
মীন	৩৫০/০,	বস্তাবতী	১/০
মীননাথ	৪৮/০, ৪/০, ১৩৪	রম্যপুত্র	২৮০
মুদ্রাব	১১৮/০	বাল্লভসঙ্গিনী	১৮/০, ১৮০,
মেক,	১৮	বাল্লভেশ্বর	২১৮০
য		রাজেন্দ্রচোপ	১১, ১১/০,
যক্ষ	১০		২১৮/০, ১৫০/০, ২১৮/০,
যম	১৫০/০	রাজ	৫০০, ২৫০/০ ৫৫০
যমপুরাণ	৪৮, ৪৯,	বাঁচবক	১৫০

রাধ	২১	লোমশ	১/০
রামাই	৮০, ১০, ১/০, ২৮/০	শ	
	৩, ৫০, ১৩৭	শরত	২৮/০
রামাইপণ্ডিত	২৫, ২৭, ৭৫, ৮৭,	শান্ত	১৫/০
	৮০, ৮০, ৮০, ৮০, ১১০, ১১০,	শিব	৮১/০
	৮/০ ১১, ১৮০, ১৮/০ ২৮০,	শ্রীগণ	১০, ১১/০
	২৮০, ২৮০, ২৮/০, ২৮৮০,	শূন্যপুরাণ	১৮০, ২৮০, ২৮/০
	২৮০, ২৮০, ৩/০, ৩৮০,		২৮৮০, ২৮৭০, ২৮৮০
	৩৮/০, ৩৮০, ৮৮৮০, ৮৮, ৮৮০,		৩৮৮০, ৮৮৮০, ৮৮, ৮৮০
	৮৮/০	শোণালকুছিগ্রাম	২৮০
রামেশ্বরস্বর জিবেদী	৮৮/০	শ্রীচৈতন্যভাগবত	১৮৭/০
রাষ্ট্রকূট	১৮৮০, ১৮৮/০	শ্রীধর	৮/০, ৮৮/০
রূপাল	৬৭	শ্রীধর্ম	১৮০, ৮/০
রূপরাধ	১/০, ১৮/০,	শ্রীধর্মবল	২৮/০
	১৮৮০, ১৮/০	শ্রীধর্মরাজ	২৮০
ল		শ্রীরামক	৮০
লক্ষী	১১০	শ্রীরামপণ্ডিত	৮০
ললিত	৩৮৮০	শ্রীরামাই	১৮০
লভার	৫১	স	
লাউসেন	৮০, ১/০, ১৮/০,	সকর	২৮
	১৮৮০, ১৮৮/০, ২৮, ২৮/০	সক	২৮০
	২৮৮০, ২৮/০, ২৮০	সতি	১০২
লুইচর	৮৮/০	সদাসিব	৫৮
লোকেশ্বর	২৮০	সনাতন	২৮০

নাম-সূচী

১৭২

সমাসীকাটা	০,৩৮/০	অশোচন	৮/০
সকুলা	২৮০,৫৮/০	অবেণ	১৮/০
সরস্বতী	১/০,২০	অঙ্ক	৩৭,৮১
অরুণনারান	৮,০৮	অথ	৮০,১৪২
সরসু	১/০	অরুণ	১৫,৫১,২৬
সরিংপতি	১৮/০	গেইতগজা	২০
সর্বজ্ঞা	১২৮	সেতাট	১৮/০ ১৪,৭৪ ১৫৬,
সহস্রের চক্রবর্তী	০৮৮/০,৪১/০	সেতাইপতি	৪,৮৬
সাগরসঙ্গম	২৪,৮২	সেতাই বা খেতপতি	৮/০
সাধনকল্লতা	২৪০	সেনভূম	১৮৮/০
সাধনমালা	২৪০	সেনবাজবংশ	৪৮/০
সাধনসমুচ্চয়	২৪০	শোমঘোষ	১৮৮/০
সাকুলা ২,২/০,২৮,২০,২১/০		অর্ণবেধ	১৮/০,১৮/০
সাম	১০		
সামুলা	২,২১/০,২১৮/০,	হ	
	২১/০,২১৮/০	হমুমান	১৪,১৫,৫৩,৩৭,৮১,
গাবনা	১৮/০		৮২,২১,২৫
সিংহ	২৫০, ১/০	হন	২৭,১০২
সিঙ্গা	৪৮০, ১ ৫	হবপ্রসাদ শাস্ত্রী	১০,৩,৫/০,
সিঙ্গা উদ্ভূত	৩৮০,৫৮৮/০		৩৮/০, ৩৮/০
সিঙ্গ	২০	হরচন্দ্র	১৫০,৪,৫/০, ৪৮/০
সিব	১২		১১ ৫৫ ৩৮, ৪২, ৪০,
মীতাক্ষ	১১/০, ২, ২১/০,	হবিচরিতকা	১৮০, ১৮০
	১৮০, ১৮/ ১৮/০	হরিশচন্দ্র	৪/০, ৪৮/০

হরিশিখ	১৫০	হাকম্ম	১৫০, ১৫০, ১৫০ ৪০০
হাডীপা	১৫০	হাকম্মপুবাণ	১৫০ ১৫০, ১৫০
হাডীসিদ্ধ	১৫০	হিঙ্গুলা	১১১
হায়াবিবি	১৪১	হিমালয়	১০০, ১৫০, ১৫০
হাক ও পুরাণ	১৫০	হিব্যগর্ভ	১৪০



